হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস

মুফতী আমীমুল ইহসান বোগদাদী (রহ.)

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস

মূল-

মুফতী আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

এম, এম, (ফার্স্ট ক্লাস); এস, এফ (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)
এম, এ (ফার্স্ট ক্লাস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যক্ষ, জোয়ারা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশ কাল
১৫ / ০১ / ২০১০ ইং

হাদিয়া- ১৪০/-

মুদ্রণে
আনন প্রেস
নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বাণী

এ উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা এর সাবেক সদরুল মুদাররেসীন, বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম ঢাকা এর ভূতপূর্ব খতীব, অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা, আমার পরমপ্রিয় উস্তাদ মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী বরকাতী (রহঃ) হাদীস শিক্ষা বিস্তার এবং হাদীসের মূলনীতি ও ইতিহাস প্রণয়নে এ দেশে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। "ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার" হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অমর কীর্তি। এ গ্রন্থটির রচনার দরুন তাঁকে 'তাহাভী সানী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি উর্দু ভাষায় 'তারীখে ইলমে হাদীস' রচনা করেন, যা তাঁর জীবদ্দশায় চারবার মুদ্রিত হয়। বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও গবেষক, আমার প্রিয় ছাত্র, ভাতিঝা ও জামাতা মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সাহেব উর্দু থেকে বাংলায় গ্রন্থটির ভাষান্তর করেন, সেজন্য তাঁকে মোবারকবাদ জানাই। এটি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য খুবই উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মাওলানা মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন
সাবেক অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া সিলেট
সাবেক মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
সাবেক মুহাদ্দিস, ছোবহানীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

মূল্যায়নধর্মী পর্য্যালোচনা

তারীখে ইলমে হাদীস-

১৫১ পৃষ্ঠা সংবলিত মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান রচিত এই উর্দু (৪র্থ সংস্করণ) বইটি ১৩৮৮হিঃ / ১৯৬৪ সনে করাচীর এডুকেশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং ঢাকা বাবু বাজার কুরআন মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন সৈয়্যদ আমীমুল ইহছান এর ভ্রাতা মাওলানা নুমান। এতে হাদীস প্রচার প্রসার, ইলমে হাদীসের সংকলনের ইতিহাস এবং (মহানবী থেকে অদ্যাবধি) বিভিন্ন যুগ এর বিবরণ ছাড়াও ঐ সব যুগে লিখিত "আছমাউর রেজাল, উচুলে হাদীস এবং হাদীস সংক্রান্ত বই পুস্তকের নাম ধাম ও বিবরণ রয়েছে। বইটির প্রথমে লেখকের জীবনী ও অবদানের বিবরণ ছাড়াও লেখকের একটি ভূমিকা রয়েছে। লেখক ভূমিকায় বলেন- "১৯৪৫ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী কমিটি কামিল ক্লাসে (হাদীস ও ফিকহ) ইতিহাস বিষয়ে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ এর ইতিহাস পাঠ্যভূক্ত করার সুপারিশ করেন। দেশ বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে ঢাকাতে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় ঐ সুপারিশ বাস্তবায়িত শুরু হয়। কয়েক বছর পর হাদীস ও ফিকহ বিষয় শিক্ষা দানের সাথে তারীখে ইলমে হাদীস ও তারীখে ইলমে ফিকহ শিক্ষা দেয়া হতে থাকে। আমিও সে শিক্ষাকার্যে জড়িত ছিলাম। তাই ছাত্রদের সুবিধার কথা চিন্তা করে দুটি বই লিপিবদ্ধ করি- দুটি বই এর একটি 'তারীখে ইলমে হাদীস' যা সর্বপ্রথম ১৩৭২ হিজরী সালে করাচী থেকে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয়টি 'তারীখে ইলমে ফিকহ' যা ১৩৭৫ হিজরী সনে দিল্লীর 'মাকতাবা-এ-বোরহান' থেকে প্রকাশিত হয়। বই দুটি জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। ফলে বইটি চারবার মুদ্রিত হয়। মুদ্রণের সন ঃ প্রথমবার, ১৩৭২ হিঃ, দ্বিতীয়বার, ১৩৭৬ হিজরী, তৃতীয়বার ১৩৮০ হিজরী, চতুর্থবার ১৩৮৮ হিজরী সালে মুদ্রিত হয়।

সূত্র ঃ বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা কৃত ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল, ২০০৫

অনুবাদকের কথা

মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীনুল ইহছান আল মুজাদ্দেদী আল বরকাতী আন নাকশবন্দী আস্-সাদী আল-হানাফী (রহঃ) (১৯১১ খ্রীঃ - ১৯৭৪ খ্রীঃ) ছিলেন সৈয়্যদ বংশের উজ্জল নক্ষত্র। ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে তিনি এ উপমহাদেশে অনন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতা-সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, অতঃপর ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কলকতা নাখোদা মসজিদ, অতঃপর ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভূতপূর্ব খতীব ছিলেন। ইলমে তাফসীর, ইলমে তাজভীদ, ইলমে উচুলে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে উচুলে হাদীস, আছমাউর, রেজাল, ইলমে ফিকহ, রাসমুল মুফতী, ইলমে ফরায়েজ, ইলমে সীরাত, সাবত (সনদ বিজ্ঞান), ইলমে তারীখ, ইলমে নাহু, ইলমে ছরফ, অজিফা-আওরাদ, উর্দু সহিত্য ও ইলমে মীকাত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেক লেখনী রেখে যান। ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার, কাওয়ায়েদুল ফিকহ, তারীখে হাবীবে ইলাহ, তারীখে ইসলাম, তারীখে ইলমে হাদীস, তারীখে ইলমে ফিকহ, আদাবুল মুফতী, আত্-তানভীর, মীযানুল আখবার, হাদীয়াতুল মুসাল্লীন, তরীকায়ে হজ্ব ও ফতেয়ায়ে বরকাতীয়া (অপ্রকাশিত) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাঁর গবেষণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। এ মহান জ্ঞান তাপস বিভিন্ন বিষয়ে ছোট বড় মিলে দেড় শতাধিক মৌলিক ও সহায়ক পুস্তক লিখে ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এ সব গ্রন্থাবলী প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ অনার্স আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ক্লাস সমূহে পাঠ্যভূক্ত আছে। পূর্ব পাকিস্তান অতঃপর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীনে পরিচালিত মাদ্রাসা সমূহের দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাস সমূহেও তাঁর বেশ কিছু পুস্তক সিলেবাসভূক্ত রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর বি,এ অনার্স ক্লাসসমূহেও পাঠ্যভূক্ত আছে। এ ছাড়া আল জামেয়া আল-ফারুকীয়া করাচী, জামেয়াতুল উলুম আলম ইসলামিয়া করাচী, দারুল উলুম দেউবন্দ, দারুল উলম করাচী, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান ও মিরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ ভারত, পাকিস্তান ও মিসর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জ্ঞান পিপাসু পাঠকদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে, কিন্তু মেধা সম্পন্ন প্রতিভাদর এ মহান ব্যক্তিত্ব নিজ দেশে অবহেলিত। তাঁর এ গ্রন্থগুলো এ দেশে

ছাপাতে পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে বাংলাদেশের সম্মান, গৌরব ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেত। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম উজ্জ্বল হতো।

এ অধম মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যয়নকালে আলোচ্য গ্রন্থ 'তারীখে ইলমে হাদীস' পাঠের সুযোগ হয়েছে। এটি কামিল হাদীস ক্লাসে পাঠ্যভূক্ত ছিল। এ অধম মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যয়নকালে এটির ভাষান্তরের কাজ শুরু করি। সম্প্রতি এ গ্রন্থটির তরজমা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমান এর বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস সম্পর্কে এটি একটি অতি উপদেয় মুল্যবান গ্রন্থ। এতে পাক-ভারতে হাদীসশাস্ত্রের অবদান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। মুহাম্মদী কুতুবখানা চট্টগ্রাম এর মালিক অধ্যাপক লুৎফুর রহমান সাহেব গ্রন্থটির প্রকাশনার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব ও আউলিয়ায়ে কেরামের ওসীলায় প্রকাশক ও এ অধমকে দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখার তাওফীক দান করুন।

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
অধ্যক্ষ, জোয়ারা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১। অবতরনিকা	১০
২। ভূমিকা	১১
৩। ইলমুল হাদীস	১৩
৪। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস	১৫
৫। প্রথম যুগ- যে যুগে হাদীস সমূহকে গ্রন্থবদ্ধ করার চেয়ে কণ্ঠপরম্পরায় অধিক সংরক্ষণ করা হতো।	১৬
৬। খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাবেয়ীনের যুগে হাদীস চর্চা	১৯
৭। হাদীস সংকলনে নিষেধাজ্ঞারূপ ও তার সমাধান	২০
৮। বিশ্বনবী, সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে হাদীসের পান্ডুলিপি	২১
৯। হাদীস রিওয়াত এর সংখ্যানুসারে সাহাবাদের স্তর	২২
১০। প্রথম যুগের কতিপয় বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাদ্দিসগণের নাম	২২
১১। ২য় যুগ -এ যুগ হাদীস সংকলনের প্রাথমিক যুগ, হাদীস সংকলনের কারণ	২৯
১২। হাদীসের সংগ্রাহক ও সংকলকগণ	৩০
১৩। ২য় যুগের কতিপয় স্বনামধন্য হাদীস বিশারদগণের নাম	৩৪
১৪। মুয়াত্বা	৪০
১৫। মুসনাদে আহমদ	৪৫
১৬। ৩য় যুগ -এ যুগ হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের যুগ	৪৭
১৭। হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিন্যাস	৪৮
১৮। হাদীস গ্রন্থের স্তর বিন্যাস	৫২
১৯। সিহাহ সিত্তার স্থান	৫৩
২০। ইমাম বুখারী	৫৫
২১। সহী বুখারী	৫৭
২২। ইমাম মুসলিম	৬১
২৩। সহী মুসলিম	৬১
২৪। ইমাম নাসায়ী	৬৫
২৫। সুনানে নাসায়ী	৬৬
২৬। ইমাম আবু দাউদ	৬৮

২৭। সুনানে আবু দাউদ	৬৯
২৮। ইমাম তিরমিযী	৭১
২৯। জামে তিরমিযী	৭১
৩০। ইমাম ইবনে মাজা	৭৫
৩১। সুনানে ইবনে মাজা	৭৫
৩২। সিহাহ সিত্তা প্রণেতাগণ ব্যতীত ৩য় যুগের কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বিজ্ঞানী	৭৭
৩৩। ৪র্থ যুগ	৮৪
৩৪। সহীহাইনের হাদীস একত্রায়ন	৮৫
৩৫। সিহাহ সিত্তার নির্বাচিত হাদীস সংকলন	৮৫
৩৬। আহকাম বিষয়ক সংকলন	৮৯
৩৭। চতুর্থ যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বিজ্ঞানী	৯১
৩৮। হাদীসের সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের ইতিহাস	৯৭
৩৯। ইলমে উসুলে হাদীস	৯৭
৪০। ইলমে গরীবুল হাদীস	৯৯
৪১। ইলমে তালফীকুল হাদীস	১০০
৪২। ইলমে নাসেখ ও মনসুখে হাদীস	১০০
৪৩। ইলমুল আতরাফ	১০১
৪৪। ইলমুত তাখরীজ	১০২
৪৫। ইলমুল আসনাদের ইতিহাস	১০৩
৪৬। ইলমে আছমাউর রেজাল	১০৬
৪৭। সাহাবীদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলী	১০৮
৪৮। হাদীস সমালোচক ইমামগণ	১০৮
৪৯। হাদীসের সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থাবলী	১১৪
৫০। সিহাহ ও যয়ীফ রাবীদেও জীবনী সম্পকীয় গ্রন্থাবলী	১১৫
৫১। ছেকাহ রাবীদের জীবনী সম্পকীয় গ্রন্থাবলী	১১৬
৫২। যয়ীফ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১১৭
৫৩। জাল হাদীস রচনাকারীদের জীবন সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১১৯
৫৪। মুখতালাত রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১১৯
৫৫। রাবীদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১২০
৫৬। মুরছেল ও মুদাল্লেছ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১২১

৫৭। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১২২
৫৮। 'মুতালাফ', 'মুখতালাফ', 'মুত্তাফাক', 'মুফতারাক' ও 'মুতাশাবাহাত' রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী	১২৩
৫৯। বিশেষ বিশেষ কিতাবের অন্তর্ভূক্ত রাবীদের জীবনীগ্রন্থ	১২৩
৬০। ইলমু ইলালিল হাদীস	১২৬
৬১। ইলমু মওযুয়াতিল হাদীস	১২৬
৬২। পাক-ভারতে হাদীস চর্চা	১৩১
৬৩। এ উপমহাদেশে হাদীস বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ	১৩৩
৬৪। প্রথম যুগ ও এ যুগের কতিপয় হাদীস বিজ্ঞানী	১৩৩
৬৫। ২য় যুগ ও এ যুগের কতিপয় হাদীস বিজ্ঞানী	১৩৪
৬৬। ৩য় যুগ ও এ যুগের কতিপয় হাদীস বিজ্ঞানী	১৩৭
৬৭। ৪র্থ যুগ ও এ যুগের কতিপয় হাদীস বিজ্ঞানী	১৩৯
৬৮। ৫ম যুগ ও এ যুগের কতিপয় হাদীস বিজ্ঞানী	১৪৬
৬৯। হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ	১৫৫
৭০। হাদীস শিক্ষার উপায়সমূহ	১৫৭
৭১। হাদীসের কিতাব পাঠদানের নিয়মপ্রণালী	১৫৮
৭২। বর্তমান যুগে হাদীস বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস	১৫৯

অবতরণিকা

প্রাচীন যুগে 'তারীখ' দ্বারা কেবল ব্যক্তি কিংবা জাতির ইতিহাসকে বুঝানো হতো। গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ জাতীয় বহু বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এ সকল বই-পুস্তক সমূহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং বর্তমানে তা পাঠ্যভূক্ত রয়েছে। ব্যক্তি ও জাতির ইতিহাস বিরচন ছাড়াও বর্তমান যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইতিহাসের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। যেমন- অমুক বিজ্ঞান কখন ও কি ভাবে উদ্ভব হয়েছে, অমুক বিজ্ঞান সংকলন করার পেছনে কি কি কারণ নিহিত রয়েছে? কালক্রমে এ বিজ্ঞান উত্তরোত্তর কতটুকু উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে? এ বিষয়ের পারদর্শী (Expert) কে কে ছিলেন?

১৯৪৫ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার কারিকুলাম কমিটির সভায় কামিল ক্লাসের হাদীস ও ফিকহ বিভাগে যথাক্রমে 'হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস' ও 'ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইতিহাস' সন্নিবেশিত করার সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সনে ভারত বিভক্তির পর কলিকাতা থেকে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে উক্ত সুপারিশ কার্যকর করা হয়। কয়েক বছর ধরে আমি উক্ত মাদ্রাসায় হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠদানের সহিত সম্পৃক্ত ছিলাম। তাই ছাত্রদের সুবিধার্থে আমি উক্ত বিষয়ে দুইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়াসী হই-

১. تاريخ علم حديث - (হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস)।

২. تاريخ علم فقه - (ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইতিহাস)।

১৩৭৩ হিজরী সনে প্রথমোক্ত গ্রন্থখানার প্রথম সংস্করণ করাচী থেকে মুদ্রিত হয়, আল্‌হামদু লিল্লাহ্। উক্ত গ্রন্থটি সুধী পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। ১৩৭৬ হিজরী সনে এটার ২য় সংস্করণ বের হয়। এ সংস্করণে 'পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চা' শিরোণামে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়। ১৩৭৫ হিজরী সনে শেষোক্ত বইটি (তারীখে ইলমে ফিক্‌হ) মাসিক 'বোরহান', দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। আলহামদু লিল্লাহ্। সুধী সমাজে এটিও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এ প্রার্থনা- তিনি যেন আমার শ্রম সার্থক করেন। আশা করি- ছাত্র সমাজ এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন।

ইতি-

২৭ *সৈয়দ মুহাম্মদ আমীনুল ইহছান মুজাদ্দেদী বারকাতী*

শে রজব, ১৩৭৬ হিজরী

মুফতী মনজিল, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের অধিপতি। অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি রাসুল কুল শিরোমণি হুজুর আকরাম 'সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবা ও তাবেয়ী সকলের উপর অনুরূপ তাই।

আল্লাহ তা'লা নিখিল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানব জাতিকেই জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্য্যাদা দান করেছেন। এ জন্য তিনি মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) কে স্বীয় খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। তাঁর বংশধরগণকে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। "لقد كرّمنا بنى ادم" (আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি) এ সম্বোধনের মাধ্যমে। জ্ঞান ও বুদ্ধির নিমিত্তে তাদের উপর আরোপিত করেছেন ঈমান ও নেক কাজ পালনের অপরিহার্য্যতা। বিশ্ব বিধাতার অপার কৃপা ও অনুগ্রহে তাদেরকে সুপথে চালিত করার জন্য প্রয়োজনে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী ও রসুল। তিনি তাদের নিকট পাঠিয়েছেন ঐশী বাণী বা প্রত্যাদেশ। নবুওত ও হিদায়তের এ ধারা পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুল হিসেবে সৈয়্যাদুনা হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নির্বাচিত করেছেন।

اللهم صلى على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً –

৫৭১ খৃষ্টাব্দে, ২২শে এপ্রিল, ১২ই রবিউল আওয়াল, সোমবার বসন্ত কালের এক সৌভাগ্যময় সময়ে আবির্ভূত হন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়া সাল্লাম। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুওত ও রিসালত লাভ করেন। নবুওতের ২৩ বৎসর কাল যাবৎ তিনি ন্যায় ও সত্যপথের আহবানে মগ্ন থাকেন। মানবিক মূল্যবোধ উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী অবতীর্ণ হতে থাকে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ। হিজরী দশম সনে বিশ্বনবীর ৬৩ বৎসর বয়সে কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা 'ইসলাম'কে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

اليوم اكملت لكم دينكم واتممتُ عليكم نعمتى ورضيتُ لكم الاسلام دينًا – (المائده)–

অর্থ- আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার যাবতীয় নেয়ামতসমূহ সমাপ্ত ঘোষণা করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।

হিজরী একাদশ সনের রবিউল মাসের কিছুদিন পূর্বে তথা বিশ্বনবীর তিরোধানের কিছুদিন আগে পরিসমাপ্তি ঘটে কুরআনে হাকীম অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা। কুরআনের বাস্তব শিক্ষা অনুযায়ী হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উন্নত চরিত্র ও তাঁর জ্ঞান ও কর্ম সাধনার অমূল্য স্মৃতি বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেছেন হিদায়তের সর্বোত্তম নমুনা হিসেবে।

আল্লাহ্ তা'লা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب)

অর্থ- হে মুসলমানগণ! রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে তোমাদের জন্য (তাঁকে অনুসরণ করার নিমিত্তে) রয়েছে এক অনুপম আদর্শ।

হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁর এ দাওয়াত ও মিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। বিশ্বনবীর শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণ করাই ছিল তাদের জীবনের অন্যতম ব্রত। সাহাবাদের পর তাবেয়ীগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তারাই দ্বীন সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

'কুরআন শরীফ' আল্লাহ তা'লার পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ চিরন্তন ও শ্বাশ্বত। এতদ্ভিন্ন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কাজ, অবস্থা, তাঁর যাবতীয় শিক্ষা ও কর্ম প্রণালীকে ***'হাদীস'*** ও ***'সুন্নাহ'*** বলে নামকরণ করা হয়। নবুওতের শেষলগ্নে কুরআন শরীফ পূর্ণতা লাভ করে এবং এটি সুরক্ষিত ও থাকে। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ও তাবেয়ীনের মধ্যযুগ পর্যন্ত সাধারণত হাদিস সমূহ লোকজনের বক্ষসমূহে (স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে) (سينه به سينه) রক্ষিত হয়ে আসছিল। তখন হাদিস সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম প্রচলিত ছিল কণ্ঠ পরম্পরায় (মুখে মুখে)। অতঃপর এগুলো কাগজ ও কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে চিরদিনের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করা হয়। আর যথারীতি ভাবে হাদিসগুলোর সংকলন, সম্পাদন ও লিপিবদ্ধ করা হলে এ শাস্ত্রকে 'ইলমুল হাদিস' (علم الحديث) নামে অভিহিত করা হয়।

"ইলমুল হাদিস" (علم الحديث)

দ্বীনের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদিসে পাকের স্থান। হিদায়তের যেই প্রস্রবনের মুখ থেকে আল্-কুরআন নিঃসৃত, সেই পবিত্র মুখ দিয়ে হাদিসের বাণী ও উৎসারিত। (উৎপত্তির স্থল দিক দিয়ে কুরআন ও হাদীসের বাণী এক ও অভিন্ন)। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকু - কুরআন মজিদ হলো- وحي جلي (প্রকাশ্য ঐশী বাণী) আর হাদিসে নববী হলো وحي خفي অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ঐশী বাণী। আর হাদিস কুরআনের ব্যাখ্যা করে মাত্র। ধর্মের এ দুটি মূলনীতিকে কোরআনের পরিভাষায় 'কিতাব' ও 'হিকমত' বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেছেন- ("وانزل الله عليك الكتاب والحكمة")

অর্থ- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ্ তা'লা আপনার নিকট কিতাব ও কুরআনের আইন মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন-

("واتبعوا ما انزل اليكم بن ربكم") (তোমাদের প্রভুর পক্ষে যা কিছু তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা অনুসরণ কর) তেমনি ভাবে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহেও হাদিসের বিধান অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ করেছেন-

(ক) لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থ- নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনে রয়েছে উত্তম নমুনা।

(খ) "من يطع الرسول فقد اطاع الله"

অর্থ- যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহকে আনুগত্য করে।

(গ) "فاتبعوانى يحببكم الله"

অর্থ- তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সহিত ভালবাসা স্থাপন করবে।

সাহাবাগণ যেভাবে আল্লাহর পবিত্র কালাম প্রচার-প্রসার ও হিফাজতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে তারা বিশ্বনবীর হাদিসের অনুসন্ধান ও প্রচারভিযান ও পরিচালনা করেছেন। হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন-

وقفوا انفسهم واموالهم تفدية وتضحية فى سبيل نشر علوم الدين

অর্থ- ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের আত্মা ও অর্থ উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

মহানবীর যুগে পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি যেভাবে সাহাবাদের স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তির উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিল, ঠিক তেমনিভাবে হাদিসের

পুন বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁদের প্রখর স্মৃতিশক্তি ও কণ্ঠশক্তির উপর নির্ভর করা হতো।

ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজে কুরআন শহীদ হওয়ার কারণে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) শংকাবোধ করেন। কুরআনের যে সকল কপিসমূহ, 'কিতাব' ও 'সহীফা' আকারে বিন্যাস করা হয়েছে, তার সংখ্যা ছিল তখন নিতান্ত নগণ্য। কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল কণ্ঠস্থ করে রাখার উপর নির্ভরশীল ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাদের প্রারম্ভিক যুগে অর্থাৎ খিলাফত যুগের সূচনালগ্নে তাদের সযত্ন পৃষ্টপোষকতায় কুরআন শরীফের পূর্ণ কপি লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন করেন। এমনিভাবে সাহাবাদের যুগ ও অবসান ঘটে। জ্ঞানবান প্রবীন তাবেয়ীদের (كبار تابعين) যুগের শেষলগ্নে উমাইয়া যুগের অন্যতম খলিফা হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয হাদিসের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন। তাই তিনি স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যে হাদিস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে হাদিস শাস্ত্র সংকলন ও সম্পাদনের গৌরবময় ধারা অব্যাহত থাকে। কালক্রমে তা উত্তরোত্তর উন্নতিও ঘটে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর কাল ধরে হাদিসের উপর প্রচুর গ্রন্থ প্রণীত হতে থাকে।

তাবেয়ীগণের সোনালীযুগে হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে সূচিত হয় হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও প্রণয়ণের এক নতুন অধ্যায়। যেহেতু তাদের নিকট সুত্র পরম্পরায় সুনান ও হাদিস সমূহ পৌঁছেছিল, আর এ সঙ্গত কারণেই হাদিস বর্ণনার সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই হাদিস সংকলনের সাথে সাথে 'ইলমুল আসনাদ' (علم الاسناد) (হাদিসের সূত্র পরম্পরা সম্পর্কিত জ্ঞান) নামে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে (اسماء الرجال)। (হাদিস বর্ণনাকারীগণের জীবন চরিত অভিধান) বিষয়ক একটি বিশেষ শাস্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অধিকাংশ হাদিস ও সুন্নাহ একজন সাহাবী কিংবা দুইজন সাহাবীর মাধ্যমে তাবেয়ীনের নিকট পৌঁছেছিল, অতঃপর একজন তাবেয়ী কিংবা দুইজন তাবেয়ীর মাধ্যমে তবে- তাবেয়ীনের নিকট পৌঁছেছিল। এ জন্য মোট বর্ণিত হাদিস সমূহের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক হাদিসই অকাট্য বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআন শরীফ 'মোতাওয়াতের' এর ভিত্তিতে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে গোটা 'আল্-কুরআন'ই অকাট্য (قطعى الثبوت)। হাদিসের বর্ণনা ভঙ্গি ও বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে হাদিসকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. মকবুল (مقبول) বা গ্রহণযোগ্য।

২. গাইরে মকবুল (غير مقبول) বা অগ্রহণযোগ্য।

গাইরে মকবুল হাদিস থেকে মকবুল হাদিসের যাছাই-বাছাই ও পার্থক্য নিরূপণের জন্য একটি সঠিক মাপকাটি নির্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য হাদিস

বিশারদগণ হাদিসের মূলনীতি ও নিয়মাবলী রচনার কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। যার ফলে হাদিস শাস্ত্রে আরও শতাধিক বিষয়গুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এ ভাবে ইলমে হাদিস ইসলামী শাস্ত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) স্বীয় প্রণীত "আল ফিয়াহ" (الفيه) গ্রন্থে 'ইলমে হাদিসের' সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন-

علم الحديث ذو قوانين يحد – يدرى به احوال متن وسند

অর্থ ঃ এমন কতিপয় নীতিমালা ও নিয়মসমূহের সমন্বয়ের নাম ইলমে হাদিস, যদ্বারা হাদিসের মতন ও সনদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

অতএব, 'সনদ' ও 'মতন'-ই হলো হাদিস শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সনদ সংক্রান্ত হাদিসের আলোচ্য বিষয়কে 'ইলমে রিওয়াতুল হাদিস' (علم رواية الحديث) বলা হয় আর 'মতন' সংক্রান্ত হাদিসের আলোচ্য বিষয়কে 'ইলমে দিরায়াতুল হাদিস' (علم راية الحديث) নামে অভিহিত করা হয়।

হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস ঃ

'ইলমে হাদিসের ইতিবৃত্ত' বলতে এখানে হাদিস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার, হাদিস বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশ, তার সংকলন ও সম্পাদনার বিভিন্ন কাল, যুগ ও স্ত রসমূহকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন যুগ ও সময়ের প্রেক্ষিতে হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসকেও বিভিন্ন যুগে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

১ম যুগ ঃ এ যুগের হাদিসবেত্তাগণ হাদিসসমূহকে গ্রন্থবদ্ধ করার চেয়ে কণ্ঠ শক্তিতে সংরক্ষণ করতেন খুব বেশী। এ যুগে তারা মুখে মুখে হাদিস চর্চা ও হাদিসের প্রচারাভিযানে লিপ্ত থাকেন।

২য় যুগ ঃ এ যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলন করতে থাকেন। এর পরবর্তী যুগে হাদিস শাস্ত্র চরমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে।

৩য় যুগ ঃ হাদিস গ্রন্থ বিরচন ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ যুগ চরমোন্নতির যুগ। এ যুগে হাদিস শাস্ত্রবিদগণ হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসসমূহ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে তারা বিশেষভাবে মনযোগ দেন। ফলে 'যয়ীফ' (দূর্বল) ও সহী (নির্ভুল) হাদিস সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের পথ সুগম হয়।

৪র্থ যুগ ঃ হাদিস বিশারদগণ এ যুগে হাদিস সমূহের ক্রম বিন্যাস, সুন্দরভাবে সজ্জায়ন, মার্জিত রূপদান, সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যাখ্যা করনের কাজ শুরু করেন।

উল্লেখ্য, এ সকল যুগেই " علم اسماء الرجال " (হাদিস বর্ণনাকারী বা হাদিস সূত্র সম্পর্কিত বিদ্যা), " علم اصول الحديث " (হাদিসের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান), এবং হাদিস সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহের উপর বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রথম যুগ

[যে যুগে হাদিস সমূহকে গ্রন্থবদ্ধ করার চেয়ে কণ্ঠ পরম্পরায় অধিক সংরক্ষণ করা হতো। মহানবীর যুগ থেকে শুরু করে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছিল এ যুগের সময়কাল।]

প্রাগৈসলামিক যুগে আরবগণের রীতি ছিল যে, তারা তাদের পূর্ব পুরুষ ও গুরুজনের প্রচলিত দেশাচার, নিদর্শন ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা সমূহ কণ্ঠস্থ করে সংরক্ষণ করে রাখতেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুওত লাভের পর সাধারণত কিংবদন্তীর বর্ণনা সমূহ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের কথা ও কাজের বিবরণসমূহকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এটাই হলো- হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রধান ও অন্যতম ভিত্তি।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও চতুষ্টেয় খলিফাগণের শাসনকালে অতীব গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে কোরআন শরিফের কপি লিপিবদ্ধ করা হতো। সাধারণত তখন হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না। অবশ্যই সাহাবাগণ বিশ্বনবীর হাদিস সমূহ তাদের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে রাখতেন। তারা নিজেরাই খুব সতর্কতা ও গুরুত্বের সহিত হাদিস চর্চা করতে থাকেন। এটার প্রচার ও প্রসারের জন্য তারা সব সময় আত্ম নিয়োজিত থাকেন। ফতোয়া প্রদানে সক্ষম সাহাবাগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে ফতোয়া দিতেন এবং বিভিন্ন মসায়েলের উত্তর প্রদান করতেন।

হজরত আলী (রাঃ) তাঁর শিষ্যগণের উদ্দেশ্য এ উপদেশ প্রদান করেছেন-

"تذاكروا الحديث فانكم الاّ تفعلوا يندرس" – (المستدرك–صـــ٩٥

অর্থ ঃ তোমরা নিরন্তর হাদিস চর্চা করতে থাক। অন্যথায় এ হাদিস বিজ্ঞান পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। (মুস্তদরাক পৃষ্ঠা ৯৫)

স্বনামধন্য হাদিস বিশেষজ্ঞ হজরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) এ প্রসংগে জোর তাগিদ পূর্বক উল্লেখ করেছেন-

" تذاكرو الحديث فان ذكر الحديث حياة" (المستدرك)

অর্থ ঃ তোমরা হাদিস চর্চা কর, কারণ হাদিস চর্চার অপর নাম হলো হাদিসের জীবন। (আল্-মুস্তাদরেক)

একদা তিনি স্বীয় শিষ্যের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমরা কি কখনো একত্রে মিলিত হয়ে বৈঠক করে হাদিস চর্চা করেছ?" শিষ্যগণ প্রত্যুত্তরে বলেছেন- হাদিস চর্চার বিষয়টি আমাদের নিকট এমন গুরুত্ব পেত যে, কখনো যদি কোন সাথী আমাদের নিকট না আসতেন, তবে আমরা তার কাছে গিয়ে মিলিত হতাম, যদিও সে কুপার সুদুর শেষ প্রান্তে থাকুক না কেন?

হাদিসে বর্ণিত-

"فانكم لاتزالوا بخير مافعلتم ذالك" (دارمى صـــ٧٩)

অর্থ ঃ সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের নেক কাজের সুফল চিরদিন ভোগ করতে পারবে। (দারমী, পৃষ্ঠা ৭৯)

হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁর শিষ্যদেরকে হাদিস চর্চার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দিতেন। (দারমী, ৭৭ পৃষ্ঠা)। যখন কোন ছাত্র তাঁর নিকট হাদিস লেখার অনুমতি চাইতেন, তাতে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলতেন, আমরা যে ভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে হাদিসের বাণী শুনে কণ্ঠস্থ করেছি, তোমরাও সেইভাবে কণ্ঠস্থ কর। (মুসনাদে দারমী)

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর ছাত্রদেরকে জোর তাগিদ পূর্ব বলেছেন-

"تذاكروا لحديث لا ينفلت منكم" (دارمى صـــ٧٨)

অর্থ ঃ তোমরা হাদিস চর্চা কর, তোমরা পুনরাবৃত্তি করে তা মুখস্ত কর, যদি তোমরা এভাবে মুখস্ত না কর, তবে হাদিসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। (দারমী পৃষ্ঠা ৭৮)।

এমনকি তিনি (ইবনে আব্বাস) নিজের প্রসংগ টেনে বলেছেন-

كنا نحفظ الحديث (مسلم صـــ١٠)

অর্থ ঃ আমরা নিজেরাই হাদিস কণ্ঠস্থ করতাম। (মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড: পৃষ্ঠা ১১)

হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- আমরা হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কণ্ঠে পবিত্র হাদিস শুনতাম। যখন তিনি হাদিসের আসর থেকে বিদায় নিতেন, তখন আমরা পরস্পর মিলে পুনঃ পুনঃ পাঠ করতাম। অতঃপর যখন আমরা এ বৈঠক থেকে বিদায় নিতাম তখন সকল হাদিস এমনভাবে মুখস্ত হয়ে যেত সেগুলো আমাদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত হতে থাকতো। (আল্ মাজমা - ১৬১ পৃষ্ঠা)।

হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

كنت مع النبى صلّى الله عليه وسلّم يومًا فدخل المسجد فاذا هو بقوم فى المسجد قعود فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما يقعدكم قالوا صلينا الصلوة المكتوبة ثم فعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة بنيه فقال ان الله اذا ذكر شيئًا تعاظم ذكره – (المستدرك صـــ٩٤)

অর্থ ঃ আমি একদিন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সংগে ছিলাম। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা এখানে কেন বসেছ? তারা উত্তরে বলেন, আমরা ফরজ নামাজ আদায় করার পর কিতাব ও সুন্নাহ চর্চার জন্য বসেছি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- নিশ্চয় আল্লাহ পাক যখনই কোন কিছু উল্লেখ করেন, তখন সেটার আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। (আল্-মুস্তাদরেক, পৃষ্ঠা ৯৪)

সাহাবাগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে এমনভাবে তৎপর ছিলেন যে, তারা সহস্র মাইলের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তেন। এ ক্ষেত্রে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ এর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহী আল-বুখারী গ্রন্থ, ১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত- হজরত আবদুল্লাহ বিন উনাইছ (রাঃ) এর নিকট থেকে একটি মাত্র হাদিস শুনার জন্য তিনি (জাবির বিন আবদুল্লাহ) দীর্ঘ একমাস পথ অতিক্রম করেছিলেন।

'জামেউ বায়ানিল ইলম' নামক গ্রন্থে বিধৃত ঃ বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু আউয়ুব আনসারী (রাহঃ) একটি মাত্র হাদিস শুনার জন্য সুদুর মদিনা শরীফ থেকে মিসর পর্যন্ত ভ্রমন করেছেন। উল্লেখ্য যে, শুধু হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের যে অসাধারণ উৎসুক্য ছিল, তা নয়, বরং হাদিসের প্রচার প্রসার ও ক্রম বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁদের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এ আগ্রহ ও উৎসাহের প্রধান উৎস ছিল হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র বাণী- نضّر الله امرءًا سمع مقالتى فوعاها واداها كما سمع –

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির মুখমন্ডল চাকচিক্য করবেন, যে ব্যক্তি যে ভাবে সে শুনেছিল, হুবহু অন্যের নিকট তা বর্ণনা করেছে। সাহাবাগণ হাদিসের প্রচার, প্রসার ও ক্রম বিস্তারের কর্মকান্ডকে নিজেদের উপর ফরজ বলে মনে করতেন,

যার ফলশ্রুতিতে কুফায় ইবনে মসউদের শিষ্য সংখ্যা চারি সহস্রে দাঁড়ায়। সকলেই তাঁর নিকট হতে হাদিস শুনেছেন।

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবাগণ অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন-

"من كزب علىً متعمدًا فليتبوا مقعده من النار"

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, তার উচিৎ যেন সে নরককুন্ডকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

এ সতর্কবাণী ঘোষণার ফলে তারা সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। মহানবীর নিকট হতে কোন কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে তারা সকলেই ভয়ে কম্পন করতে থাকেন। তাঁর প্রতি কোন মিথ্যাচার আরোপ না করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। হজরত আনাছ (রাঃ) এর স্বতঃ সিদ্ধ রীতি ছিল- যে হাদিস সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করতেন, তিনি তা মোটেই বর্ণনা করতেন না, অধিকন্তু তিনি বলতেন, যদি প্রমাদ হবার আশংকা না থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এটা বর্ণনা করতাম। (দারমী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাবেয়ীনের যুগে হাদিস চর্চা ঃ

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন কোন অংশ সংকোচন কিংবা সংযোজন হওয়ার আশংকায় অনেক সাহাবী নিতান্ত কম সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করতেন। যেমন সহী বুখারী, ২১ পৃষ্ঠায় হজরত জোবাইর (রাঃ) এর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। আর এ কারণেই হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খুব কম সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) যে কোন হাদিস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য তলব করতেন। হজরত আলী (রাঃ) হাদিসের রিওয়াতের উপর শপথ নিতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও হাদিস চর্চাকারীগণ এরূপ অনেক নিয়মাবলী মেনে চলতেন। যাতে বিশ্বনবীর প্রতি কোন ভ্রমোক্তি যেন প্রতিপন্ন করা না হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অবসানের পর প্রবীন তাবেয়ীনের (اكابر تابعين) যুগের সূত্রপাত হয়। আর এ সময়ে হাদিস বর্ণনার নিয়ম ও পদ্ধতিসমূহ পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শীতল হয়ে পড়ে এবং অধিক হারে হাদিস বর্ণিত হতে থাকে। হাদিস শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাদিসের শিক্ষা ও হেফজকরণ, হাদিস চর্চা ও অনুশীলনের ধারা ক্রমে ক্রমে সর্বত্র বিস্তার লাভ করে এবং পরে তার ক্রমবিকাশ ও উন্মেষ ঘটে।

এ কথা অনিস্বীকার্য যে, সাহাবাগণ ও প্রবীন তাবেয়ীগণ ছিলেন অধিক উন্নত কণ্ঠশক্তির অধিকারী। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন। "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত হাদিসের বিন্দু বিসর্গও আমি ভুলি নি।" (তাযকেরাতুল হোফ্‌ফায - পৃষ্ঠা ৩৩), তাবেয়ীগণের মধ্যে হজরত কাতাদাহ (রাঃ), ইমাম শা'বী (রাঃ) ও ইমাম যুহরী (রাঃ) প্রমুখগণের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও ধী শক্তির কথাও "তাযকেরাতুল হোফ্‌ফায" নামক গ্রন্থে বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। বস্তুত মহানবী ও সাহাবাদের সোনালী যুগে হাদিসের শিক্ষা ও হেফজকরণ, হাদিসের চর্চা ও অনুশলিন, হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি গভীর ঔৎসুক এবং হাদিস বর্ণনার বেলায় কঠোর ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে সামগ্রিকভাবে কুরআন সংকলনের ন্যায় হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করণের তেমনি কোন প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় নি।

হাদিস সংকলনে নিষেধাজ্ঞারোপ ও তার সমাধান ঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগ ছিল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগ। এ সময়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কুরআনের বাণী লিপিবদ্ধ করা হতো। আর যদি এ সময়ে হাদিসের বাণীগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে কুরআন ও হাদিসের বাণী সংমিশ্রণ হবার প্রবল আশংকা ছিল। তাই সাধারণভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সহী মুসলিম গ্রন্থে ৮ম খণ্ড : ২২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত-

" لا تكتبوا عنى ومن كتب عنّى غير القران فليمحه وحدثوا عنى فلا حرج ومن كذب علىَّ متعمدا مليتبوا مقعده من النار "

অর্থ ঃ তোমরা আমার হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করো না। যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে, তা মুছে ফেলা উচিৎ। তোমরা আমার নিকট হতে হাদিস বর্ণনা কর, এতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা অপবাদ প্রদান করবে, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

সেই যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞাটি প্রদান করা হয়েছিল। এটি শরীয়তের কোন চিরস্থায়ী বিধান ছিল না। কেননা মহানবী (দঃ) বিশিষ্ঠ সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ বিন আচ (রাঃ) কে হাদিস লেখার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি এ সকল হাদিস নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ফলে হাদিসের এ সংকলনগুলো একটি বৃহৎ গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। তিনি এ গ্রন্থের নাম রাখেন "সাদেকা" (صادقة)।

বুখারী, ১ম খন্ড : ২২ পৃষ্ঠা, ত্বাহাবী, ২য় খন্ড : ৩৮৪ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ, ২য় খন্ড : ৭৭ পৃষ্ঠা, দারমী, পৃষ্ঠা : ৬৭, তাবকাত - ৪র্থ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, তাহযীব, আল-ইসাবা।

বিশ্বনবী, সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে হাদিসের পান্ডুলিপি ঃ

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় সাহাবী হজরত রাফে বিন খোদাইজ (রাঃ) কে ও এ ভাবে হাদিস লিপিবদ্ধকরণের অনুমতি প্রদান করেন। (আল মাজমা, পৃষ্ঠা : ১৫২) এ ছাড়া আরও অন্যান্য সাহাবীগণকেও হাদিস লিপিবদ্ধকরণের অনুমতি লাভ করেন। (তিরমিযি, ২য় খন্ড : ৯১ পৃষ্ঠা, কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড : ২২৬ পৃষ্ঠা, আল মাজমা, ১৫২ পৃঃ) সহী বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত- হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজের আবু শাহ য়ামানীর জন্য ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণটি লিপিবদ্ধ করেছেন (বুখারী, পৃষ্ঠা-২২), অনুরূপ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যাকাত সংক্রান্ত ফরমান ও অন্যান্য পত্র লিখে বিভিন্ন কর্মচারীদের নামে প্রেরণ করেন। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, গোত্র প্রধান ও নরপতি গণের নামে ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত অনেক চিঠি লিখে প্রেরণ করেন। হজরত আলী (রাঃ) সে যুগেও কিছু সংখ্যক হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। (বুখারী, তাহাবী)। মূলত ব্যাপকভাবে গবেষণা ও পর্য্যালোচনা করলে রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগেও হাদিসের যথেষ্ঠ সংখ্যক পান্ডুলিপির সন্ধান মিলবে।

সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগেও হাদিস লিখন ও সংকলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত যায়দ বিন ছাবেত (রাঃ) "ইলমুল ফরায়েজ" এর উপর একখানা কিতাব রচনা করেন। (তাওজীহ, পৃষ্ঠা : ৮)। এ গ্রন্থের একাংশ সুনানে বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড : ২৪৮ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। ইবনে নাদীম স্বীয় বিরচিত 'ফেহরেস্ত' গ্রন্থে লিখেছেন- ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও হজরত আলী (রাঃ) এর সংকলিত পান্ডুলিপি সমূহ তিনি (ইবনে নাদীম) নিজেই স্বচক্ষে দেখেছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও স্বয়ং পাঁচশত হাদিস সম্বলিত একখানা কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে তিনি তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। (তাযকেরাহ- পৃষ্ঠা : ৫, কানযুল উম্মাল - ৫ম খন্ড : ২৩৭ পৃষ্ঠা)

হাদিস বর্ণনা ও সংকলন করার ক্ষেত্রে সাহাবাগণের মধ্যে হজরত ইবনে মসউদ (রাঃ), হজরত আনাছ (রাঃ), হজরত আবু রাফে (রাঃ), হজরত জাবির সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ), হজরত কায়স বিন সা'দ (রাঃ), হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), হজরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ), হজরত সমুরাহ বিন জুনদর (রাঃ), হজরত ওয়াছেলা বিন আছকা (রাঃ), হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা (রাঃ), প্রমুখের

নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে হজরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ), ওরওয়াহ বিন জুবাইর (রাঃ), হজরত হাসান বিন মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়াহ (রাঃ), হজরত মুজাহেদ (রাঃ) প্রমুখ তাবেয়ীদের এক বিরাট দল হাদিস লিখন ও সংকলনের ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রাখেন। তবে এ যুগের লিখিত পান্ডুলিপিগুলো হাদিস শাস্ত্রের কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে আখ্যায়িত করা হতো না। এ যুগের হাদিসবেত্তাগণ মুখস্থ করে রাখার উপকরণ হিসেবে হাদিসমূহকে পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষন করে রাখতেন। সদা সর্বদা তারা এ হাদিস সমূহের প্রচারণায় নিজেদের জীবনকে আত্মনিয়োগ করতেন।

হাদিস হেফজকরণ (কণ্ঠস্থ করে রাখার) ক্ষেত্রে যে সকল লোক সমধিক যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, "তাযকেরাতুল হোফ্ফায" গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় তাদের সংখ্যা নিম্নে বর্ণিত ঃ

(ক) সাহাবাদের স্তরে হাদিসের হাফেজগণের সংখ্যা - ২২ জন।
(খ) প্রবীন তাবেয়ীদের স্তরে হাদিসের হাফেজগণের সংখ্যা - ৪০ জন।
(গ) তাবেয়ীদের মাধ্যমিক স্তরে হাফেজগণের সংখ্যা - ৩০ জন।

তাদের পরবর্তীযুগে বিভিন্ন সময়ে "হোফ্ফাযে হাদিস' (যাঁরা মুখস্থ করে মহানবীর হাদিস সমূহকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন) এর সংখ্যা উত্তরোত্তর এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তাদের সকলের নাম মুখস্থ করে রাখা রীতিমত দুষ্কর। বিশিষ্ট হাদিস সমালোচক ইমাম যাহবী (রাঃ) স্বীয় "তাযকেরাতুল হোফ্ফায" (تذكرة الحفاظ) গ্রন্থে পূর্বের বহু কণ্ঠস্থকারী হাদিস বেত্তাগণের (حفاظ حديث) নাম উল্লেখ করেছেন।

হাদিস রিওয়াত (বর্ণনা) এর সংখ্যানুসারে সাহাবাদের স্তর ঃ

হাদিসের রিওয়াত (বর্ণনা) এর সংখ্যানুসারে সাহাবাদেরকে ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

এক. مكثرين (মুকাচ্ছেরীন) - সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা এক হাজারেরও অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা এ স্তরের অন্তর্ভূক্ত। এ স্তরে সাহাবাদের সংখ্যা সর্বমোট ৭ জন।

১. হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ), নাম- আবদুর রহমান, উপাধি- আবু হুরায়রা, পিতার নাম- সখর, ইয়ামনের 'দাওস' গোত্রের বংশোদ্ভূত বলে তাঁকে 'দাওসী' বলা হয়। তিনি ৭৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ৫৮ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ৫৩৭৪।

২. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), মৃত্যুসন- ৬৮ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ২৬৬০।

৩. উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), মৃত্যু সন- ৫৭ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ২২১০।

৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), মৃত্যু সন- ৭৩ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ১৬৩০।

৫. হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), মৃত্যু সন- ৭৪ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ১৫৪০।

৬. হজরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ), মৃত্যু সন- ৯১ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ১২৮৬।

৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), মৃত্যু সন- ৭৪ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ১১৭০।

দুই. متوسطين (মুতাওয়সসিতীন) - সাহাবাদের মধ্যে যারা এক হাজার থেকে কম ও পাঁচ শতের অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা এ স্তরের এস্তরে সাহাবাদের সংখ্যা চারজন অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

১. হজরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ), মৃত্যু সন- ৩২ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ৮৪৮।

২. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আচ (রাঃ), মৃত্যু সন- ৬৩ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ৭০০।

৩. হজরত আলী মুর্তাজা (রাঃ), মৃত্যু সন- ৪০ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ৫৮৬।

৪. হজরত ওমর ফারুক (রাঃ), মৃত্যু সন- ২৩ হিজরী, মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা- ৫৩৯।

তিন. مقلين (মুকিল্লীন) - সাহাবাদের মধ্যে যাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা পাঁচ শতেরও কম এবং চল্লিশ কিংবা ততোধিক রয়েছে এ স্তরে ৫৮ জন সাহাবা রয়েছেন। তাদের নাম ও বর্ণিত হাদিসের সংখ্যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে উমাইয়্যাহ - মৃত্যুসন ৫৯ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৩৭৮।

২. হজরত আবু মুছা আশয়ারী আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৩৬০।

৩. হজরত বারা বিন আয়ুব (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭২ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৩০৫।

৪. হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩২ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ২৮১।

৫. হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ২১৫।

৬. হজরত সাহল আনসারী জুনদুব বিন কায়স (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯১ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৮৮।

৭. হজরত ওবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) - মৃত্যুসন - ৩৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৮১।

৮. হজরত আবুদ দারদা ওয়াইমর বিন আমের (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩২ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৭৯।

৯. হজরত আবু কাতাদা আনসারী হারেছ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৭০।

১০. হজরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) - মৃত্যুসন ১৯ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৬৪।

১১. হজরত বুয়ায়দাহ বিন হাসীব আল্-আসলামী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৩ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৬৪।

১২. হজরত মুয়ায বিন জাবল (রাঃ) - মৃত্যুসন ১৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৭৫।

১৩. হজরত আবু আউয়ুব আনসারী খালেদ বিন যায়েদ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫১ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৫০।

১৪. হজরত ওসমান গণি (রাঃ) (ইসলামের ৩য় খলিফা) - মৃত্যুসন ৩৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৪২।

১৫. হজরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৪৬।

১৬. হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (মুসলমানদের ১ম খলিফা) - মৃত্যুসন ১৩ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৪২।

১৭. হজরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৩৬।

১৮. হজরত আবু বাকরাহ নুফাই বিন হারেছ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৪৯ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৩০।

১৯. হজরত ইমরান বিন হাসীন (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫২ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৩০।

২০. হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১৩০।

২১. হজরত উসামা বিন যায়দ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১২৮।

২২. হজরত ছাওবান (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১২৭।

২৩. হজরত নোমান বিন বাশীর (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১২৪।

২৪. হজরত সমুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১২৩।

২৫. হজরত আবু মাসউদ ওকবা বিন ওমর আল-আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৪০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১০২।

২৬. হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ আল্-বাজালী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫১ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ১০০।

২৭. হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮৭ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৯৫।

২৮. হজরত যায়দ বিন ছাবেত আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৪৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৯৪।

২৯. হজরত আবু তালহা যায়দ বিন সাহল আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৯০।

৩০. হজরত যায়দ বিন আরকাম আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৯০।

৩১. হজরত যায়দ বিন খালেদ (রাঃ)- মৃত্যুসন ৭৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৮১।

৩২. হজরত কা'ব বিন মালেক আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৮০।

৩৩. হজরত রাফে বিন খুদাইজ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৭৮।

৩৪. হজরত সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৭৭।

৩৫. হজরত আবু রাফে (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬৮।

৩৬. হজরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৩ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬৭।

৩৭. হজরত আদ্দি বিন হাতেম (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬৬।

৩৮. হজরত সালমান ফার্সী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬৪।

৩৯. উম্মুল মোমেনীন হজরত উম্মে হাবীবাহ, রামলাহ - মৃত্যুসন ৪৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬৫।

৪০. উম্মুল মোমেনীন হজরত হাফসা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৪৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬০।

৪১. হজরত আম্মার বিন ইয়াছের (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩৭ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬২।

৪২. হজরত শাদ্দাদ বিন আউস আনসারী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬০।

৪৩. হজরত জুবাইর বিন মাতআম (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৬০।

৪৪. হজরত ওক্‌বাহ বিন আমেন জুহনী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৫৫।

৪৫. হজরত আছমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৫৬।

৪৬. হজরত ওমর বিন ওত্‌বাহ (রাঃ) - মৃত্যুসন ---- হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৮।

৪৭. হজরত ফুজালা বিন ওবাইদ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৫০।

৪৮. হজরত ফুজালা বিন ওবাইদ আসলামী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৬।

৪৯. হজরত কা'ব বিন আমর (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৭।

৫০. হজরত উম্মে হানী ফাখ্‌তা বিনতে আবি তালিব (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫০ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৬।

৫১. উম্মুল মোমেনীন হজরত মায়মুনা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫১ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৬।

৫২. হজরত বিলাল বিন রিবাহ আল্-মুয়াজ্জিন (রাঃ) - মৃত্যুসন ১৮ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৪।

৫৩. হজরত আবু জুহাইফা ওয়াহব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৫।

৫৪. হজরত মিকদাদ বিন আছওয়াদ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৩৩ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৩।

৫৫. হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফল (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৭ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪৩।

৫৬. হজরত হাকীম বিন হেযাম (রাঃ) - মৃত্যুসন ৫৪ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪০।

৫৭. হজরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী নসীরা বিনতে কা'ব (রাঃ) - মৃত্যুসন ---- হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৪১।

৫৮. হজরত ওয়াছেলা ইবনুল আছকা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮৫ হিজরী - মোট বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৫৬।

চার. اقلين (আকাল্লীন) - উপরোল্লেখিত সাহাবাগণ ব্যতীত বিশ্বনবীর অন্যান্য সাহাবীগণ এ স্তরে অন্তর্ভূক্ত। আর এ স্তরে রয়েছেন ৪০ জন সাহাবায়ে কেরাম। কিন্তু গবেষণামূলক পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান করলে এ পর্যায়ের আরও অনেক সাহাবীগণের নামও পাওয়া যাবে।

এ যুগের কতিপয় বিখ্যাত হাদিসবেত্তা তাবেয়ীনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো। যথা-

১. হজরত আলকামা বিন কায়স (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬২ হিজরী।

২. হজরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬২ হিজরী।

৩. হজরত রবী বিন খায়ছুম (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬২ হিজরী।

৪. হজরত আমর বিন শোরাহবিল (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৩ হিজরী।

৫. হজরত মসরুক বিন আল্-আজদা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৬৩ হিজরী।

৬. হজরত আবু আবদুর রহমান সুলামী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৩ হিজরী।

৭. হজরত আবু বুরদাহ আমের বিন আবি মুছা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৪ হিজরী।

৮. হজরত আছওয়াদ বিন ইয়াজিদ নাময়ী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৫ হিজরী।

৯. হজরত আবদুর রহমান বিন গানাম (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৮ হিজরী।

১০. হজরত কাজী শোরাইহ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৭৯ হিজরী।

১১. হজরত সোলাযমান বিন কায়স (রাঃ) (তিনি সহীফায়ে জাবের (রাঃ) এর সংকলক ছিলেন) - মৃত্যুসন ৮০ হিজরী।

১২. হজরত আবু ইদ্রিচ খাওলানী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮০ হিজরী।

১৩. হজরত মুহাম্মদ ইবুল হানাফীয়াহ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮১ হিজরী।

১৪. হজরত আবু ওয়ায়েল বিন সালমা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮২ হিজরী।

১৫. হজরত যর বিন হোবাইশ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮৩ হিজরী।

১৬. হজরত আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮৩ হিজরী।

১৭. হজরত কুবাইসা বিন যুওয়াইব (রাঃ) - মৃত্যুসন ৮৬ হিজরী।

১৮. হজরত ইব্রাহীম বিন ইয়াজিদ তায়লমী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯২ হিজরী।

১৯. হজরত আবুল আলীয়া আর-রিয়াহী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৩ হিজরী।

২০. হজরত ইমাম যায়নুল আবেদীন আলী বিন হোসাইন (রাঃ)- মৃত্যুসন ৯৪ হিজরী।

২১. হজরত আবু বকর বিন আবদুর রহমান মাখযুমী (রাঃ)- মৃত্যুসন ৯৪ হিঃ।

২২. হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)- মৃত্যুসন ৯৪ হিজরী।

২৩. হজরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৪ হিজরী।

২৪. হজরত সাঈদ বিন আল্-মুসাইয়াব (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৪ হিজরী।

২৫. হজরত ইবরাহীম বিন ইয়াজিদ নাখয়ী (রাঃ)- মৃত্যুসন ৯৫ হিজরী।

২৬. হজরত ইবরাহীম বিন ইয়াজিদ তায়মী (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৫ হিজরী।

২৭. হজরত ওরওয়াহ বিন জুবাইর (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৪ হিজরী।

২৮. হজরত হাসান মুছান্না বিন হাসান (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৮ হিজরী।

২৯. হজরত ওবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ওৎবা মসউদ (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৯ হিজরী।

৩০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ওৎবা (রাঃ) - মৃত্যুসন ৯৯ হিজরী।

৩১. হজরত হাসান বিন মুহাম্মদ বিন হানাফীয়াহ (রাৎ) - মৃত্যুসন ৯৯ হিজরী।

৩২. হজরত আবদুর রহমান বিন আছওয়াদ নাখয়ী (রাঃ)- মৃত্যুসন ৯৯ হিজরী।

৩৩. হজরত খারেজা বিন যায়দ (রাঃ) - মৃত্যুসন ১০০ হিজরী।

৩৪. হজরত সোলায়মান বিন ইয়াসের (রাঃ) - মৃত্যুসন ১০০ হিজরী।

৩৫. হজরত আবু ওচমান নাহদী (রাঃ) - মৃত্যুসন ১০০ হিজরী।

২য় যুগ

[এ যুগ হাদিস সংকলনের প্রাথমিক যুগ। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ যুগের সময়কাল]

হাদিস সংকলনের কারণ ঃ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মাঝামাঝি যুগ ছিল হাদিস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ২য় যুগ। দুই/এক জন সাহাবী তখন জীবিত ছিলেন। দূর দূরান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছেছিল। হাদিস বর্ণনার ধারা ক্রমে ক্রমে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। যার অনিবার্য্য ফলশ্রুতি হিসেবে হাদিস বিশারদগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আগে যে সতর্কমূলক নিয়মনীতি অবলম্বন করতেন, তা আর বাকী র'লো না। ক্রমে ক্রমে বেদায়তী সম্প্রদায় ও মনগড়া হাদিস রচনাকারীর দল গড়ে উঠে। মনগড়া হাদিস রচনার অলীক অপপ্রয়াসের ফলে জন সমাজে অনেক মিথ্যা ও ভ্রান্ত হাদিসের অনুপ্রবেশ ঘটে। 'সহী' (বিশুদ্ধ) ও 'মওজু' (বানোয়াট) হাদিসের সংমিশ্রণের দরুন সহী হাদিস লোপ পাওয়ার আশংকার জন্ম নেয়। কাজেই এ সংকটময় সন্ধিক্ষণে যথানিয়মে হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা প্রকট ভাবে অনুভুত হয়। বারীদের সূত্র পরম্পরা (সনদ) সহকারে বিশ্বনবীর হাদিস গুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করার অপরিহার্য্যতা দেখা দেয়। ফলে কুরআনের সহিত হাদিসের সংমিশ্রণের আশংকা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়। মোটকথা- এমন এক কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতে উমাইয়া যুগের অন্যতম খলিফা হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) তীব্রভাবে হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে সাধারণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, "আপনারা দেখুন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এর হাদিস সমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করুন।" (ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা- ১৫৭) বিশেষ করে, তিনি মদিনার শাসক হজরত আবু বকর বিন হাযম (রাঃ) এর নিকট লিখেছেন-

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولاتقبل الاحديث النبى صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم- (بخارى حـ٢١)

অর্থ - বিশ্বনবীর যে সকল হাদিস তোমার দৃষ্ঠিতে রয়েছে, তোমরা তা লিপিবদ্ধ করে ফেলো। কারণ আমি আশংকা প্রকাশ করতেছি যে, ধর্মবিদ্যা তথা হাদিস চর্চা পৃথিবী থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। হাদিস অনুশীলনকারী বিজ্ঞ আলেমগণও

পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি আশংকা প্রকাশ করতেছি। ইলমে হাদিসের চর্চা ও অনুশীলনের জন্য কেবল রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত হাদিসগুলো গ্রহণ কর। (সহী আল বুখারী - ২১ পৃষ্ঠা)

হাদিসের সংগ্রাহক ও সংকলকগণ ঃ

এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত আবু বকর বিন হাযম (রাঃ) হাদিস সংকলনের কাজ সম্পাদন করেন। (যোরকানী)

হজরত সা'দ বিন ইব্রাহিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

" آمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترًا فبعث الى كل ارض له سلطان- (جامع بيان العلم لابن عبد البر)

অর্থ - হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) আমাদেরকে হাদিস সংগ্রহ করার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন। তাঁর নির্দেশক্রমে আমরা স্বতন্ত্র দফতরে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। ঐ দফতরগুলো খলিফার আদেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরিত হয়েছিল।

উপরোক্ত নির্দেশক্রমে স্বনামধন্য তাবেয়ী, ইমাম যুহরী (রাঃ) সর্বপ্রথম মাগাযী (যুদ্ধ ঘটিত বৃত্তান্ত সংক্রান্ত) বিষয়ক হাদিসসমূহ সংকলন করেন। (আর-রাওদুল আনাফ) - ইমাম যুহরী (রাঃ) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস সমূহকে সামগ্রিকভাবে একত্রিত করার জন্য কঠোর সাধনা ও অক্লান্ত চেষ্টা করেন। তিনি মদিনার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে আনসারী সাহাবীদের কাছ থেকে হুজুর পাক (দঃ) এর কথা ও অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। আর তিনি তা লিপিবদ্ধ করতেন। (তাহযীব) তার লিখিত হাদিসের সংকলনগুলো বা দপতরগুলো কয়েকটি উটের বোঝাই পরিমান ছিল। (তাযকেরাহ), ইমাম শাবী (রাঃ) বিভিন্ন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করে একখানা হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন।

হাদিস সংকলনের আদেশ কার্যকর হওয়ার পর যদিও খলিফা বেশী দিন জীবিত ছিলেন না, তবুও কিন্তু বিভিন্ন প্রজ্ঞাবান আলেমগণ সাধারণভাবে বিচিত্র গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। হাদিস বিশারদগণ দেশের আনাচে কানাচে বিশ্বনবীর হাদিস সমূহকে গ্রন্থবদ্ধ করার তৎপরতামূলক কর্মকান্ড শুরু করেন। আর বিভিন্ন হাদিসবেত্তাগণ বিভিন্ন স্থানে হাদিসশাস্ত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত থাকেন-

১. হজরত ইবনে জুরায়জ (রাঃ) - মক্কায়

২. হজরত ইমাম আওযায়ী (রাঃ) - সিরিয়ায়
৩. হজরত সুফিয়ান সাওবী (রাঃ) - কুফায়
৪. হজরত হাম্মাদ বিন সালামা (রাঃ) - বসরায়
৫. হজরত রবি বিন সাহিব (রাঃ) - বসরায়
৬. হজরত হুশায়ম (রাঃ) - ওয়াসিতে
৭. হজরত মামুর বিন রাশেদ (রাঃ) - ইয়ামনে
৮. হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রাঃ) - খোরাসানে
৯. হজরত জাবির বিন আবদুল হামিদ (রাঃ) - রায়
১০. হজরত ইমাম মালেক (রাঃ) - মদিনায়

অনুরূপভাবে হজরত মাকহুল (রাঃ), হজরত হিমাম বিন ওরওয়াহ (রাঃ), হজরত সাঈদ বিন আরুবাহ (রাঃ), হজরত ইবনে আবি যির (রাঃ), হজরত শোবা (রাঃ), হজরত লাইছ বিন সা'দ (রাঃ), হজরত ইবনে লুহায়াআ (রাঃ), হজরত সোলায়মান বিন বেলাল (রাঃ), হজরত আবু মাশর (রাঃ), হজরত ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ (রাঃ), হজরত গুনদুর (রাঃ), হজরত সুফিয়ান বিন উয়ায়নিয়া (রাঃ) ও আবদুর রহমান বিন আলমেহদী (রাঃ) প্রমুখ সকলেই পৃথক পৃথকভাবে হাদিসের সংকলন তৈরী করেন। হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর শিষ্য হজরত ইয়াহয়া বিন আবি যায়েদা (রাঃ) হাদিসের কিতাব রচনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) "কিতাবুল আছার" ও "কিতাবুল খারাজ" সংকলন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) "কিতাবুল হজ্ব" ও "কিতাবুল সুনান (كتب السنن), 'কিতাবুয যোহদ' (كتب الزهد), 'কিতাবুল আদাব' (كتب الاداب) ও 'কিতাবুল ফেতান' (كتب الفتن) প্রভৃতি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুহাম্মদ বিন ফজল (রাঃ) 'কিতাবুয যোহদ' (كتب الزهد) ও 'কিতাবুদ দোয়া' (كتب الدعاء) লিখেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব (রাঃ) "আহওয়ালুল কিয়ামাহ" (اهوال القيامة) ও জামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওয়ালীদ বিন মুসলিম (রাঃ) হাদিসের উপর সত্তরখানা কিতাব সংকলন করেছেন। হজরত ওয়াকী (রাঃ) ت ও হজরত আবদুর রহিম বিন সোলায়মান কেনানী (রাঃ)ও প্রচুর কিতাব সম্পাদন করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) 'কিতাবুল উম্ম' (كتب الام) নামে একটি বহুল আলোড়িত হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেছেন। এ সকল হাদিসের গ্রন্থ ও সংকলনগুলো হিজরী ২য় শতাব্দীতে রচিত হয়।

হিজরী ৩য় শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ মাঝামাঝি সময়ে হাদিস বেত্তাগণ হাদিস সংগ্রহ ও হাদিস বিষয়ক পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ইমাম

তায়ালিসী (রাঃ), আবদুর রাজ্জাক (রাঃ), হোমায়দী (রাঃ), আবু বকর বিন আবি শায়বা (রাঃ), উসমান বিন আবি শায়বা (রাঃ), সাঈদ বিন মনসুর (রাঃ), ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (রাঃ), মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রাঃ), আলী ইবনুল মাদিনী (রাঃ), আবু ছাত্তর (রাঃ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) প্রমুখ ছিলেন এ সময়কার স্বনামধন্য হাদিস বিশারদ ও গ্রন্থরচয়িতা।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদিস শাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটাকে তিনটা স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে হাদিসের এ সকল সংকলনগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের ক্রমবিন্যাস ছিল না-

১. যিনি যা কিছু শুনতেন, তা লিখে নিতেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত হাদিস সমূহকে সামগ্রিকভাবে বিন্যাস করা হয় নি। যেমন- "আস্-সাদেকা (الصَّادِقَة) গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আচ (রাঃ) এর অনুসৃত নীতি লক্ষ্য করা যায়।

২. হুজুর (দঃ) কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীন প্রয়োজনমত যে সকল বিধি, লিপি, অঙ্গীকারনামা ও পত্র প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করায়েছেন।

৩. সাহাবাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব ষ্টাইলে বা নিয়মে বহু নির্ভুল হাদিসগুলোকে চয়ন করে সামগ্রিকভাবে একত্র করার চেষ্টা করেছেন, যেমন- হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত সহীফা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অব্যাহতির পর সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন কাজে নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু তাতে কোন বিশেষ ক্রমবিন্যাস ছিল না। তবে অবশ্যই বিষয়ানুসারে অধ্যায-উপাধ্যায় সমূহকে পরিপাট্য রূপে সজ্জিত করে হাদিস সংকলনের নিয়ম প্রচলিত ছিল, যেমন হজরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) 'ফরায়েজ' (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত) বিষয়ক হাদিস সমূহকে সামগ্রিক ভাবে একত্রে সংকলন করেছেন। হজরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) তাফসীর সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে এ পদ্ধতিতে হাদিসের সংকলনকে 'জুয' (جزء) কিংবা ফর্দ (فرد) কিংবা 'রিসালাহ' (رساله) নামে অভিহিত করা হয়।

হাদিস শাস্ত্র প্রণয়নের যুগে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের বেলায় আরও কতিপয় নিয়ম চালু ছিল। তন্মধ্যে কতিপয় সুপরিচিত নিয়ম নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

(ক) 'মুসনাদ' - যে গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের ক্রমিক নামানুসারে হাদিসগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এক এক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদিস সমূহকে এক এক অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়।

(খ) 'সুনান' ফেকহী দৃষ্টিভঙ্গীতে আহকাম সংক্রান্ত হাদিস সমুহকে ক্রমবিন্যাস করে একত্রে সংকলন করার নামই হলো 'সুনান' কিংবা 'মুসান্নেফ'।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে বিভিন্ন গ্রন্থে মহানবীর হাদিস সমূহকে লিপিবদ্ধ করা সত্বেও অনেকেই সাহাবাদের বাণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করার নিয়ম ও উপায় উদ্ভাবন করেন। যেমন হাদিস সংকলকগণ হজরত আলী (রাঃ) এর বিচার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে অনেক হাদিস গবেষকগণ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরও সমালোচনা করেছেন। (সহী মুসলিম)। হাদিস সংকলনের যুগে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের এ নিয়ম ও ধারা ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করে। হাদিস সংকলকগণ বিশ্বনবীর হাদিস সমূহের সাথে সাথে সাহাবাদের বাণী ও তাবেয়ীদের অভিমতসমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু করেন। তাই এ যুগের সংকলিত গ্রন্থ সংমিশ্রণ রূপ পরিলক্ষিত হয়। তারা হাদিসের সূত্র পরম্পরা অনিবার্যভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। যেহেতু এ যুগে কেবল হাদিস সংকলন করাই ছিল সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেহেতু তারা হাদিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাছাই-বাছাই এর দিকে সাধারণভাবে মনযোগ দেন নি।

এ যুগের শেষের দিকে সর্বপ্রথম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) মনে করলেন- মুখ্যতঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস সমূহ পৃথক ভাবে সংগ্রহ ও সংকলন করা প্রয়োজন। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কথা ও উক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করা একান্ত উচিৎ কেবল গৌণ হিসেবে আর হাদিসের সনদ পরীক্ষার প্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি প্রদান করাও উচিৎ। যাতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস সমূহ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এ দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম আহমদ (রাঃ) স্বীয় 'মসনদ' সংকলন করেছেন, অতঃপর হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের ৩য় যুগে এসে এ চিন্তাধারা সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে।

হাদিস সংকলনের ২য় যুগে (হিজরী ২য় শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল) অসংখ্য "হুফ্ফাযে হাদিস" (حفاظ حديث) এ ধরণীর বুকে আবির্ভূত হয়ে হাদিসের অভূতপূর্ব খেদমত করেছেন। ইমাম যাহবী কর্তৃক প্রণীত "তাযকেরাতুল হুফ্ফায" (تزكرة الحفاظ) গ্রন্থে এ যুগের কণ্ঠস্থকারী হাদিস বেত্তাগণের (حفاظ حديث) সংখ্যা ৩২৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন।

২য় যুগের কতিপয় স্বনামধন্য "হুফ্‌ফাজে হাদিসের" নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয বিন মরওয়ান (রাঃ), জন্ম- ৬১ হিজরী; ৯৯ হিজরীতে তিনি খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি একজন প্রথিতযশা ইমাম, ফেকাহবিদ, মুজতাহিদ ও হাফেজে হাদিস ছিলেন। মৃত্যু- ১০১ হিজরী, 'মুসনাদ' নামে তাঁর একটি হাদিসের গ্রন্থ রয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে।

২. হজরত ওমরাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসারীয়াহ - মৃত্যু ১০১ হিজরী, তিনি বিশ্বনবীর সহধর্মিনী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস সমূহ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন।

৩. হজরত মোজাহেদ বিন জুবাইর। জন্ম- ২১ হিজরী; মৃত্যু- ১০৩ হিজরী, তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতিসম্পন্ন তাফসিরকার ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন।

৪. ইমাম শা'বী হজরত আবু ওমর আমের বিন শোরাহবিল (রাঃ)। তিনি তাবেয়ী গণের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। জন্ম- ১৭ হিজরী, তিনি পাঁচশত সাহাবাদের দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ অনুসারে সাজিয়ে হাদিসগুলোর একটি সংকলন তৈরী করেন। মৃত্যু- ১০৬ হিজরী।

৫. হজরত খালেদ বিন মে'দান (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৩ হিজরী, সত্তর জন সাহাবাদের নিকট তিনি হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৬. হজরত জাবির বিন যায়েদ আবুশ্ শা'ছা (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৩ হিজরী। তিনি একজন বিশিষ্ট ফেকাহশাস্ত্রবিদ ও হাদিস বিশারদ ছিলেন।

৭. হজরত আবু কালাবাহ জরমী আবদুল মালেক বিন মুহাম্মদ রুক্‌কাশী আল্-বসরী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৪ হিজরী। অসংখ্য হাদিস তাঁর মুখস্ত ছিল।

৮. হজরত হাকাম বিন ওতাইবা। মৃত্যু- ১০৫ হিজরী, তিনি একজন ফকীহ, অসংখ্য হাদিসের হাফেজ ও কুফার শায়খ ছিলেন।

৯. হজরত তাউস বিন কায়সান (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৬ হিজরী, তিনি অর্ধশত সাহাবাদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশেষ করে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

১০. হজরত আবু বোরদাহ আমের বিন আবি মুছা আশয়ারী (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৪ হিজরী, তিনি কুফার কাযী ছিলেন। তিনি হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১১. হজরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর ছিদ্দীক (রাঃ)। তিনি মদীনা শরীফের তৎকালীন ফকীহ ও ইমাম ছিলেন। মৃত্যু- ১০৬ হিজরী।

১২. হজরত সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)। তিনি একজন বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ ও ফেকাহবেত্তা ছিলেন। মৃত্যু- ১০৬ হিজরী।

১৩. হজরত সোলায়মান বিন ইয়াছার (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৭ হিজরী, মদীনা মুনাওয়ারার খ্যাতনামা ফেকাহবিদ ও হাদিস শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

১৪. হজরত ইকরামাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১০৭ হিজরী। তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর বন্ধনমুক্ত চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত তাফসিরকার ও সুপ্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তাও ছিলেন।

১৫. হজরত হাসান বাসরী (রাঃ)। জন্ম- ২১ হিজরী; মৃত্যু- ১১০ হিজরী। তিনি একজন যুগবরেণ্য ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক হাদিস লিপিবদ্ধ ও সংকলন করেছেন।

১৬. হজরত বশীর বিন নোহায়ক (রাঃ)। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর একজন যোগ্য শিষ্য ছিলেন। তিনি উস্তাদের বর্ণিত হাদিসগুলোর একটি সংকলন লিপিবদ্ধ করেছেন। মৃত্যু- ১১০ হিজরী।

১৭. হজরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রাঃ)। তিনি হজরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) এর বন্ধনমুক্ত গোলাম ছিলেন। মৃত্যু- ১১০ হিজরী, তিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাগণের মধ্যে ছিলেন প্রধান ও অন্যতম।

১৮. হজরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১১০ হিজরী, তিনি হজরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস সমূহের সংকলক ছিলেন। তিনি ইতিহাস, হাদিস, কিংবদন্তী অনেক গল্প ও কাহিনী বিষয়ক গ্রন্থসমূহের রচয়িতাও ছিলেন।

১৯. ইমাম বাকের মুহাম্মদ আবু জাফর বিন যায়নুল আবেদীন বিন হোসাইন (রাঃ)। জন্ম- ৫৭ হিজরী, মৃত্যু- ১১২ হিজরী।

২০. হজরত রাজা বিন হায়াত (রাঃ)। মৃত্যু- ১১২ হিজরী, তিনি হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) এর একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক হাদিস সংকলন করেছেন।

২১. হজরত আতা বিন আবি রিবাহ (রাঃ)। তিনি মক্কায় শায়খুল হাদিস ছিলেন। তিনি অনেক হাদিস সংকলন করেছেন। মৃত্যু- ১১৪ হিজরী।

২২. হজরত আব্বান বিন সালেহ (রাঃ)। তিনি অনেক হাদিস সংকলন করেছেন। মৃত্যু- ১১৫ হিজরী।

২৩. হজরত আমর বিন দীনার (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৬ হিজরী। তিনি উঁচু দরের একজন হাফেজে হাদিস ছিলেন।

২৪. হজরত নাফে (রাঃ)। তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর বন্ধনমুক্ত গোলাম ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক (রাঃ) ও ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর উস্তাদ ছিলেন। মৃত্যু- ১১৭ হিজরী।

২৫. হজরত মায়মুন বিন মেহরান (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৭ হিজরী, তিনি একজন হাফেজে হাদিস ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২৬. হজরত নাফে বিন কাউস (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৭ হিজরী। তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদিসের সংকলকও ছিলেন।

২৭. হজরত মাকহুল আবু আবদুল্লাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৮ হিজরী। তিনি হাদিস সমূহের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছেন।

২৮. হজরত কাতাদাহ বিন দিয়ামাতুস সাদুসী আল্-বাসরী (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৮ হিজরী, তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকরী ছিলেন। তিনি ইরাকের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।

২৯. হজরত আবু বকর বিন হাজম (রাঃ)। তিনি মদীনা শরীফের কাযী ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদিসের সংকলক ছিলেন। মৃত্যু- ১১৭ হিজরী। তিনি হজরত ওমরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস সমূহের সংকলক ও যাকাত সংক্রান্ত পত্রাবলীর প্রণেতা ছিলেন।

৩০. হজরত আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় বংশের রাজা-বাদশাহগণের পূর্বপুরুষ। মৃত্যু- ১১৮ হিজরী।

৩১. হজরত ইয়াজীদ বিন আবি হাবীব (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৮ হিজরী। তিনি মিসরের একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা হাফেজে হাদিস ও "হুজ্জাত" ছিলেন।

৩২. হজরত ইয়াহিয়া বিন য়ামুর (রাঃ)। মৃত্যু- ১১৯ হিজরী। বহু সংখ্যক হাদিস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কুরআন করীমের মধ্যে نقطه বা বিন্দুসমূহ যোজন করেছেন।

৩৩. হজরত হাম্মাদ বিন আবি সোলায়মান (রাঃ)। তিনি ইরাকের একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি হজরত আবু হানীফা (রাঃ) এর উস্তাদ ছিলেন। মৃত্যু- ১২০ হিজরী।

৩৪. হজরত মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন ওবাইদুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী (রাঃ)। জন্ম- ৫১ হিজরী, মৃত্যু- ১২৪ হিজরী। তিনি একজন মর্য্যাদাসম্পন্ন ইমাম ও বহু গ্রন্থের রচিয়তা ছিলেন।

৩৫. হজরত ছাবেত বিন আসলাম বানানী (রাঃ)। মৃত্যু- ১২৩ হিজরী। তিনি হজরত আনাছ (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট হাফেজে হাদিসও ছিলেন।

৩৬. ইমাম যায়দ শহীদ বিন যায়নুল আবেদীন বিন হোসাইন (রাঃ)। মৃত্যু- ১২৪ হিজরী। সুপরিচিত "মুসনদে যায়দ" গ্রন্থটি তাঁর অন্যতম অবদান।

৩৭. হজরত আবদুর রহমান বিন কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রাঃ)। মৃত্যু- ১২৬ হিজরী। মদীনা শরীফের হাদিসের হাফিজগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

৩৮. হজরত সা'দ বিন ইব্রাহীম (রাঃ)। জন্ম- ৫৮ হিজরী। তিনি মদীনার কাযী ছিলেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃত্যু- ১২৭ হিজরী।

৩৯. হজরত আবু ইসহাক সুবায়য়ী (রাঃ)। মৃত্যু- ১২৮ হিজরী। শীর্ষস্থানীয় হাদিসের হাফেজগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি চার শতাধিক শায়খ বা উস্তাদগণের নিকট থেকে হাদিস সংকলন করেছেন। তম্মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁকে ইমাম যুহরীর সমকক্ষ ও সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪০. আবুয্ যানাদ হজরত আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩০ হিজরী। তিনি বহু হাদিস সংকলন করেছেন।

৪১. হজরত সালেহ বিন কায়সান (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩০ হিজরী। তিনি অনেক হাদিস লিখেছেন।

৪২. হজরত মুহাম্মদ বিন আল্-মুনকাদির। মৃত্যু- ১৩০ হিজরী। তিনি হাফেজে হাদিস ছিলেন। তিনি হজরত আবু আউয়ুব (রাঃ) প্রমুখের শিষ্য ছিলেন।

৪৩. হজরত মনসুর বিন যাযান (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩১ হিজরী। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আনাস (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি পরহেজগার সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

৪৪. হজরত হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ (রাঃ)। তিনি বিশিষ্ট হাদিসবেত্তা হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। "সহীফায়ে হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ" নামে এ সংকলনটি পরিচিত। এ পূর্ণাঙ্গ সংকলনটি "মুসনাদে আহমদ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বার্লিন ও দামেস্কে এটার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এবং এটা দামেস্ক ও হায়দারাবাদ থেকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৫. হজরত আইয়ুব বিন তামীমাহ সুখতিয়ানী (রাঃ), মৃত্যু- ১৩১ হিজরী। তিনি বসরার বিশিষ্ট হাফিজে হাদিস ছিলেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণের নিকট থেকে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন।

৪৬. হজরত রবীয়াতুর রায় (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩৬ হিজরী। তিনি হিজাজের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক (রাঃ) এর উস্তাদ ছিলেন।

৪৭. হজরত যায়দ বিন আসলাম (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩৬ হিজরী। তিনি বহু সংখ্যক হাদিসের সংকলক ও তাফসিরকার ছিলেন।

৪৮. হজরত দাউদ বিন দীনার (রাঃ), মৃত্যু- ১৩৯ হিজরী। তিনি একজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৪৯. হজরত ইউনুছ বিন ওবায়দ (রাঃ)। মৃত্যু- ১৩৯ হিজরী। তিনি যুগবরেণ্য হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৫০. হজরত সালমাহ বিন দীনার (রাঃ)। মৃত্যু- ১৪০ হিজরী। তিনি একজন বড় হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৫১. হজরত ইমাম জাফর সাদেক বিন ইমাম বাকের (রাঃ)। জন্ম- ৮০ হিজরী, মৃত্যু- ১৪০ হিজরী।

৫২. হজরত মুসা বিন ওকবাহ (রাঃ)। তিনি 'মাগাযী' (যুদ্ধ ও জিহাদ) সংক্রান্ত হাদিস সংকলকগণের ইমাম। মৃত্যু- ১৪১ হিজরী।

৫৩. হজরত সোলায়মান তায়মী (রাঃ)। মৃত্যু- ১৪৩ হিজরী। তিনি একজন বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৫৪. হজরত ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আনসারী (রাঃ)। তিনি মদীনা শরীফের কাযী ছিলেন। মৃত্যু- ১৪৩ হিজরী।

৫৫. হজরত আলী বিন আবি তালহা হাশেমী (রাঃ)। তিনি অনেক গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। মৃত্যু- ১৪৩ হিজরী।

৫৬. হজরত হিশাম বিন ওরওয়াহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১৪৬ হিজরী। তিনি বহু হাদিস সংকলন করেছেন।

৫৭. হজরত ইসমাইল তিন আবি খালেদ আহমাসী (রাঃ)। মৃত্যু- ১৪৬ হিজরী। হাদিসের হাফেজগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

৫৮. হজরত সোলায়মান বিন মেহরান (রাঃ), "আমশ" নামে অধিক পরিচিত। উপাধি- মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি। তিনি উঁচু দরের একজন হাফেজে হাদিস ছিলেন। মৃত্যু- ১৪৭ হিজরী।

৫৯. হজরত মুহাম্মদ বিন আজলান (রাঃ)। মৃত্যু- ১৪৮ হিজরী। তিনি একজন বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস' ছিলেন।

৬০. হজরত আবদুল মালেক বিন জুরায়জ (রাঃ)। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যু- ১৫০ হিজরী।

৬১. হজরত আবু হানিফা নোমান বিন ছাবেত কুফী, ইমাম আযম (রাঃ)। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আনাস (রাঃ) এর দর্শন লাভ করেছেন। মৃত্যু- ১৫০ হিজরী। মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক লোক তাঁর অনুসরণ করেন। হাদিস বেত্তাগণ তাঁর মসনদসমূহ সংকলণ করেছেন।

৬২. ইমামুল মাগাযী হজরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রাঃ)। তিনি 'সীরাত' গ্রন্থের রচিয়তা। মৃত্যু- ১৫১ হিজরী।

৬৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আউন (রাঃ)। তিনি মদীনা শরীফের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। মৃত্যু- ১৫১ হিজরী।

৬৪. হজরত মুসয়ের বিন কুদাম, আবু সালমা আল্-কুফী (রাঃ)। মৃত্যু- ১৫৫ হিজরী। তিনি হাদিসের হাফিজগণের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ।

৬৫. হজরত সাঈদ বিন আবি আরুবাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১৫৬ হিজরী, তিনি একজন হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা।

৬৬. হজরত আবু উমর আবদুর রহমান আওযায়ী (রাঃ)। তিনি সিরিয়ার হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁকে "আমীরুল মোমেনীন ফীল হাদিস" বলা হয়। তিনি "জামে আওযায়ী" গ্রন্থ প্রণেতা। মৃত্যু- ১৫৬ হিজরী।

৬৭. হজরত যোফর বিন বুদায়ল (রাঃ)। তিনি হজরত ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর একান্ত সহচর ছিলেন। তাঁর উপাধি "সাহেবুল হাদীস"। মৃত্যু- ১৫৮ হিজরী।

৬৮. হজরত ইবনে আবি যিব মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (রাঃ)। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর লিখিত গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যু- ১৫৯ হিজরী।

৬৯. আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদিস, হজরত শো'বা বিন হজ্জাজ (রাঃ) তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিস সমালোচক ও ইমাম ছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমালোচনা করার মূলনীতিগুলো উদ্ভাবন করেন। মৃত্যু- ১৬০ হিজরী।

৭০. হজরত ববী বিন সাবিহ (রাঃ)। তিনি বাসরায় সর্বপ্রথম হাদিসের সংকলন লিপিবদ্ধ করেছেন। মৃত্যু- ১৬০ হিজরী।

৭১. হজরত সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ)। তাঁর উপাধি- "সৈয়্যদুল হুফ্ফায" ও "আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদিস"। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি 'জামে ছাওরী' গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যু- ১৬১ হিজরী।

৭২. হজরত আমর বিন মুররাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ১৬১ হিজরী। তিনি কুফার বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৭৩. হজরত আবু যুরআ ইবনে শায়বা (রাঃ)। তিনি খোরাসানের বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস ছিলেন। মৃত্যু- ১৬৪ হিজরী। কয়েক লক্ষ হাদিস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

৭৪. হজরত হাম্মাদ বিন সালমা (রাঃ)। তিনি হাদিস শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'জামে হাম্মাদ' গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। মৃত্যু- ১৬৭ হিজরী।

৭৫. হজরত আবু মাশর নজীহ সিন্দী (রাঃ)। তিনি 'মাগাযী' এর উপর গ্রন্থ সংকলন করেছেন। মৃত্যু- ১৭০ হিজরী। খলিফা হারুন রশিদ স্বয়ং তাঁর জানাজা নামাজের ইমামতি করেছেন।

৭৬. হজরত লায়ছ বিন সা'দ (রাঃ)। তিনি মিসরে হাদিসের ইমাম ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যু- ১৭৫ হিজরী।

৭৭. হজরত মালেক বিন আনাছ (রাঃ) - উপাধি- "আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদিস" তিনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। বহুলোক তাঁর মাযহাবের অনুসরণ করেন। জন্ম- ৯৩ হিজরী। মৃত্যু- ১৭৯ হিজরী। তাঁর রচিত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি বিশ্বনন্দিত ও জনসমাদৃত।

মুয়াত্বা

ইমাম মালেক (রাঃ) এক লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে প্রথমে দশ হাজার হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর এ বাছাইকৃত হাদিস থেকে ছাটাই করতে করতে কিতাবটি বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করে। তিনি এ গ্রন্থখানা সম্পাদনার পর মদিনার ৭০ জন বিশিষ্ট ফকীহগণের নিকট পেশ করেন। সকলেই এ কিতাবটির (গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে) এক বাক্যে সমর্থন করেন। স্বয়ং লেখকের উক্তি এখানে প্রণিদানযোগ্য-

" كلهم واطئوه نسميته المؤطا "

অর্থ- তাঁরা (হাদিসবেত্তাগণ) সকলেই এটিই সমর্থন করেছেন। এ কারণে আমি এটার নামকরণ করলাম 'মুয়াত্বা' বা সমর্থিত।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত হাদিস সমূহের পাশাপাশি মদিনার সাহাবা ও তাবেয়ীনের বহু উক্তি এতে স্থান পেয়েছে। সর্বমোট ১৭২০টি হাদিসের মধ্যে মুসনাদে মরফু হাদিস ৬০০টি, মুসনাদে মুরসাল হাদিস ২২টি, মওকুপ হাদিস ৬১৩টি এবং মকতু হাদিস ২৮৫টি এ গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। ইমাম মালেক (রাঃ) এক হাজার লোককে স্বীয় রচিত 'মুয়াত্বা' এর শিক্ষা দান করেছেন। এতে অনেক মুজতাহিদ, গবেষক, হাদিস বিশারদ, সূফী সাধক, আমীর, গভর্ণর ও খলীফা রয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মুয়াত্বা'র সর্বোচ্চ সনদ- 'ছুনাইয়াত' (ثنائيات)। যে হাদিসের সূত্র পরম্পরায় কেবল দুইজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাকে "ছুনাইয়াত" (ثنائيات) বলা হয়। 'মুয়াত্বা'র সর্বমোট ষোলটি কপি বা সংস্করণ প্রচলিত রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে হজরত ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া আল্-লায়ছী (মৃত্যু- ২২৪ হিজরী) কর্তৃক রচিত কপিটি সর্বাধিক সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত 'মুয়াত্বা'র সংস্করণটিও সমধিক প্রচলিত।

হিজরী ২য় শতাব্দীকালে রচিত সহী হাদিস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'মুয়াত্বা' অন্যতম। বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এ গ্রন্থখানির যথেষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) এর মুয়াত্বাকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রাঃ) এর প্রণীত সহীহাইনের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন- আকাশের নীচে কুরআনের পর ইমাম মালেকের মুয়াত্বা হলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। মুয়াত্বার বর্ণিত সকল মুসনিদ হাদিস সমূহ সহী বুখারী ও সহী মুসলিম

গ্রন্থদ্বয়ে বিধৃত। প্রখ্যাত হাদিস গবেষক ইবনু আবদুল বার (রাঃ) মুয়াত্বায় সন্নেবেশিত সকল মুরসাল ও মুনকাতা হাদিস নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পর্য্যালোচনা করেছেন। তিনি এ হাদিসগুলোকে 'মওসুল' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি হাদিসের ধারাবাহিক সূত্র সমূহ (متصل سند) লিপিবদ্ধ করেছেন।

'মুয়াত্বা'র অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ (شرح) রয়েছে। তম্মধ্যে ইবনে হাবীব মালেকী (রাঃ) (মৃত্যু- ২২৯ হিজরী) কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অতি প্রাচীন। এ ছাড়া আল্লামা ইবনে আবদুল বার (মৃত্যু- ৪৩৬ হিজরী) কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আত্-তাগত্বা" (التغطا), ইমাম যুরকানী (মৃত্যু- ১১২ হিজরী) কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আবু বকর ইবনুল আরবী (মৃত্যু- ৫৪৬ হিজরী) কৃত "শরহে মুয়াত্বা", শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃত্যু- ১১৭৬ হিজরী), কৃত 'মুছাওয়া' (আরবী ভাষায় রচিত মুয়াত্বার ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ও 'মুসাফ্ফা' (ফার্সী) ভাষায় রচিত মুয়াত্বার ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং মোল্লা আলী ক্বারী (মৃত্যু- ১১২২ হিজরী) কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুসলিম বিশ্বে সমাধিক খ্যাতি লাভ করেছে। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) "আত্-তালীকুল মুমতাহেদ" (التعليق الممتهد) নামে টীকাটিপ্পনী সম্বলিত মুয়াত্বার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) (মৃত্যু- ৩৮৮ হিজরী) ও আবুল ওয়ালিদ বাজী (মৃত্যু- ৪৭৪ হিজরী) প্রমুখ হাদিসজ্ঞগণ মুয়াত্বার ভাব ও বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্তাকারে বিন্যাস করে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লামা বারকী (রহঃ) 'গরীব' অর্থাৎ হাদিসের দূর্বোধ্য হাদিস সমূহের অভিধান রচনা করেছেন। কাযী আবু আবদুল্লাহ ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) প্রমুখগণ মুয়াত্বার রাবীগণের বর্ণনা পদ্ধতি ও সনদ পরীক্ষা করত অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন। মাওলানা ওয়াহিদুজ জামান ও উর্দু ভাষায় 'মুয়াত্বার' একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

৭৮. হজরত বাকর বিন আবদুল্লাহ আল্-মুযান্নী (রহঃ), মৃত্যু ১৮০ হিজরী, তিনি বিশিষ্ট হাফেজে হাদিস ছিলেন।

৭৯. হজরত আবু বকর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবিদ দুনিয়া (রহঃ)। মৃত্যু- ১৮০ হিজরী। তিনি অনেক হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি 'কিতাব যাম্মুল মালাহী' এর প্রণেতা।

৮০. হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রাঃ)। উপাধি- আমীরুল মোমেনীন ফিল হাদিস। জন্ম- ১১৮ হিজরী, মৃত্যু- ১৮১ হিজরী। তিনি 'কিতাবুয যোহদ' গ্রন্থের রচিয়তা। হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য তিনি ৮ হাজার দিরহাম ব্যয় করেছেন।

৮১. হজরত আবু ইউসুফ এয়াকুব (রাঃ)। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর একান্ত সহচর ছিলেন। তিনি বহু হাদিসের সংকলক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম 'কাযীল কুযাত' (قاضي القضاة) পদে বরিত হন। মৃত্যু- ১৮২ হিজরী।

৮২. ইমাম মুছা কাজেম বিন জাফর সাদেক (রাঃ)। জন্ম- ১২৮ হিজরী, মৃত্যু- ১৮৩ হিজরী, হাদিস শাস্ত্রে তাঁর একটি 'মুসনদ' রয়েছে।

৮৩. হজরত আবু ইসহাক ফাযারী (রাঃ)। মৃত্যু- ১৮৮ হিজরী। তিনি হাদিস সমালোচনা শাস্ত্রের (علم جرح وتعديل) প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন।

৮৪. হজরত জরীর বিন আবদুল হামিদ (রহঃ)। মৃত্যু- ১৮৮ হিজরী, তাঁর রচিত 'মুসান্নেফ' হাদিস শাস্ত্রে এক অনন্য অবদান।

৮৫. মুহাম্মদ বিন হাসান (রাঃ)। তিনি হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। জন্ম- ১৩৫ হিজরী, মৃত্যু- ১৮৯ হিজরী। তিনি 'কাযী' পদেও বরিত হন। ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। 'ইলমুল খেলাফ' (علم الخلاف) তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। ফিকাহর বিষয়ানুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে পক্ষ বিপক্ষের হাদিসগুলো সংকলিত করে সামগ্রিকভাবে তা বিচার বিশ্লেষণ করাকে 'ইলমুল খেলাফ' (علم الخلاف) বলা হয়। 'কিতাবুল হিজাজ' (كتاب الحجج) এ শাস্ত্রের উপর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত 'মুয়াত্বা' ও সমধিক খ্যাত ও বহুল প্রচলিত। 'কিতাবুল আছাব' (كتاب الاثار) তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। মাওলানা আবদুল বারী ফরহেঙ্গীমহল (রহঃ) এটার একটি হাশিয়া বা টীকাটিপ্পনী সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়ে পাঞ্জাব থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৮৬. মুহাম্মদ বিন জাফর গুনদুর (রাঃ), মৃত্যু- ১৯৩ হিজরী, হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে।

৮৭. হজরত ওয়ালিদ বিন মুসলিম (রাঃ), জন্ম- ১১৯ হিজরী, মৃত্যু- ১৯৫ হিজরী। তিনি হাদিস শাস্ত্রে সত্তরখানা কিতাব রচনা করেছেন।

৮৮. হজরত মুহাম্মদ বিন ফুযায়ল বিন গযওয়ান আবু আবদুর রহমান (রহঃ)। মৃত্যু- ১৯৫ হিজরী, 'কিতাবুয যোহদ' ও 'কিতাবুদ দোয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৮৯. হজরত আবু আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব (রহঃ)। মৃত্যু- ১৯৭ হিজরী, তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। 'মুয়াত্বা', 'জামে কবীর' ও 'কিতাবুল মাগাযী' প্রভৃতি রচনাবলী হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান বহন করে।

৯০. হজরত ওকী-বিন-জাররাহ (রাঃ), জন্ম- ১২৯ হিজরী, মৃত্যু- ১৯৭ হিজরী, তিনি হাদিস শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ইমাম। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

৯১. হজরত ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্বান (রাঃ)। জন্ম- ১২০ হিজরী, মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী। তিনি হাদিসের একজন বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। "আছমাউর রেজাল"

(হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী পর্য্যালোচনা) ও 'জরহে ও তাদীল' (হাদিস সমালোচনা) এ দুটি বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেন।

৯২. হজরত আবদুর রহমান বিন আল্-মাহদী (রহঃ)। মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিস সমালোচক ছিলেন।

৯৩. হজরত সুফিয়ান বিন উয়ায়নিয়া (রহঃ)। জন্ম- ১০৭ হিজরী। মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী। তিনি হিজাজের একজন বিশিষ্ট হাদিসবেত্তা ছিলেন।

৯৪. হজরত হুশায়ম বিন বশীর (রহঃ)। জন্ম- ১০৪ হিজরী। মৃত্যু- ১৯৯ হিজরী। তিনি একজন হাদিসগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন।

৯৫. হজরত ইউনুস বিন বুকায়র (রাঃ)। মৃত্যু- ১৯৯ হিজরী, তিনি 'মাগাযীয়ে ইবনে ইসহাক' গ্রন্থের পাদটীকা লিখেছেন।

৯৬. হজরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিচ শাফেয়ী (রহঃ)। তিনি হেজাজবাসীদের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে ইমাম আবু হানীফার পর তাঁর অনুসারী ছিলেন সবচেয়ে বেশী। জন্ম- ১৫০ হিজরী, মৃত্যু- ২০৪ হিজরী। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নের এ দুটি গ্রন্থ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য-

(ক) কিতাবুল উম্ম, হাদিসের ফিক্হ গবেষণার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপহার। বিভিন্ন মসয়ালাসমূহের প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা এবং বিরোধী দলের উপস্থাপিত প্রমাণসমূহের দাঁত ভাঙ্গা উত্তর সবিস্তারে এ গ্রন্থে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

(খ) 'ইখতেলাফুল হাদিস' (اختلاف الحديث)। এ গ্রন্থে লেখক পরস্পর বিপরীতধর্মী হাদিস সমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্ঠা করেছেন।

৯৭. হজরত আবু দাউদ মুহাম্মদ বিন সুলায়মান তায়ালিসী (রহঃ)। মৃত্যু- ২০৪ হিজরী। তিনি এক হাজার শিক্ষকগণের নিকট হাদিসের শিক্ষা অর্জন করেছেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর একটি 'মুসনাদ' রয়েছে।

৯৮. হজরত বাত্তহ বিন ওবাদাহ (রাঃ)। মৃত্যু- ২০৫ হিজরী। তিনি হাদিসের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি দশ হাজার হাদিসের সমন্বয়ে একটি হাদিসের সংকলন গ্রন্থের রচিয়তা।

৯৯. হজরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর ওয়াক্কেদী (রহঃ)। মৃত্য- ২০৭ হিজরী। তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন। তিনি 'কিতাবুর রিদ্দাত' ও 'কিতাবুল মাগাযী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

১০০. হজরত আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম (রাঃ)। মৃত্যু- ২১১ হিজরী। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর লিখিত একটি 'মুসান্নেফ' (مصنف) রয়েছে।

১০১. হজরত আছাদ বিন মুছা মরওয়ানী (রহঃ)। মৃত্যু- ২১২ হিজরী। হাদিসের উপর তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১০২. হজরত ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবি হানীফা (রাঃ), মৃত্যু- ২১২ হিজরী। তিনি কুফার কাযীর পদ অলংকৃত করেন। তিনি হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১০৩. হজরত মক্কী বিন ইব্রাহীম (রাঃ)। মৃত্যু- ২২৬ হিজরী। তিনি ইমাম বুখারী (র.) এর উস্তাদ ছিলেন। সহী বুখারী গ্রন্থে আনীত প্রায় "সুলাসিয়াত" (ثلاثيات) হাদিস সমূহ তাঁর সূত্রে বর্ণিত।

১০৪. হজরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ আল্-বাজ্জার (রাঃ)। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর একটি 'সুনান' রয়েছে। মৃত্যু- ২২৭ হিজরী।

১০৫. হজরত আবুল ওয়ালিদ আরজকী (রহঃ)। মৃত্যু- ২২৮ হিজরী। তিনি 'তারিখে মক্কা' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১০৬. হজরত নঈম বিন হাম্মাদ খাযায়ী (রহঃ)। মৃত্যু- ২২৮ হিজরী। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে।

১০৭. হজরত মুসাদ্দাদ বিন মুসারহেদ বাসরী (রাঃ)। মৃত্যু- ২২৮ হিজরী। তিনি হাদিস গ্রন্থের রচিয়তা ছিলেন।

১০৮. হজরত মুহাম্মদ বিন সা'দ ওয়াক্কেদী (রহঃ)। মৃত্যু- ২৩০ হিজরী। তিনি 'তাবকাতুল কাবীর' (طبقات الكبير) গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১০৯. হজরত ইয়াহিয়া বিন মুঈন (রাঃ)। মৃত্যু- ২৩৩ হিজরী। তিনি ইমাম বুখারী (রাঃ) এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ইমাম ও প্রখ্যাত 'হুজ্জাত' ছিলেন। হাদিস বিশারদগণ তাঁর নিকট হতে ১২ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট হাদিস সমালোচক ছিলেন।

১১০. হজরত আলী ইবনুল মদিনী (রহঃ)। মৃত্য- ২৩৪ হিজরী। তিনি একজন হাদিসের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী (রাঃ) স্বীয় পান্ডুলিপির সংশোধন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তাঁকে দেখিয়েছিলেন।

১১১. হজরত আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শায়বা (রাঃ)। তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর একটি 'মুসান্নেফ' রয়েছে। মৃত্যু- ২৩৫ হিজরী।

১১২. হজরত সাঈদ বিন মনসুর (রহঃ)। মৃত্যু- ২৩৫ হিজরী। তিনি 'সুনান' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১১৩. হজরত ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (রাঃ)। মৃত্যু- ২৩৮ হিজরী। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে।

১১৪. হজরত সাহনুন আবদুস সালাম বিন সাঈদ আত্-তানুখী (রাঃ)। মৃত্যু- ২৪০ হিজরী। 'আল-মুদাওয়ানাহ' হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অমূল্য অবদান।

১১৫. হজরত আবদ বিন হুমায়দ (রাঃ), মৃত্যু- ২৪৯ হিজরী। তিনি 'মুসনাদে কবীর', তাফসীর প্রমুখ গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১১৬. হজরত বুনদার আবু বকর মুহাম্মদ বিন বাশ্শার বাসরী (রাঃ)। মৃত্যু- ২৫২ হিজরী। তিনি একজন হাদিস গ্রন্থের রচিয়তা ছিলেন।

১১৭. হজরত আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রাঃ)। মৃত্যু- ২৫৫ হিজরী। তিনি 'মুসনাদ', তাফসীর প্রমুখ গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

১১৮. হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)। জন্ম- ১৬১ হিজরী, মৃত্যু- ২৪১ হিজরী। তিনি ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চতুষ্ঠেয় ইমামগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত একজন অন্যতম ইমাম। এ সুযোগ্য ইমাম (রহঃ) ধর্ম ও হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে কঠিন নির্যাতন ভোগ করেন। কুরআন-আল-করীম চিরন্তন ও অভিনব কিনা- এ মসয়ালাকে কেন্দ্র করে তিনি বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হন এবং তিনি কারাবরণ করেন। 'মুসনাদ' হাদিস শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান।

মুসনাদে আহমদ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) বিরচিত 'মুসনাদ' গ্রন্থে সাতশত সাহাবাগণের বর্ণিত হাদিস সমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'তাকরার' হাদিসগুলো সহ (যে হাদিসগুলো একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'তাকরার' বা পুনরাবৃত্তি বলা হয়) চল্লিশ হাজার আর তাকরার হাদিসগুলো বাদ দেয়ার পর সর্বমোট ত্রিশ হাজার হাদিস এ গ্রন্থে বিদ্যমান। সাধারণভাবে এ হাদিসগুলোর মধ্যে সবই মরফু। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) সাড়ে সাত লাখ হাদিস হতে বাছাই করে তাঁর হাদিসের এ সংকলনটি ('মুসনদ' গ্রন্থখানা) রচনা করেন। সকল মুসনাদ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা সহী ও সর্ববৃহৎ। আটার খানা মুসনাদ গ্রন্থসমূহের সমন্বয়ে তাঁর এ মসনদ গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

'আল্-য়ানি আল্-জনি' (اليانع الجنى) নামক গ্রন্থে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থ সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয়েছে-

فانه كتاب حافل فى بابه وعدة نافعة جدًا لمن اقتحم فى غبا به
وجعله رضى الله عنه القسطاس المستقيم يعرف به الصحيح من
حديث الرسول عن السقيم والمختلق والمفترى مماله اصل يوثرويروى

অর্থ- এটি (মুসনাদে আহমদ) স্বীয় বিষয়ে একটি ব্যাপক গ্রন্থ। হাদীস চর্চাকারীদের জন্য রয়েছে এতে নানা উপদেয় সামগ্রী। ইমাম আহমদ (রাঃ) এ গ্রন্থটিকে এমন এক সঠিক মানদন্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যদ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সহী হাদীস কোন্‌টি, বর্ণনা উপযোগী দূর্বল হাদীস কোন্‌টি, মুখতালাক ও মুফতারী কোন্‌টি তা ভালভাবে অবগত হওয়া যায়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) এ প্রসংগে বর্ণনা করেছেন-

" وما صعف من احاديثه فانه احسن حال مما يصححه كثير من المتاخرين "

অর্থ- ইমাম আহমদ (রাঃ) যে সকল যয়ীফ (দূর্বল) হাদিস স্বীয় 'মুসনাদে' স্থান দিয়েছেন, তার-যয়ীফ (দূর্বল) হাদিস সমূহ পরবর্তী ইমামগণের সহীহ হাদিস অপেক্ষা উত্তম।

'কানযুল উম্মাল' (كنز العمال) গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত-

মুসনাদে বর্ণিত যে সকল হাদিসসমূহ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করা হয় নি, তা সবগুলো গ্রহণযোগ্য।

ইমাম ইবনে জাওযী (রাঃ) প্রমুখ সমালোচকগণ মুসনাদের কতিপয় হাদিস সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) স্বীয় প্রণীত "আল্-কাওলুল মুসাদ্দাদ" (القول المسدّد) ও ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) কৃত "আয়-যায়লুল মুমতাহেদ" (الزيل الممتهد) গ্রন্থে তাঁর এ সমালোচনার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করেছেন।

এ কথা সত্য ও ন্যায় সঙ্গত যে, এতে কিছু সংখ্যক যয়ীফ (দূর্বল) হাদিস রয়েছে। ইমাম আহমদ (রাঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র পরিবর্দ্ধনের কারণে এ যয়ীফ হাদিসগুলো মুসনদ গ্রন্থে স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ইমাম আহমদ (রাঃ) এর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র এসব যয়ীফ হাদিসগুলো সংযোজন করেছেন। মিসরের কতিপয় হাদিস বিশেষজ্ঞগণ সুনানের নিয়মে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে 'মুসনাদ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। বর্তমানে মিসর থেকে এটার কয়েক খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

৩য় যুগ

[এ যুগ হাদিস শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের যুগ। এ যুগ হাদিস বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির যুগ। এ যুগে হাদিস শাস্ত্র ও হাদিসের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থ ক রচিত হয়। হাদিসবেত্তাগণ এ যুগে বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হাদিসগুলোর সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষলগ্ন পর্যন্ত এ যুগের সময়কাল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষলগ্নে হাদিস সংকলন ও সম্পাদনার কাজ চূড়ান্তরূপ লাভ করে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর সূচনাকালে বিজ্ঞ পন্ডিতজন হাদিসের ক্রমবিন্যাস, যাছাই-বাছাই, সাজ-সাজ্জায়ন ও সহজপাঠ্য করার দিকে বিশেষ মনযোগ নিবদ্ধ করেন।]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাদিস বিশারদগণ বিশ্বনবীর হাদিসসমূহকে সাহাবাদের আছার ও তাবেয়ীনের উক্তি সমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে হাদিসের কিতাব সংকলন করার দিকে মনোনিবেশ করেন। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) সর্বপ্রথম স্বীয় মুসনাদ সম্পাদনার মাধ্যমে এ কাজের সূচনা করেন। এবং এ মনোভাব এ যুগেই চুড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। সংগৃহীত ও সংকলিত হাদিসগুলো গ্রন্থাকারে রক্ষিত হয়ে যায়। পূর্ব যুগের গ্রন্থকারগণ সচরাচর সহী (বিশুদ্ধ) ও দূর্বল হাদিসগুলোকে সনদ সহকারে সংকলন করেন। কাজেই এ যুগের অনেক গ্রন্থ রচিয়তাগণ এ নিয়ম অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু একদল হাদিস বিশারদগণ শুধুমাত্র প্রমাণ্য (নির্ভরযোগ্য) ও বিশ্বস্ত হাদিসগুলোর সংকলন করার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। এবং তাঁরা কেবল 'সহী' (বিশুদ্ধ) ও 'মকবুল' (গ্রহণযোগ্য) হাদিসগুলোর সমন্বয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনার কাজে এগিয়ে আসেন।

হাদিস চর্চা ও হাদিস সেবার ক্ষেত্রে এ যুগটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদিসবেত্তাগণ হাদিসের বৈষয়িক ক্ষেত্রে গভীর মনযোগ আকর্ষন করেন। তাঁরা হাদিস শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা শুদ্ধ হাদিসগুলোকে দূর্বল হাদিসগুলো থেকে বাছাই করেন। তাঁরা নিজেরাই কঠোর শ্রম ও সাধনা করে- 'আছমাউর রিজাল' (اسماء الرجال) (বারীর জীবন চরিত অভিধান) শাস্ত্রটি এ যুগে চুড়ান্তরূপ দান করেন। বিশুদ্ধ ও দূর্বল হাদিস সমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাছাই-বাচাই করার জন্য তারা কতিপয় মূলনীতি নির্বারণ করেন। আর এ মূলনীতি সমূহের আলোকে হাদিস সমালোচনার ক্ষেত্র আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

হাদিস গ্রন্থের শ্রেণীবিন্যাস (اقسام كتب حديث) ঃ

হাদিস সংকলনের যুগ থেকে হিজরী তৃতীয় যুগের শেষলগ্নে কিংবা তার পরবর্তী যুগে যত প্রকারের হাদিস গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করা হয়েছে, সাধারণত তার শ্রেণীবিভাগ নিম্নে পেশ করা গেল-

১. 'জামে' (جامع)। যে গ্রন্থে সিয়ার (سير), তাফসীর (تفسير), আকায়েদ (عقائد), ফেতান (فتن), আহকাম (احكام), রেকাক (رقاق), মানাকেব (مناقب) ও আদাব (اداب) এ আটটি বিষয় বা শিরোণামের হাদিস সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে (جامع) 'জামে' বলা হয়। ইমাম ছাওরী (রাঃ) সর্বপ্রথম জামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম বুখারী (রাঃ) ও সহী হাদিস সমূহের সমন্বয়ে জামে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি (রাঃ) সহী ও হাসান প্রভৃতি হাদিস সমূহের সমন্বয়ে তাঁর জামে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন।

২. "মুসনাদ" (مسند) ঃ যে গ্রন্থে সাহাবাদের ক্রমিক নামানুসারে হাদিস গুলোকে সংকলন করা হয়েছে, তাকে 'মুসনাদ' (مسند) বলা হয়। চাই এ ক্রমবিন্যাস আরবী বর্ণমালা (حروف تهجي) এর ক্রমানুসারে হোক কিংবা রাবীদের ইসলাম গ্রহণে অগ্রাধিকার ইত্যাদি অনুসারে হোক। ইমাম কাজেম (রাঃ) সর্বপ্রথম মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। অতঃপর ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী (রাঃ) মুসনাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পূর্ণাঙ্গ কলেবরে মুসনাদ প্রণয়ন করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)। এছাড়া রবী বিন সবিহ (ربيع بن صبيح), নঈম বিন হাম্মাদ (نعيم بن حماد), হোশায়ম (خثيم), ইবনে আবি আসেম (ابن ابي عاصم), ইবনে আবি ওমর (ابن ابي عمر), ইবনে রাহওয়াইহ (ابن راهويه), আবু ইসহাক (ابو اسحاق), আসকারী (عسكري), আবু মুহাম্মদ কাশী (ابو محمد كشي), ইমাম আওযায়ী (اوزاعي), বাজ্জার (بزار), আবু য়া'লা (ابو يعلي) ও ফেরদাউস দায়লামী (فردوس ديلمي) প্রমুখ হাদিসবেত্তাগণ স্ব-স্ব মুসনাদ প্রণয়ন করেন।

৩. "মুয়াজ্জম" (معجم) ঃ যে গ্রন্থে শায়খ বা শিক্ষাগুরুর ক্রমিক নামানুসারে তাদের বর্ণিত হাদিসগুলোকে একত্রে সংকলন করা হয়েছে, তাকে 'মুয়াজ্জম' (معجم) নামে অভিহিত করা হয়। 'মুয়াজ্জম' গ্রন্থ সংকলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইবনে কানে (ابن قانع) (মৃত্যু- ৩৫১ হিজরী)। ইমাম তিবরানী (রাঃ) আরবী বর্ণমালা (حروف تهجى) এর ক্রমানুসারে হাদিসগুলোকে সাজিয়েছেন। 'মুয়াজ্জামে কবীর' (معجم كبير) 'মুয়াজ্জমে আওসাত' (معجم اوسط) ও 'মুয়াজ্জমে সগীর (معجم صغير) নামে এ তিনটি গ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি।

৪. "সুনান" বা "মুসান্নেফ" (سنن يا مضف) ঃ যে সকল গ্রন্থে কেবলমাত্র ইসলামের আহকাম সংক্রান্ত হাদিস সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং ফিক্‌হী কিতাবের অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, তাকে সুনান বা মুসান্নেফ বলা হয়। বিশিষ্ট হাদিস বিশেষজ্ঞ হজরত সাঈদ বিন মনসুর (রাঃ) সম্ভবত সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম ইবনে মাজা (রাঃ), ইমাম নাসায়ী, আবুদর রাজ্জাক, ইমাম দারমী (রাঃ), ইমাম ত্বাহাবী (রাঃ), ইবনে আবি শায়বা, ইবনে জুরায়জ, মুছা বিন তারেক, দারে কুতনী ও বায়হাকী প্রমুখ হাদিস বেত্তাগণ স্ব স্ব 'সুনান' ও 'মুসান্নেফ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৫. "রসায়েল" (رسائل) ঃ যে গ্রন্থে শুধুমাত্র কোন বিশেষ ধরনের হাদিস সমূহ অথবা কোন বিশেষ অনুচ্ছেদের হাদিস সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে হাদিস শাস্ত্রীয় পরিভাষায় "রিসালাহ" নামে অভিহিত করা হয়। বিশিষ্ট সাহাবী হজরত যায়দ বিন ছাবেত (রাঃ) সর্বপ্রথম ফরায়েজ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়নের মাধ্যমে "রিসালাহ্" নামক হাদিস গ্রন্থ সংকলনের ধারা সূচনা করেন।

বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রে রসায়েলের নামও ভিন্ন হয়ে থাকে, যথা-

(ক) "ইলমুত তাওহীদ" (علم التوحيد)। এতে কেবল আকায়েদ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন-

কিতাবুত তাওহীদ (كتاب التوحيد) - কৃত, ইবনে খোযায়মা (রাঃ)
কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত - কৃত, ইমাম বায়হাকী (রাঃ)

(খ) "ইলমুস সুনান" (علم السنن) - এতে শুধু ইসলামের আহকাম সম্পর্কীয় হাদিসসমূহ একত্র করা হয়েছে।

(গ) "ইলমুল আদিয়াহ" (علم الادعية) - এতে শুধু দোয়া মাছুরা অর্থাৎ- হাদিসে বর্ণিত দোয়া সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন-

আল য়াউম ওয়াল লায়লাহ্ - কৃত, ইবনুস সুন্নী (রাঃ)
আল্-হিসনুল হাসীন - কৃত, আল্লামা জুযরী (রাঃ)
কিতাবুল আযকার - কৃত, ইমাম নাব্বী (রহঃ)

(ঘ) "ইলমুস সুলুক ওয়ায্ যোহদ" (علم السلوك والزهد) - এতে কেবল রিকাক (মন্ত্র-তন্ত্র) সম্পর্কীয় হাদিসসমূহ একত্র করা হয়েছে। যেমন-

কিতাবুয যোহদ - কৃত, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)
কিতাবুয যোহদ - কৃত, ইবনুল মোবারক (রাঃ)

(ঙ) "ইলমুল আদাব" (علم الاداب) - এতে শুধুমাত্র আদাব তথা শিষ্ঠাচারের নিয়মাবলী সংক্রান্ত হাদিসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। যেমন- আল্ আদাবুল মুফরাদ" (الادب المفرد) - কৃত, ইমাম বুখারী (রহঃ)।

(চ) "ইলমুত তাফসীর' (علم التفسير) - এতে কেবল তাফসীর সংক্রান্ত হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- তাফসীরে সাঈদ বিন জুবাইর, তাফসীরে ইবনে মারদাবিয়্যাহ, তাফসীরে ইবনে মাজা প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

(ছ) "ইলমুত তাওয়ারিখ ওয়া বাদয়ুল খালক" (علم التوارخ وبدء الخلق) - এতে কেবল নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্থিতি, হজরত আদম (আঃ) ও পূর্ববর্তী নবী গণের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(জ) "ইলমুচ ছিয়ার ওয়াল মাগাযী" (علم السير والمغازى) - এতে হুজুর আকরাম (আঃ) এর পবিত্র জীবনী সংক্রান্ত হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- সীরাতে যুহরী, সীরাতে মুছা বিন ওকাবাহ (রাঃ), সীরাতে ইবনে ইসহাক, মাগাযীয়ে ওয়াক্কেদী, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে শামী, সীরাতে হালবী, মাওয়াহেবে লুদুনিয়াহ, রাওজাতুল আহবাব, মাদারেজুন নাবুওয়াত প্রভৃতি।

(ঝ) "ইলমুল মানাকেব" (علم المناقب) - এতে আহলে বায়ত ও সাহাবাগণের ফযায়েল ও মহাত্ম্যা সম্পর্কীয় হাদিস সমূহ স্থান পেয়েছে। যেমন- রিয়াজুন নাদরাহ, যখাযেরুল ওকবা, মানাকেবে আলী (রাঃ) কৃত ইমাম নাসায়ী (রাঃ) প্রভৃতি।

৬. "জুয ও ফরদ (الاجزاء والافراد) - যে গ্রন্থে শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারীর হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিংবা কোন বিশেষ মাসয়ালা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ সংকলন করা হয়েছে, তাকে 'জুয' বা 'ফরদ' বলা হয়। বিশিষ্ট তাবেয়ী হজরত আবু বোদরাহ (রাঃ) (মৃত্যু- ৭৫ হিজরী) সর্বপ্রথম 'জুয' (جزء) নামে হাদিসের গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতঃপর হজরত আব্বান ও সোলায়মান প্রমুখ অসংখ্য 'জুয' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'জুয' ও 'ফরদ' হাদিস গ্রন্থ সমূহের সংখ্যা অনেক। যথা-

জুয-ই-ইবনে রাহওয়াইহ,
জুয-ই-ইবনে মুখাল্লাদ,
জুয-ই-ইবনে নজীদ,
জুয-ই-ক্কেরআত, কৃত- ইমাম বুখারী (রাঃ)
জুয-ই-রফয়ে য়াদাইন, কৃত- ইমাম বুখারী (রাঃ)
জুয-ই-ক্কেরআত, কৃত- ইমাম বায়হাকী (রাঃ)

৭. 'আরবাঈন' (اربعين) - যে গ্রন্থে শুধুমাত্র চল্লিশটি হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাকে 'আবরাঈন' বলা হয়। হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রাঃ) সর্বপ্রথম 'আবরাঈন' গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম নববী প্রণীত 'আবরাঈন' গ্রন্থ বিশ্বের সর্বত্র সমাধিক খ্যাত। ইবনে রুজব প্রমুখ হাদিসবেত্তাগণ এটার বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

৮. "সহীহ্" (صحيح) - গ্রন্থ প্রণেতা যে গ্রন্থে শুধুমাত্র সহী (বিশুদ্ধ) হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে সহী গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। যথা-

মুয়াত্বা - কৃত, ইমাম মালেক (রাঃ)
সহী বুখারী - কৃত, ইমাম বুখারী (রাঃ)
সহী মুসলিম - কৃত, ইমাম মুসলিম (রাঃ)
আল্-মুজতাবা - কৃত, ইমাম নাসায়ী (রাঃ)
সহী - কৃত, ইবনে খুযায়মা (রাঃ)
সহী - কৃত, ইবনে হিব্বান (রাঃ)
আল-মুনতাকী - কৃত, ইবনুল জারুদ (রাঃ)
সহী - কৃত, ইবনুস সাকান (রাঃ)
সহী - কৃত, ইসমাঈলী (রাঃ)
আহকাম - কৃত, আবদুল হক (রাঃ)
আল্-মুখতারাহ - কৃত, জিয়াউদ্দিন মাকদেসী (রাঃ)

৯. "আল্-মোস্তাদরাক" (المستدرك) - যে সব হাদিস নির্দিষ্ট শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্বেও কোন গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেননি, সেগুলোকে যে কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাকে 'মুস্তাদরেক' বলা হয়। যেমন- মুস্তাদরেক - কৃত, হাকেম।

১০. "আল্-মুস্তাখরাজ' (المستخرج) - কোন পূর্ববর্তী হাদিস সংকলনকে সামনে রেখে, তাতে বর্ণিত হাদিসের মতন ও সনদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উস্তাদ বা শায়খের সনদকে কোন গ্রন্থ প্রণেতা পর্যন্ত পৌঁছায় তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমন-

১. মুস্তখরাজে আবি আওয়ানাহ (মৃত্যু- ৩১৬ হিঃ) আলা সহীহে মুসলিম
(مستخرج ابى عونه (متوفى ٣١٦) على صحيح مسلم)
অর্থ- আবু আওয়ানা কৃত মুস্তাখরাজ, সহী মুসলিমের উপর লেখা হয়েছে।

২. মুস্তখরাজে আবি নঈম আলা সহীহিল বুখারী

(مستخرج ابى نعيم على صحيح البخارى)

অর্থ- আবু নঈম মুস্তাখরাজ গ্রন্থটি সহী বুখারীর উপর লেখা হয়েছে।

৩. মুস্তাখরাজে মুহাম্মদ বিন আবদুল মালেক আলা সুনানে আবি দাউদ

(مستخرج محمد بن عبد الملك على سنن ابى داؤد)

অর্থ- মুহাম্মদ বিন আবদুল মালেক কৃত মুস্তাখরাজ গ্রন্থটি সুনানে আবু দাউদ এর উপর লেখা হয়েছে।

৪. মুস্তাখরাজে আবি আলী আলাল জামে লিত্ তিরমিযী

(مستخرد ابى على على الجامع للترمذى)

অর্থ- আবু আলী কৃত মুস্তাখরাজ গ্রন্থটি ইমাম তিরমিযী বিরচিত জামে গ্রন্থের উপর লেখা হয়েছে।

হাদিস গ্রন্থের স্তরবিন্যাস (طبقات كتب حديث) ঃ

এ যুগের শেষলগ্ন (হাদিস সংকলন ও সম্পাদনার ৩য় যুগের শেষ লগ্ন) পর্যন্ত হাদিস শাস্ত্রের উপর যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোকে পাঁচটি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। যথা-

এক. প্রথম স্তর ঃ শুধুমাত্র সহীহ হাদিস নিয়ে যে সকল গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করা হয়েছে, সেই সকল গ্রন্থসমূহ এ স্তরের অন্তর্ভূক্ত। যেমন- মুয়াত্বা - কৃত, ইমাম মালেক (রাঃ), সহী বুখারী ও সহী মুসলিম এবং আরও অনেক সহী গ্রন্থ সমূহ।

দুই. দ্বিতীয় স্তর ঃ যে সকল গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট হাদিস সমূহ সর্ব সাধারণের নিকট প্রমাণপোযুগী ও গ্রহণযোগ্য, সেগুলোকে হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তরে গণ্য করা হয়। যেমন- সুনানে নাসায়ী (হাদিস বর্ণনাকারীর আধিক্যানুসারে), সুনানে আবি দাউদ, সুনানে তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে দারমী, শরহে মায়ানী আল-আছার- কৃত, ইমাম তাহাবী (রহঃ) প্রভৃতি।

এ স্তরের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হাদিস সমূহ নির্ভরযোগ্য। সনদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ এ স্তরের কিতাব সমূহে দুই একটি যয়ীফ (দূর্বল) হাদিসও রয়েছে। তবে তা সহী ও অন্যান্য হাদিসের তুলনায় খুবেই নগণ্য।

তিন. তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাব সমূহে সহী, হাসান, সালেহ, মুনকার, যয়ীফ (দূর্বল), ভাল-মন্দ (গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য) সব প্রকারের হাদিসের বিপুল

সমাবেশ রয়েছে। যেমন- সুনানে ইবনে মাজা, মুসনাদে ত্বয়ালিসী, যিয়াদাতে আহমদ, মুনান্নেফে আবদুর রাযযাক, মুসান্নেফে ইবনে আবি শায়বা, সুনানে সাঈদ বিন মনসুর, মুসনাদে আবি য়া'লা, মুসনাদে বাজ্জার, মুনসাদে জরীর, মুসান্নেফে ত্বাহাবী, তাহযীবুল আছার কৃত, তাবরী, তাফসীরে ইবনে জরীর, তারিখে ইবনে জরীর, তাফসীরে ইবনে মারদাবীয়্যাহ, মুয়াজেমে ছালাছাহ - আল্লামা তিবরানী, সুনানে দারে কুতনী, গরায়েবে দারে কুতনী, হুলিয়াহ আবি নঈম, সুনানে বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান- বায়হাকী।

এ জাতীয় হাদিস গ্রন্থের বিধান হলো- হাদিস বিশেষজ্ঞগণ যে হাদিসটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করবেন, তা ইসলামী আহকাম ও শরিয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়।

চার. চতুর্থ স্তর ঃ যে সকল হাদিস গ্রন্থে সাধারণত এত অধিক পরিমাণ যয়ীফ (দূর্বল) হাদিস রয়েছে যে, ঐ হাদিসগ্রন্থের নাম শুনা মাত্রই পাঠকের মনে যয়ীফ (দূর্বল) হাদিসের ধারণার জন্ম নেয়। যেমন- নাওয়াদেরুল উসুল - হাকীম তিরমিযী, মুসনাদুল ফেরদাউস, কিতাবুয যোয়াফা কৃত- ওকায়লী, কামেল- ইবনে আদ্দি, তারীখ- খতীব প্রভৃতি। এ সকল গ্রন্থসমূহের কতিপয় হাদিস ব্যতীত অন্যান্য হাদিস সমূহ ইসলামী আইন ও শরিয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। তবে ফযায়েল ও ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে মওজু নয় এমন যে কোন হাদিসের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

পাঁচ. পঞ্চম স্তর ঃ যে সকল হাদিসের কিতাব মওজু (মনগড়া ও বানোয়াট) হাদিস সমূহের বর্ণনায় সম্পাদনা করা হয়েছে, সেই সকল গ্রন্থসমূহ এ স্তরে অন্তর্ভূক্ত। যেমন মওজুয়াতে ইবনে যাওজী, আর-লাআলী, আল মসনুআ ফীল আহাদিসিল মওজুয়াত।

সিহাহ সিত্তার স্থান (صحاح سته كا اجمالى تزكره) ঃ

হাদিস সংকলনের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হাদিস শাস্ত্রের অসংখ্য কিতাব রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে 'কাশফুয জুনুন' ও 'ইতেহাফুন নোবালা' গ্রন্থদ্বয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিসের গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসের যাবতীয় গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কেবল ছয়খানা হাদিসগ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) বিশ্বব্যপী জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছে এবং বর্তমানে তা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানী গুণীজন এ গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এ সকল গ্রন্থসমূহের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচনা করেছেন। এগুলোর রাবী বা বর্ণনাকারীগণের

(সনদ) উপরও অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তম্মধ্যে (১) সহী বুখারী (২) সহী মুসলিম (৩) সুনানে নাসায়ী (৪) সুনানে আবি দাউদ (৫) সুনানে তিরমিযী (৬) সুনানে ইবনে মাজা, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। হাদিসের এ ছয়খানা কিতাবকে "সিহাহ্ সিত্তা" (صحاح ستّه) বলা হয়। প্রথমোক্ত হাদিস গ্রন্থদ্বয়কে 'সহীহাইন' (صحيحين) বলা হয় আর শেষোক্ত ৪টি কিতাবকে 'সুনান' বলা হয়।

আমার পরমপ্রিয় উস্তাদ, হযরত মাওলানা মোশতাক আহমদ কানফুরী (রহঃ) সংক্ষিপ্তভাবে এ সকল গ্রন্থ সমূহের সামগ্রিক বৈশিষ্টবলী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গবেষক আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) এর উক্তি উদ্ধৃতি প্রদান করে বলেন-

" من اراد المطالب العلميّة مع الصحة فصحيح البخارى ومن اراد سرد الروايات مع حسن السياق والصحة فصحيح مسلم ومن اراد كثرة الاحكام فعليه بابى داؤد ومن اراد الاطلاع على الفتون الحديثة فالترمذى ومن اراد علو المطالب مع حسن الرد وخلوص الاحكام فالنسائى ومن اراد ما اشتمل على المتون الكثيرة التى انفرد بها عن غيره من الكتب فابن ماجه وان نظر الى جلالة المؤلف واما متنه فموطأ لمالك وان اراد جمع كتاب دون فى الاسلام مع جلالة مؤلفه فمسند احمد رحمهم الله تعالى – "

অর্থ- "যদি কেউ বিশুদ্ধ সহকারে হাদিসের উচ্চাঙ্গের জ্ঞান আহরণ করতে চায়, তাহলে সহী বুখারী পাঠ করা তার উচিৎ। আর যে ব্যক্তি সুন্দর বাচন ভঙ্গি সহকারে বিশুদ্ধ হাদিস জানতে চায়, তাহলে সহী মুসলিম অধ্যয়ন করা তার উচিৎ। যে ব্যক্তি ইসলাম ও শরিয়তের বিধি-বিধান সমূহের আধিক্য সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে সে যেন সুনানে আবু দাউদ পাঠ করে। যে ব্যক্তি নিত্য নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে সে যেন জামে তিরমিযী অধ্যয়ন করে। যে ব্যক্তি হাদিসের সুন্দর বর্ণনা রীতি ও দ্বীন সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি আহকাম সহকারে উচ্চাঙ্গের জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাহলে সুনানে নাসায়ী পাঠ করা তার উচিৎ। যে ব্যক্তি হাদিস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অধিক 'মতন' সমৃদ্ধ, অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত গ্রন্থ পাঠ করতে চায়, তাহলে ইবনে মাজা অধ্যয়ন করা তার উচিৎ। যদি কেউ কোন হাদিস সংকলনের মহত্ব ও নেতৃত্বের গুণাগুণ সম্পর্কীয় গ্রন্থ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন ইমাম মালেক (রাঃ) রচিত মুয়াত্বা পাঠ করে আর যদি কেউ গ্রন্থ প্রণেতার মহত্ব সহকারে এমন কোন ব্যাপক কিতাব চায়, যা ইসলামের প্রসারের যুগে সংকলিত হয়েছে, তাহলে ইমাম আহমদ কর্তৃক প্রণীত 'মুসনাদ' অধ্যয়ন করা তার উচিৎ।"

'সিহাহ সিত্তা' এর মধ্যে 'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থদ্বয়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ গ্রন্থদ্বয়ের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা যুগযুগ ধরে সমধিক ভাবে স্বীকৃত। সংখ্যাগরিষ্ট হাদিসবেত্তাগণের মতে এ দুটি গ্রন্থদ্বয়ের সন্নিবেসিত হাদিস সমুদয় সহী ও মকবুল। এ সকল হাদিস দ্বারা "ইলমে নজরী" (علم نظرى) লাভ করা হয়। হাফেজ ইবনে হাজর আনসকালানী, শামসুল আয়েম্মা সুরাখসী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনুচ ছালাহ, প্রমুখ হাদিস গবেষকগণ এ সকল হাদিস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান (علم قطعى) অর্জন করার পক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। সহীহাইনের পর সুনানে নাসায়ীর স্থান। এ গ্রন্থটির প্রকৃত নাম- আল্-মুজতাবা কিংবা আল্-মুজতানা'। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) নিজেই দাবী করেছেন-

" كل ما اخرجت فى الصغرى فهو صحيحٌ "

অর্থ- 'সুগরা' (সুনানে নাসায়ীর অপর নাম) গ্রন্থে আমি যে সকল হাদিস সংকলন করেছি, তা সবই সহী।

সুনানে নাসায়ীর পর সুনানে আবু দাউদের স্থান। ইমাম আবু দাউদ (রাঃ) স্বীয় সুনান সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন- সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হাদিস সমূহ সবই প্রমাণযোগ্য। (শরীয়তের দলীল হিসাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে)। সুনানে আবু দাউদের পর জামে তিরমিযীর স্থান। এতে অনেক যয়ীফ (দূর্বল) হাদিস রয়েছে। আর এতে 'কালবী' ও 'মসলুব' এর বর্ণিত হাদিস সমূহও রয়েছে।

যদিও তিনি আবার এগুলো সম্পর্কে 'মা'লুল' ও 'যয়ীফ' বলে মন্তব্য করেছেন, যদিও তিনি হাদিসের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দূর্বলতা চিহ্নিত করেছেন। আর সুনানে 'ইবনে মাজা' হলো সিহাহ সিত্তার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানের অধিকারী। কারণ এতে অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের তুলনায় যয়ীফ (দূর্বল) হাদিসের সংখ্যা বেশী। ইমাম বুখারী (রাঃ) স্বয়ং একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কোন মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণ করেন নি। 'হিত্বা' (حطه) ও 'আল্-য়ানী আল্-জানী' (اليانع الجنى) গ্রন্থে ইমাম মুসলিমকে শাফেয়ী মতাবলম্বী বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) কেও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আবু দাউদ হাম্বলী মাযহাবের লোক ছিলেন। ইবনে মাজা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি।

এবার আমি 'সিহাহ সিত্তা' এর রচিয়তাগণের সংক্ষিপ্ত জীবন আলেখ্য এবং তাদের গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করব।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ঃ

নাম- মুহাম্মদ, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, উপাধি- আমীরুল মোমেনীন ফীল হাদিস- (امير المؤمنين فى الحديث), নাসেরুল আহাদিসিন নাবাবীয়্যাহ (ناصر الاحاديث النبوية) ও নাশেরুল মাওয়ারিছিল মুহাম্মদীয়াহ (ناشر المواريث

المحمدية)। জন্মস্থান- বুখারা। বংশ তালিকা- মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মুগীরাহ বিন বরদাজবাহ। 'বারদাজবাহ' পারসিক বংশীয় জনৈক অগ্নিপুজক (مجوسى) এর পুত্র। 'মুগীরা' বোখারার শাসনকর্তা ইয়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (রাঃ) এর পিতা ছিলেন্ ইমাম মালেক (রাঃ) এর একজন প্রিয় শিষ্য। হজরত হাম্মাদ বিন যায়দ (রঃ) ও হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রাঃ) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য হাদেসবেত্তাগণের নিকট হতে তিনি হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারীর জন্ম- ১৩ই শাওয়াল, ১৯৪ হিজরী, জুমার দিন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। মাতৃক্রোড়ে তিনি লালিত পালিত হন। দশ বৎসর বয়সেই তিনি হাদিস হেফজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি হজরত ওয়াকী বিন জাররাহ (রাঃ) ও ইবনে মোবারক (রাঃ) এর হাদিস সংকলন মুখস্থ করেন। তিনি মাতার সঙ্গে হজ্বে গমন করেন। হিজাযে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। সেখানে (হেজাযে) ছয় বৎসর অতিবাহিত করে তিনি দেশে ফিরেন। অতঃপর তিনি হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কুফা, বসরা, বাগদাদ, মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। এক হাজার আশিজন যুগবরেণ্য হাদিস বিশারদগণের নিকট তিনি হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর স্বনামধন্য উস্তাদ বা শায়খগণের মধ্যে- মক্কী বিন ইব্রাহীম, আবদুল্লাহ বিন মুছা, ইসা আবু আসেম, আলী ইবনুল মদিনী, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহিয়া বিন মুঈন, আবু বকর বিন আবি শায়বা, ওচমান বিন আবি শায়বা ও ইমাম হুমায়দী প্রমুখগণের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এক লক্ষ লোক ইমাম বুখারীর নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইবনে খোযায়মা, ইমাম তিরমিযী, ও ফরবরী প্রমুখগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দৃঢ় স্মরণশক্তি, অনন্য ধী শক্তি, কুরআন ও হাদিসের নিগুঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, নির্মল প্রকৃতি, উন্নত মেধা ও প্রজ্ঞা, সুক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি পদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান, আসমাউর রেজাল (হাদিস বর্ণনা কারীগণের জীবনালেখ্যা) ও ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সমসাময়িককালের একজন অনন্য বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাঁচ লক্ষেরও অধিক হাদিস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল অর্থের মালিক ছিলেন। তিনি অসাধারণ দানশীলতা, উদারতা ও মহানুভবতার উত্তম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। জেহাদী প্রেরণা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। আর সৈনিক বিদ্যায় ছিল তার যথেষ্ট দক্ষতা ও পারদর্শিকতা।

জীবনের অন্তিম শয্যায় স্বীয় মাতৃভূমিতে তিনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। (تلفظ بالقران قديم ام حادث) - পবিত্র কুরআনের বাণী চিরন্তন না অভিনব - এ ব্যপারে ইমাম যাহলীর সহিত তার মতাদ্বৈত দেখা দেয়। ফলে ইমাম বুখারী (রাঃ) বোখারার শাসনকর্তার কোপানলে পতিত হন। বোখারার বিচারপতি তাঁকে বোখারা থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করেন। তাই তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে সমরকন্দের অভিমুখে রওয়ানা হন।

অবশেষে ২৫৬ হিজরী, ঈদুল ফিতরের চন্দ্ররাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ইমাম বুখারী (রাঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর। সমরকন্দ থেকে তিন মাইল দূরে খরতঙ্গ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (রাঃ) কোন সন্তান রেখে যান নি। (আল-একমাল) - আল্-ফাওয়ায়েদুদ দুরারী ফী তারজুমাতিল বুখারী (الفوائد الدرارى فى ترجمة البخارى) নামক গ্রন্থে আছে- তিনি জীবনে বিবাহও করেননি কখনো। ইমাম বুখারী (রাঃ) এর অনেক গ্রন্থ ও রচনাবলী রয়েছে। তম্মধ্যে তাঁর সহী হাদিসের সংকলনটি হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যধিক সুপরিচিত। তাঁর সহী গ্রন্থখানার পূর্ণনাম হলো- আল্ জামেউস সহীহ আল্-মুসনাদু মিন হাদিসির রাসুলে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'-

الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم وايّامه –

সহী বুখারী ঃ

একদা ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ হজরত ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এর দরসে হাদীসে উপস্থিত ছিলেন। উস্তাদ তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, হ্যায়! যদি কেহ বিশুদ্ধ হাদিসের সমন্বয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করত। ..... এ কথাটি ইমাম বুখারীর মনে রেখাপাত করে। এ ঘটনার কিছুদিন পর ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান এবং তিনি হুজুর (দঃ) কে পাখা দিয়ে বাতাস করতেছেন এবং তাঁর দেহকে মাছি থেকে রক্ষা করতেছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারীণ এ শুভ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেন যে, তুমি রসুলের প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদিসের কষাঘাত প্রতিরক্ষা করবে। অতঃপর ইমাম বুখারী (রাঃ) তাঁর এ বিশুদ্ধ গ্রন্থখানি সংকলনে ব্যাপৃত হন। তখন তাঁর নিকট ছয় লক্ষ হাদিস সঞ্চিত ছিল। সুদীর্ঘ ষোল বৎসর অবিশ্রান্ত সাধনার ফসল হিসেবে তিনি এ সুবিশাল কিতাবটির রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি মক্কার মসজিদে হারামের অন্ত

ভূক্ত মাকামে ইব্রাহীম ও কা'বার মধ্যবর্তী স্থানে বসে কিংবা মদীনার মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রসুলের রওযা মোবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে তাঁর এ হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমে গোসল করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন এবং তিনি আল্লাহর নিকট ইস্তাখারা করতেন। তিনি প্রতিটি হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত কোন হাদিসই তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নি। এ গ্রন্থখানা চূড়ান্তরূপ দান করার পর তিনি সমসাময়িককালের স্বনামধন্য হাদিস বিশারদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহিয়া বিন মুঈন ও আলী ইবুল মদিনী প্রমুখগণের নিকট এ গ্রন্থটি পেশ করেন। সকলেই তাঁর এ অভূতপূর্ব অবদান ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমসাময়িক হাদিস বিজ্ঞানীগণ প্রত্যেকটি হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। কিন্তু কেবল ৪টি মাত্র হাদিস নিয়ে অনেকেই সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। তা সত্বেও বিশিষ্ট হাদিস সমালোচক ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) উক্ত ৪টি হাদিস সম্পর্কে ও ইমাম বুখারীর সমর্থিত সঠিক মতের সপক্ষে তাঁর জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ফেকহী দৃষ্টিভঙ্গীর হাদিস চয়ন করে এগুলোর সুক্ষাতীসুক্ষ রহস্যসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ফেকাহর রীতিতে বিভিন্ন অধ্যায়, উপাধ্যয়, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ সজ্জিত করে বর্ণিত হাদিস সমূহ থেকে ফেকহী মসয়ালার সমাধান দিয়েছেন। তরজুমাতুল বাব অর্থাৎ (ترجمة الباب) চমৎকার অধ্যায় ও শিরোণাম এ গ্রন্থের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেক হাদিসের সার-নির্যাসকে এ গ্রন্থের অধ্যায়ে যোজন করতেন। একই হাদিস বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্রে তিনি বর্ণনা করতেন অথবা মতনের পুনরাবৃত্তির জন্য তিনি তা পুনঃ উল্লেখ করতেন। তিনি এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের অধীনে এমন বহু হাদিস সন্নিবেশিত করেছেন, যেগুলোর সাথে তরজুমাতুল বাবের সহিত কিঞ্চিত মিল ও সম্পর্ক রয়েছে। আর এ মিল (دلالت مطابقی) (প্রত্যক্ষগত) কিংবা (دلالت تضمنی) (অন্তঃনিহিত) কিংবা (دلالت التزامی) (পরোক্ষভাবে) কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক না কেন। তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতিসমূহকে দলীলরূপে পেশ করে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য, জ্ঞানগভীরতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর উদ্ধৃত তরজুমাতুল বাবের মধ্যে কখনো কখনো কোরআনের দূর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রায়শঃ কোন মসয়ালার সমর্থনে তালীক হাদিসসমূহ, সাহাবাদের আছার ও তাবেয়ীনের উক্তিও এতে বিধৃত করতেন। আবার কখনো তিনি এতে ইলমে কালাম ও ইলমুল উসুল বিষয়ক আলোচনাও জুড়ে দিতেন। মোট কথা- বিশুদ্ধ হাদিসের সমন্বয়ে তাঁর এ সুবিশাল গ্রন্থখানা অগাধ জ্ঞান ভান্ডারে পরিণত হয়। ইমাম বুখারীর পূর্বাকার ফেকাহবিদ ও

হাদিসবেজ্ঞগণ এ রীতি অবলম্বন করতেন যে, তাঁরা বিষয়বস্তু অনুসারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতেন। ফেকাহ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন। অনুরূপভাবে 'রিকাক' (দয়া ও সহানুভূতি), ইবাদাত, গযওয়া (যুদ্ধ), তিব (চিকিৎসা) ও আকায়েদ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ সংকলন করতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিসের নিশ্চয়তা দান পূর্বক কঠোর শর্তাবলীর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে রচিত সহী বুখারী ছাড়া অপর কোন কোন কিতাব পরিলক্ষিত হয় না। ইমাম বুখারীর সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার সার্থক ফসল হিসেবে বিশ্ববাসীদের জন্য এ অমুল্য সহী কিতাবখানা উপহার দিয়ে গেছেন। এ গ্রন্থখানির ভাব ও বিষয়বস্তু ব্যাপক, বিস্তৃত ও সূদুরপ্রসারী। ইসলামের মর্মবাণী ওহীর উপর নির্ভরশীল। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) ওহীর সূচনাকাল, ওহীর স্বরূপ ও প্রকৃতি, ওহী প্রেরণের পদ্ধতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত হাদিসসমূহ উল্লেখপূর্বক তাঁর বিশুদ্ধ কিতাবখানি উদ্বোধন করেছেন। আকায়েদ, ইবাদত, মুয়ামেলাত, সিয়ার, বিশ্বসৃষ্টি, গযওয়া, তাকওয়া, ফযায়েল, তিব, আদাব, রিকাক, তাওহীদ প্রভৃতি তথা ৫৪টি বিষয়বস্তুর অপূর্ব সমাহারে রচিত হয়েছে এ সহী গ্রন্থখানা। রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান ও রাজনৈতিক আইন-কানুন ব্যতীত মানবজীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ঘটনা ও বিষয়সমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে এতে। সহী বুখারীর ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর। প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ (نحوی) আল্লামা রাদী (রাঃ) (মৃত্যু- ৬৮৬ হিঃ) বলেছেন- আরবী ভাষা শিখতে হলে প্রথমে কুরআন পাঠ করুন অতঃপর সহী বুখারী, তারপর হেদায়া গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

সহী বুখারী শরীফের সর্বোচ্চ সনদের সংখ্যা হলো (ثلاثيات) (ত্রি সূত্রীয়) এ সনদের তিনটি সূত্র দ্বারা গ্রন্থকার থেকে রসুল পর্যন্ত হাদিসটি পৌঁছে থাকে। এতে এ জাতীয় হাদিসের সংখ্যা রয়েছে সর্বমোট ২২টি। এখানে সনদের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো (تسعيات) অর্থাৎ ৯টি সূত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার থেকে রসুল পর্যন্ত হাদিসটি পৌঁছে থাকে। ইমাম বুখারী (রাঃ) ২২টি স্থানে "بعض الناس" এর উক্তির প্রতিবাদ করেছেন। এবং তাঁদের দাবী খন্ডন করার জন্য তিনি জোর প্রয়াস চালিয়েছেন। "بعض الناس" দ্বারা তিনি একই ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেননি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোককে উদ্দেশ্য করে তাদের দাবী ও মতামতকে তিনি খন্ডন করেছেন। সহী বুখারীতে উদ্ধৃত অধ্যায় সমূহের সংখ্যা- ৯৮। অনুচ্ছেদসমূহের সংখ্যা ৩৪০০। হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) এর মতে বুখারী শরীফে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদিস সমূহের تكرار সংখ্যা- ৭৩৯৭। (تكرار) অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিমূলক হাদিস সমূহ ছাড়া সর্বমোট হাদিসের সংখ্যা- ২৪৬০ "মুয়াল্লাকাত" (معلقات) হাদিস সমূহের সংখ্যা- ১৩৪১, তবে ১৬০টি তালীক (تعليق) হাদিস বাদ দিলে অবশিষ্ট অন্যান্য তালীক (تعليق) হাদিসসমূহ প্রায়শঃ সহী বুখারীতে বর্ণিত। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সকল হাদিস সমূহ অন্যত্র সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজর

আসকালানী (রহঃ) ১৬০টি তালীক হাদিস সমূহের সনদও অন্যান্য কিতাব হতে সংকলন করেছেন। متابعات (মুতাবেয়) হাদিস সমূহের সংখ্যা- ৩৮৪।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বিরচিত এ গ্রন্থখানা বিশ্ব অভিনন্দিত ও জন সমাদৃত। তার জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত এটাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং তিনি ৯০ হাজার লোককে এ গ্রন্থের পাঠ দান করেছেন। যে কয়জন ছাত্রের সূত্রে ইমাম বুখারীর বর্ণনার মূল ধারা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে, তারা প্রধানত তিন জন-

১. হাফেজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ফরবরী (রহঃ), (মৃত্যু- ৩২০ হিজরী)

২. হাফেজ ইব্রাহীম বিন মা'কল (রহঃ), (মৃত্যু- ২৯৪ হিজরী)

৩. হাফেজ হাম্মাদ বিন শাকের (রহঃ), (মৃত্যু- ২৯০ হিজরী)

উল্লেখ্য -এ তিনজনের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সূত্রে তার এ সহী গ্রন্থখানি বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সহী বুখারী শরিফের ষাটেরও অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ (شروحات) রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নের কতিপয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

১. ফতহুল বারী লে শারহিল বুখারী, কৃত- হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) (মৃত্যু- ৮৫২ হিজরী)।

২. ওমদাতুল ক্বারী লে শারহিল বুখারী, কৃত- হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ), (মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরী)

৩. ইরশাদুচ ছারী লে শারহিল বুখারী, কৃত- ইমাম কুসতুলানী (মৃত্যু- ৯২২ হিজরী)

ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সহী বুখারীর অনেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এতে বর্ণিত হাদিস সমূহের রাবীদের জীবনী পর্য্যালোচনা করেছেন, অনেকেই সনদ বিচার করেছন। অনেকেই এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেছেন। আবার অনেকেই এ কিতাবের উপর সমালোচনামূলক গ্রন্থও রচনা করেছেন। বস্তুত সার্বিক দিক দিয়ে সহী বুখারীর অবদান অতুলনীয়। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনিস্বীকার্য। সহী বুখারী শরীফের যতখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং যে পরিমাণে এটার টীকাটিপ্পনী লেখা হয়েছে, আল্লাহ্র কিতাব ছাড়া অন্য কোন কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী লেখা হয় নি। হাদিস বিশারদগণ বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে আল্লাহ্র কিতাবের পর সহী বুখারীর স্থান নির্ধারণ করেছেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহরনপুরী কৃত বুখারীর টীকাটিপ্পনী সম্বলিত ব্যখ্যাগ্রন্থ (حاشيه)টি বহুল প্রচলিত ও সর্বজনবিদিত। আল্লামা সিন্ধী কর্তৃক রচিত 'হাশিয়া' বা টীকাটিপ্পনী সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ খানা সংক্ষিপ্ত হলেও তা সমধিক খ্যাত ও সুবিদিত।

ইমাম মুসলিম ঃ

নাম- মুসলিম, উপনাম- আবুল হাসান, উপাধি- আসাকেরুদ্দিন, বংশ তালিকা- মুসলিক বিন হাজ্জাজ বিন দরদ বিন কোশাদ আল্-কোশায়রী, বনি হাওয়াজেন গোত্রভুক্ত, মাতৃভূমি- নেশাপুর। ২০৪ হিজরীতে যেদিন ইমাম শাফেয়ী ইনতেকাল করেন, ঐ দিনেই ইমাম মুসলিম জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জন ও হাদিস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য তিনি ইরাক, হেজায, সিরিয়া, মিসর ও বাগদাদ প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) সিহাক বিন বাহওয়াহই, কায়াবী, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, সাঈদ বিন মনসুর, ইমাম যুহলী ও ইমাম বুখারী প্রমুখ প্রতিথযশা মুহাদ্দিসগণের নাম প্রণিদানযোগ্য। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে আবু হাতেম রাজী, তিরমিযী, ইবনে খোযায়মা ও আবু আওয়ানা প্রমুখ হাদিসজ্ঞগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে সকল হাদিস সংগ্রহ করতেন, তিনি তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। হাদিস চর্চা ও হাদিস আলোচনার জন্য তিনি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতেন। হাদিসের শীর্ষস্থানীয় হাফেজগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ। বিশিষ্ট হাদিস বিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ বিন বাশশার (রাঃ) এর উক্তি এখানে প্রণিদানযোগ্য। হাদিসের হাফীজ ছিলেন ৪ জন। ১. ইমাম বুখারী, ২. ইমাম মুসলিম, ৩. ইমাম দারমী, ৪. ইমাম আবু যুরআ।

ইমাম মুসলিম অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি জীবনে কখনো কারো গীবত বা দূর্ণাম করেননি। তিনি কাউকে অযথা গালি দেননি। তিনি কথায় ও কাজে কাকেও কষ্ট দেন নি। শিক্ষা জীবন সমাপনের পর তিনি আজীবন হাদিসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞানের এ অত্যুজ্জল শিখা ৫৫ বছর বয়সে, ২৫শে রজব, ২৫৯ হিজরী, রোববার, বিকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। নিজ মাতৃভূমি নেশাপুরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর রচিত বহু দূর্লভ গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গ্রন্থ ও রচনাবলীর মধ্যে সহী মুসলিম গ্রন্থখানা সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ ও জননন্দিত।

সহী মুসলিম ঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুদীর্ঘ ১৫ বছরের অবিশ্রান্ত সাধনা ও গবেষণার ফসল হিসেবে তিন লক্ষ হাদিস থেকে যাছাই বাচাই করে সহী হাদিসের এ সংকলনটি সম্পন্ন করেন। বিশ্ব বিশ্রুত মুহাদ্দিস আবু যুরআ আর রাজী এর পরামর্শক্রমে তিনি হাদিসের যাচাই-বাছাই করে এ অমূল্য গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেন। আবু আলী নেশাপুরী (রহঃ) সহী মুসলিমকে হাদিসের সব গ্রন্থসমূহের উপর প্রাধান্য দেন। বিশুদ্ধ সনদের সমন্বয়ে হাদিসের স্বচ্ছ বর্ণনারীতি, সহজ ভাষা, পূর্বাপর সম্পর্ক বাক্য বিন্যাস ও উত্তম রচনাশৈলীর দিক দিয়ে এ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। তিনি

'আখবারানা' ও "হাদ্দাছানা" (تحديث ও اخبار) এ শব্দদ্বয়ের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন তিনি স্বীয় সহী গ্রন্থে হাদিসের মান বিচারপূর্বক মুজমিল, মুশকিল, মনসুখ, মুয়ানয়ান ও মুবহাম হাদিস সমূহ সনদ সহকারে সর্বাগ্রে বিবৃত করেছেন। অতঃপর মুবায়য়ান, নায়েখ, মুসারেরহ, মুয়ায়ান ও মনসুব প্রভৃতি হাদিস সমূহও তিনি এতে সংকলন করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদিসের শব্দসমূহ ও তিনি এতে সংকলন করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদিসের শব্দসমূহও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেছেন। একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদিস সমূহ একত্রিত করেছেন, ফলে পাঠক সহজেই এতে উপকৃত হন এবং হাদিস সন্ধানের ক্ষেত্রেও পাঠকের পক্ষেও কোন প্রকারের জটিলতা থাকে না। একই হাদিসকে বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার উল্লেখ করার দরুন কিংবা একই হাদিসের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার দরুন সহী বুখারীতে যে জটিলতা ও দূর্বোধ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তা আবার সহী মুসলিমে পরিলক্ষিত হয় না। একই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন সুষমায় সুষমামন্ডিত। ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে সহী ও কৃত্রিম হাদিস সম্পর্কিত একটি দূর্লভ ভূমিকা রচনা করেছেন। তিনি এতে গ্রন্থটি সংকলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণণা ছাড়াও রেওয়াত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করে তাঁর গ্রন্থের মানকে সিহাহ সিত্তার উপর সমুন্নত করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় 'মুকাদ্দামায়' রাবীদেরকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

১. " ما رواه الحفاظ المتقنون " ঃ অর্থ- দক্ষ ও বিদুষী হাফেযগণ যে সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২. " ما رواه المستورون والمتوسطون " ঃ অর্থ- মধ্যপন্থী রাবীগণ বা হাদিস বর্ণনাকারীগণ যে সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৩. " ما رواه الضعفاء " ঃ অর্থ- 'যয়ীফ' বা দূর্বল রাবীগণ যে সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

পক্ষান্তরে, ইমাম বুখারী স্বীয় সহী গ্রন্থে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর বর্ণিত হাদিস সমূহকে স্থান দিয়েছেন। তিনি এতে তৃতীয় শ্রেণীর হাদিস যোজন করা থেকে বিরত রয়েছেন। সহী মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের সর্বোচ্চ সনদ ইমাম মুসলিম থেকে নিয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত ৪টি মাধ্যম (رباعيات) রয়েছে, এতে তিনটি মাধ্যম (ثلاثيات) নেই। এতে 'রুবাইয়াত' (رباعيات) হাদিসের সংখ্যা রয়েছে আশিটিরও অধিক। একাধিকবার উদ্ধৃত হাদিস সমূহ (تكرار) সহ সহী মুসলিমের বর্ণিত মোট হাদিসের সংখ্যা- ১১৭৫১। তাকরার বা পুনরাবৃত্তি সূত্রে বর্ণিত হাদিস সমূহ বাদ দিলে এতে সর্বমোট ৪ হাজার হাদিস থাকে। সহী মুসলিমে কেবলমাত্র দুইটি তালীফ (تعليق) হাদিস রয়েছে। বাহ্যত যদিও এ তালীক (تعليق) হাদিসের সংখ্যা ১৪টি বলে পরিদৃষ্ট হলেও ১২টি হাদিস অন্যত্র (موصول) (ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন) সূত্রে বর্ণিত। ইমাম

মুসলিম (রহঃ) নিজেই স্বীয় গ্রন্থের অধ্যায় বা শিরোনাম রচনা করেন নি। পরবর্তী যুগের হাদিসবেত্তাগণ টীকার ন্যায় অধ্যায়সমূহ সংযোজন করেছেন। ইমাম নববী কর্তৃক সংযোজিত সহী মুসলিমের (তরজুমাতুল বাব বা অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত) কপিসমূহ মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর ২ জন ছাত্র সূত্রে সহী মুসলিমের হাদিসসমূহ বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে।

১. আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ নেশাপুরী (রহঃ)
২. আবু মুহাম্মদ আহমদ বিন আলী কালানসী (রহঃ)

প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনাসমূহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত। সহী মুসলিমের অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ (شروحات) রয়েছে। তম্মধ্যে কতিপয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাধিক প্রচলিত ঃ

১. শরহে সহীহে মুসলিম, কৃত- ইমাম নববী (রহঃ),
২. শরহে সহীহে মুসলিম, কৃত- আল্লামা সনুসী (রহঃ),
৩. ফতহুল মুলহেম শরহে সহীহে মুসলিম, কৃত- আল্লামা মাওলানা শাব্বির আহমদ ওচমানী (রহঃ)।

হাদিস সেবার ক্ষেত্রে সহী বুখারীর ন্যায় সহী মুসলিমের অবদান ও অনিস্বীকার্য। সহী বুখারী যেরূপ বিশ্বের আলোচিত ও আলোড়িত গ্রন্থ, অনুরূপভাবে সহী মুসলিমও বিশ্ব ব্যাপী আলোড়ন ও সাড়া জাগিয়েছে। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থের বহু অনুবাদ পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হাদিসবেত্তাগণের অভিমত ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সহী মুসলিমকে সহী বুখারীর সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। স্বনামধন্য হাদিসগবেষক আবু আলী নেশাপুরী (রহঃ) ও পাশ্চত্য হাদিস চিন্তাবিদগণ বলেন- সহী মুসলিম সহী বুখারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য ও শ্রেয়।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, হাদিসের বিশুদ্ধতার সাথে সাথে হাদিসের সহজ ভাষা, উত্তম বর্ণনারীতি, উন্নত রচনা শৈলী, বিচার করার দিক দিয়ে সহী মুসলিম সহী বুখারীর উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে, হাদিস সহী হওয়ার জন্য রাবী বা বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, সহী বুখারীতে তা পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান। তাই মূলতঃ হাদিসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহী বুখারী সহী মুসলিমের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

সিহাহ সিত্তা প্রণেতাগণের মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বিশুদ্ধ হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে রাবী বা বর্ণনাকারী গণকে সাধারণত ৫টি শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন-

১. " كثير الضبط والاتقان وكثير الكلازمة " ঃ অর্থ- যাদের মধ্যে হাদিস সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অত্যধিক রয়েছে আর এ হাদিস সংরক্ষণ রীতি মুখস্ত করার মাধ্যমে হোক কিংবা লেখার মাধ্যমে হোক এবং নিজ নিজ শায়খ বা উস্তাদের সহিত তাদের সাহচার্য ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

২. " كثير الضبط الاتقان وقليل الملازمة " ঃ অর্থ- যাদের মধ্যে হাদিস রক্ষা করার ক্ষমতা অত্যধিক, কিন্তু শায়খ বা উস্তাদের সহিত তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর নহে।

৩. " قليل الضبط والاتقان وكثير الملازمة " ঃ অর্থ- যাঁদের মধ্যে হাদিস সংরক্ষণ করার ক্ষমতা খুবেই কম, কিন্তু নিজ নিজ শায়খ বা উস্তাদের সহিত তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিবিড় ও ঘনিষ্ঠতর।

৪. " قليل الضبط والاتقان وقليل الملازمة " ঃ অর্থ- যাঁদের মধ্যে হাদিস সংরক্ষণ করার ক্ষমতাও কম এবং আপন শায়খ ও বা উস্তাদের সহিত সম্পর্ক ও যোগাযোগও কম।

৫. " قليل الضبط والاتقان وقليل الملازمة مع ديكر غوائل جرع " ঃ অর্থ- যাঁদের মধ্যে উভয়বিদ গুণ নগন্য, অধিকন্তু তাদের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতিও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

১. উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রথম শ্রেণীর রাবীদের বর্ণিত হাদিস সমূহ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় রাবীদের বর্ণিত হাদিস থেকে বাছাই ও ছাটাই করে সংগৃহীত হাদিস সমূহ স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদিস সংগ্রহ করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। পক্ষান্তরে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদিস সমূহ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের বর্ণিত হাদিস থেকে বাছাই ও ছাটাই করে সংগৃহীত হাদিস সমূহ তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. ইমাম বুখারী (রহঃ) ، معنعن ، (মুয়ানয়ান) হাদিসের বেলায় ছাত্র (راوى) ও শায়খের (مروى عنه) এর মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎকার গ্রহণের শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদিস বর্ণনাকারী (راوى) ও যার নিকট হতে হাদিস বর্ণণা করবেন (مروى عنه) উভয়ের মধ্যে সমসাময়িক কাল হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

৩. সহী বুখারীতে এককভাবে হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা- ৪৮৩। সমালোচিত রাবীর সংখ্যা- ৮০। পক্ষান্তরে, সহী মুসলিম শরীফে এককভাবে হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা- ৬২৫ আর সমালোচিত রাবীর সংখ্যা- ১৬০।

৪. হাদিসবেত্তাগণ 'সহীহাইনে' বর্ণিত ২১০টি হাদিসের উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন, দোষ-গুণ বিচার করেছেন। আর এ জাতীয় সমালোচিত হাদিস সমূহের মধ্যে কেবল শুধুমাত্র সহী বুখারীতে ৭৮টি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে আর ১১০টি হাদিস কেবল সহী মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ৩২টি হাদিস উভয়গ্রন্থে বিদ্যমান।

৫. সহী বুখারী শরীফের যে সকল হাদিস সমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। আর এ জাতীয় হাদিস সমূহের অধিকাংশ রাবীগণ তাঁর উস্তাদ ও যুগশ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ। পক্ষান্তরে, সহী মুসলিমে সমালোচিত হাদিস সমূহের অধিকাংশ রাবীগণ হলেন উচ্চস্তরে অন্তর্ভূক্ত।

বস্তুতঃ উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বোন্নত, সর্বাধিক তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিকোণ দিয়ে স্বীয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসগুলোর যাচাই-বাছাই করেছেন। আর এ কারনেই বিশিষ্ট হাদীসজ্ঞগণ বলেন, আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে সহীগ্রন্থ হলো 'সহী বুখারী' অতঃপর সহী মুসলিমের স্থান।

والله اعلم بالصّواب

অনেক হাদিস বিশারদগণ 'সহীহাইনে' বর্ণিত হাদিস সমূহের উপর বহু সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তম্মধ্যে দারকুতনী কর্তৃক রচিত "আল-এস্তেদরাক ওয়াত তাতাব্বুয়" (الاستدراك والتتبع) নামক গ্রন্থখানি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট হাদিস গবেষক আবু মসউদ দেমেশকী (রহঃ)ও একটি সমালোচনা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশিষ্ট হাদিস সমালোচক আবু আলী গাচ্ছানীও (تقييدالمهل فى جزء العلل) "তাকয়ীদুল মুহিল ফী জুযয়ীল এলাল" নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি এতে সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের উপর বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সমালোচনা করেছেন। হাদিস গবেষক হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) স্বীয় বিরচিত 'ফতহুল বারী' এর মুকাদ্দাসায় সমালোচকগণের সমালোচনার দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিয়েছেন।

ইমাম নাসায়ী ঃ

নাম- আহমদ, কুনিয়াত বা উপনাম- আবু আবদুর রহমান, বংশ তালিকা- আহমদ বিন আলী বিন শোয়াইব। তিনি ২১৫ হিজরী সনে খোরাসান এর অন্তর্ভূক্ত 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পনের বছর বয়সে তিনি হাদীস অন্বেষণে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা কুতাইবা বিন সায়ীদ বালখী এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, আলী বিন খাশরুম ও আবু দাউদ প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসীনের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) এর সহিত তিনি মিলিত হন। হাদীসের জ্ঞান লাভের নিমিত্তে তিনি নিজ মাতৃভূমি ছাড়াও

হিজায, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও আলজেরিয়া সহ বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি মিসরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম, হাফেয ও হুজ্জাত হন। তিনি ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী একজন মহান ইবাদত গুজার বান্দা। আলী বিন ওমাইর এর সুচিন্তিত মতানুসারে তিনি ছিলেন মিসরের সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসজ্ঞ ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ। বিশুদ্ধ ও দূর্বল হাদীস সমূহ সম্পর্কে তিনি অধিক অবগত ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আবু বশর দৌলারী, ইবনুছ ছুন্নী, আবু জাফর ত্বাহাবী প্রমুখ হাদীস বিজ্ঞানীগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্য সফরে বের হন। তিনি দামেস্কে এসে দেখতে পান যে, খারেজীগণের মতভেদ ও উমাইয়া বংশের শাসন-প্রভাবের ফলে অনেক লোক হজরত আলীর দল ত্যাগ করেছেন। কাজেই তিনি মহাবীর হজরত আলী (রাঃ) এর শানে স্তুতিমূলক একখানা হাদীসের গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি তা দামেস্কের জামে মসজিদে পাঠ করে শুনান। এতে কতিপয় লোক আমীর মুয়াবিয়ার ফযীলত ও গুণকীর্তন বর্ণনার জন্য তাকে আহবান জানান। উত্তরে ইমাম নাসায়ী বলেন, তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন সম্পর্কে তেমন কোন হাদীস আমার জানা নেই, তবে কেবলমাত্র একটি মরফু হাদীস সম্পর্কে আমরা অবগত। আর সেটা হচ্ছে- لا اشبع الله بطنه (আল্লাহ তা'লা তার উদর পূর্ণ করেন নি)। এ কথা শুনে মুয়াবিয়ার অনুসারীরা তার উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। তাঁর এক সাথী তাঁকে মক্কায় নিয়ে যান। ১৩ই সফর বা শাবান, ৩০৩ হিজরী, সোমবার মক্কায় পৌছলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর। সাফা ও মরওয়ান উভয় পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বেশ কয়টি মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে সুনানে নাসায়ী অধিকতর প্রসিদ্ধ।

সুনানে নাসায়ী (আল্-মুজতাবা)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রের উপর 'সুনানে কুবরা' নামে একখানা সুবিশাল গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি এ শর্তের উপর এ গ্রন্থ সংকলন করেন যে, তিনি এতে এমন হাদীসও লিপিবদ্ধ করবেন, যেই হাদীস বাদ দেয়ার ব্যাপারে সকল ইমামগণ ঐক্যমত পৌছেন নি। যখন 'রামলা'র আমীরের নিকট তিনি এ গ্রন্থ পেশ করেন, তখন তিনি ইমাম নাসায়ীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ গ্রন্থে বর্ণিত সকল হাদীস সহী কি না? তিনি উত্তরে বলেন যে, এতে সব ধরণের হাদীসই রয়েছে, সহী, হাসান এবং এগুলোর সমপর্য্যায়ের আরও অনেক হাদীস এতে বিদ্যমান। আমীর তাঁকে বলেন যে, এমন একটি গ্রন্থ রচনা করুন, যাতে সব হাদীসই সহী থাকবে। এ জন্য তিনি সুনানে কুবরা হতে যাছাই-বাছাই করে 'সুনানে সোগরা' সংকলন করেন এবং

উক্ত গ্রন্থের নাম নির্বাচন করেন- 'আল্-মুজতাবা' (المجتبى) (প্রিয়) ও 'আল্-মুজতানা' (المجتنى) (নির্বাচিত)। সুনানে কুবরায় বর্ণিত ত্রুটিযুক্ত সব হাদীস ছাটাই করে তিনি এ কিতাবখানা সম্পাদনা করেন। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মন্তব্য করেন-

" المنتخب المسمَّى بالمجتنى صحيح كله "-

'হাদীসের সঞ্চয়ন' মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ ও নির্ভুল।

আহমদ রামলী বলেছেন- ইমাম নাসায়ী নিজেই বর্ণনা করেছেন- এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস নির্বাচনের সময় আমি ইস্তেখারা করতাম, যে হাদীস সম্পর্কে আমার সন্দেহের উদ্রেক হতো, আমি তা নির্দ্বিধায় বর্জন করতাম।

'মুজতাবা' (সুনানে নাসায়ী) নামক গ্রন্থে তিন প্রকারের হাদীস রয়েছে।

১. যে হাদীস 'সহীহাইন' অর্থাৎ সহী বুখরী ও সহী মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে।
২. যে সকল হাদীস উভয় গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তাবলীর ভিত্তিতে বর্ণিত।
৩. যে সকল হাদীস ইমাম নাসায়ী (রহঃ) স্বীয় শর্ত সাপেক্ষ বর্ণনা করেছেন।

'সুনানে নাসায়ী' গ্রন্থে অনেক 'মালুল' (ত্রুটিযুক্ত) ও 'মুনকাতেয়' (হাদীসের ধারাবাহিকতা ছিন্ন) হাদীসের বর্ণনাও লক্ষ্য করা গেছে। গ্রন্থকার স্বয়ং অনেক হাদীসের ইল্লাত বা ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন উক্ত গ্রন্থে। আমার মনে হয়- এগুলো বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী ইবনুছ ছুন্নী কর্তৃক সংযোজিত। কেননা তিনি হাদীস সঞ্চয় ও চয়নের সময় এ গ্রন্থের রচনা কাজে অংশ নিয়েছিলেন। 'সালাতুল খাওফ' (صلوة الخوف) ও 'আন্‌নাযহু মিনাত তাহারা'ত' (النضح من الطهارة) ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে ইবনুছ ছুন্নী অনেক ত্রুটিযুক্ত হাদীসও এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এর লিখিত কিতাবখানায় সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ঘটেছে। সহজ বর্ণনাভঙ্গি ও উত্তম রচনা শৈলীর দিক দিয়ে এটি সহী মুসলিমের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অধ্যায়সমূহের (ابواب) বিন্যাস ও সজ্জায়ন এবং হাদীস থেকে বিভিন্ন মসায়েল উদঘাটনের দিক দিয়ে এতে সহী বুখারীর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এতে উভয় গ্রন্থদ্বয়ের রচনারীতির সমন্বয় ঘটেছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। হাদীসের ইল্লাত বা ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কেও এতে বহুলাংশে আলোচিত হয়েছে। সহী বুখারী ও সহী মুসলিম ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের তুলনায় এতে যয়ীফ হাদীসের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল, তবে বিতর্কিত ও সমালোচিত রাবীদের

নামও দেখা যায় এতে। সুনানে নাসায়ীতে ৫১টি অধ্যায়, ১৭৫৪টি অনুচ্ছেদ, ৪৪৮২টি হাদীস রয়েছে। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) এর নিকট হতে অনেকেই 'মুজতাবা'র হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে ইবনুছ ছুন্নীর নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য।

সিরাজুদ্দীন বিন মুলাক্কাম (রহঃ) সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবুল হাসান সিন্দী ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) স্ব-স্ব টীকা-টিপ্পনী সহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এ হাশিয়ার (টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের) উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ ঃ

নাম- সোলায়মান, উপনাম- আবু দাউদ, বংশ তালিকা- সোলায়মান বিন আশআছ বিন ইসহাক বিন বাশার বিন শাদ্দাদ বিন আমর বিন এমরান, 'আল আজদী' (الازدى) ও 'আস-সিজসতানী' (السجتانى) সম্বোধনসূচক উপাধি। জন্মভূমি- কান্দাহারের নিকটবর্তী 'সিজতান'। জন্ম- ২০২ হিজরী।

ইমাম আবু দাউদ হাদীস অন্বেষণে ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, হিজায, মিসর ও আলজেরিয়া প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন এবং তিনি সে সকল দেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সমসাময়িক কালের একজন প্রথিতযশা হাদীস বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহিয়া বিন মুঈন, ওসমান বিন আবি শায়রা, কুতায়বা বিন সাঈদ, কা'নবী, ইমাম তায়ালিসী প্রমুখ যুগবরেণ্য হাদীস বিশারদগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সংগ্রহে পাঁচ লক্ষ হাদীসের বিপুল সমারোহ ছিল। ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, আহমদ বিন খিল্লাল প্রমুখ খ্যাতিমান হাদীসবেত্তাগণ ও তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ সহ লুলুবী, ইবনুল আরাবী, ইবনে দাসা প্রমুখগণ ছিলেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। ইমাম আবু দাউদ ছিলেন খুব উঁচু স্তরের হাফেযে হাদীস, হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্রান্ত গভীর পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ। সততা, বিনয়তা, ইবাদত ও তাকওয়া ইত্যাদি গুণাবলী ছিল তাঁর জীবন চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। একাধিকবার তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং বসরায় এসে তিনি স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ১৫ই শাওয়াল ২৭৫ হিজরী, জুমার দিনে তিনি সেখানে ইহধাম ত্যাগ করেন। 'সুনান' ও 'মারাসীল' তার সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সমধিক খ্যাত।

সুনানে আবি দাউদ ঃ

ফিক্‌হশাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত এ গ্রন্থখানা আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহের এক বিরাট সংকলন। ইমাম আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও ছাঁটাই করে এ সুনানটি সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থে রয়েছে সহী, হাসান ও আমলের উপযোগী প্রভৃতি হাদীস সমূহের অপূর্ব সমাহার। তিনি এ শর্তের উপর এ গ্রন্থ সংকলন করেন যে, যে রিওয়াত (বর্ণিত হাদিস) বাদ দেয়ার ব্যাপারে ইমামগণ ঐক্যমত পৌঁছেন নি, যে কোন একজন মুজতাহেদ ইমাম এ হাদীসের উপর আমল প্রয়োগ করেছেন, এ ধরণের হাদীসও তিনি এতে লিপিবদ্ধ করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য- (রুকু যাওয়ার পর) উভয় হাত উত্তোলন করা বা না করা (رفع يدين وعدم رفع يدين), উচ্চঃস্বরে আমীন বলা কিংবা গোপনে গোপনে আমীন বলা।

(تامين بالجهر اوبالسر) ইমামের পিছনে মুসাল্লীর ক্বিরআত পাঠ করা, (قرأت خلف الامام) প্রভৃতি বিষয়ে সব প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়। তিনি যে হাদীসে সনদগত ত্রুটি মনে করতেন, তিনি তা এতে অশপটে স্বীকার করেছেন এবং ত্রুটির কারণও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। হাদীস থেকে কোন মাসয়ালা বের করা গেলে, তা (মাসয়ালার সারবস্তু) তিনি 'তরজুমাতুল বাবে' অধ্যায়ের শিরোণামে) উদ্ধৃত করেছেন। মুলত এ গ্রন্থখানা হলো- ইসলামী আইন ও অনুশাসনের প্রধান উৎসস্থল, ফিকহী বৈশিষ্ট্য ও রচনারীতির অন্যতম ধারক। ইমাম আবু দাউদ যে সকল হাদীস সমূহের সমালোচনার ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন, এ সকল হাদীস সমূহ মুহাদ্দেসীনের নিকট গৃহীত। উত্তম পরিপাটি সহকারে এ গ্রন্থের হাদীস সমূহকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নাতিদীর্ঘ হাদীস সমূহের স্থান পেয়েছে এতে। প্রয়োজনানুসারে তিনি হাদীস সমূহকে সংক্ষেপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ অনবদ্য কিতাবখানার রচনার কাজ সমাপ্ত করার পর তিনি এটি সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিজ্ঞানী, স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমদ (রহঃ) এর নিকট পেশ করেন, তিনি গ্রন্থখানা পাঠ করে অত্যধিক সন্তুষ্ট হন।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন- ফিক্‌হী মাসয়ালা উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে মুজতাহিদের জন্য 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থই যথেষ্ট। এ গ্রন্থখানা বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছে। সর্বশ্রেণীর ওলামা ও ফকীহগণ এ গ্রন্থটিকে হাকেম বা মীমাংসাকারী হিসেবে গণ্য করেন। 'সুনানে আবু দাউদে' কেবলমাত্র একটি 'রুবাইয়িত' (رباعيات) হাদীস রয়েছে। ৪টি সনদের মাধ্যমে গ্রন্থ প্রণেতা হতে রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত যে হাদীসটি পৌঁছে, তাকে رباعيات বলা হয়। আর বাকী

সকল বর্ণিত হাদীসসমূহ 'খুমাসিয়াত' (خماسيات) অর্থাৎ গ্রন্থকার ও রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মধ্যে কেবলমাত্র ৫টি মাধ্যম রয়েছে। এ গ্রন্থে ৪০টি পরিচ্ছেদ, ৪৮০০টি হাদীস রয়েছে। তম্মধ্যে ৬০০ হাদীস মুরসাল।

'সুনানে আবু দাউদ' ৪টি বর্ণনাসূত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

১. " روايت ابن داسة عن ابى داؤد " - যে সকল হাদীস ইবনে দাসা (রহঃ) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াত সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত। পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ সমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সমধিক প্রচলিত।

২. " روايت ابى على اللؤلوى - আবু আলী লুলুবী সূত্রে বর্ণিত হাদীস। এটি সর্বধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ রিওয়াত। পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহে এ রিওয়াত সমধিক প্রচলিত।

৩. " روايت ابى سعيد ابن الاعرابى " - এ রিওয়াতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে।

৪. " روايت ابى عيسى اسحاق ارملى وارق ابى داؤد " - আবু ইসা ইসহাক রামলী সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ। এ রিওয়াত সমূহ ইবনে দাসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নিকটবর্তী।

'সুনানে আবু দাউদের' উপর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নলিখিত কতেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাধিক খ্যাত।

১. মায়ালেমুস সুনান শরহে আবি দাউদ (معالم السنن), কৃত- ইমাম খাত্বাবী (রহঃ)

২. গায়াতুল মাকছুদ শরহে আবি দাউদ (غاية المقصود), কৃত- শায়খ শামসুল হক (রহঃ)

৩. আউনুল মাবুদ শরহে আবি দাউদ (عون المعبود شرح ابى داؤد), কৃত- শায়খ আশরাফ আলী আজিম আবাদী।

৪. বজলুল মজহুদ শরহে আবি দাউদ (بزل المجهود شرح ابى داؤد), কৃত- শায়খ খলিল আহমদ ছাহারানপুরী।

ইমাম মুনযেরী (রহঃ) সুনানে আবি দাউদের একটি সার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটার টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে প্রচুর। সুনানে আবু দাউদের হাদীস বর্ণনাকারীগণের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থকার ফকীর আমীমুল ইহছান সুনানে আবি দাউদের উপর একটি 'মুকাদ্দামা' লিখেছেন এবং এটি জন সমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানে আবু দাউদের অনুবাদও

উর্দু ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে লেখা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদের সংকলিত মুরসাল হাদীস সমূহও এ ফকীরের মোকাদ্দামার সহিত প্রকাশ করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী ঃ

নাম- মুহাম্মদ, উপনাম- আবু ঈসা, বংশ তালিকা- মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন ছাওরাহ বিন মুছা বিন দাহ্হাক। 'আস্-সুলামী' 'আল্-বুগী' 'আত্-তিরমিযী' এ তিনটি শব্দ তাঁর সম্বোধনসূচক উপাধি। তিনি হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম, হাফেজ ও হুজ্জাত ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উর্ধতন পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন 'মরো' নামক দেশের অধিবাসী। পরবর্তীকালে তাঁরা 'বলখ' অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত 'তিরমিয' নামক স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। তিনি ২০০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস অন্বেষণে তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসেত, রায়, খোরাসান ও হেজায প্রভৃতি হাদীস চর্চার কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমন করেন। তদানিন্ত ন কালের সেরা হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর শিক্ষাগুরুজনের মধ্যে কুতায়বা বিন সাঈদ, আবু মুসআব, ইসমাঈল বিন মুসা ও ইমাম বুখারী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বহু হাদীসশাস্ত্রবিদগণ ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আবু হামেদ মিরওয়াজী, হোশাইম বিন কুলাইব আশ্-শাশী, মুহাম্মদ বিন মাহবুব আল্-সিরওয়াজী হাম্মাদ বিন শাকের প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ ছিলেন তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীসজ্ঞগণের সর্বসমর্থিত মতানুযায়ী তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবল, উন্নতমর্য্যাদা, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণে অদ্বিতীয়। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। তাঁর ধীশক্তি, স্মৃতি শক্তি ও কণ্ঠশক্তি ছিল অভূতপূর্ব এক বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী। তিনি মহান বুজুর্গ, পরহেজগার ও খোদাভীরু আল্লাহর বান্দা ছিলেন। ১৩ই রজব, ২৭৯ হিজরী সনে, সোমবার তিরমিয শহরের ৬ ফরসুঘ দূরে অবস্থিত 'বুগ' নামক স্থানে তিনি ইনতেকাল করেন।

তিনি অনেক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল শামায়েল' (كتاب الشمائل) ও 'জামে তিরমিযী' (جامع ترمذى) গ্রন্থ অধিকতর খ্যাত।

জামে তিরমিযী ঃ

ইমাম বুখারী বিরচিত 'জামে' গ্রন্থখানা সহী হাদীস পরিচয় লাভের প্রধান মৌলিক গ্রন্থ। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম তিরমিযী বিরচিত 'জামে' গ্রন্থখানা হাসান হাদীস পরিচয় লাভের অন্যতম উৎস গ্রন্থ। 'জামে তিরমিযী' হাদীসের বিশুদ্ধতা ও ব্যাপকতা বিচারে সহী বুখারীর স্থান অধিকার করেছে। হাদীসের বিন্যাস ও উত্তম

রচনা শৈলীর দিক দিয়ে 'জামে তিরমিযী' 'সহী মুসলিমের' রীতিতে সজ্জিত। আর আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহ ও ফকীহগণের উপস্থাপিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ বর্ণনায় 'জামে তিরমিযী' 'সুনানে আবু দাউদের' রীতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বাস্তব তাঁর এ গন্থ্যে উপরোল্লেখিত গ্রন্থত্রয়ের বৈশিষ্ঠ্যাবলীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিচারে জামে তিরমিযী অপরাপর হাদীস গ্রন্থসমূহের তুলনায় অধিকতর মর্য্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত।

১. উত্তমরূপে এতে হাদীস সমূহের ক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসের দীর্ঘ সূত্র সমূহকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং দ্বিরুক্তি হাদীস (تكرار) প্রায়ই নেই।

২. এতে বিভিন্ন ফকীহগণের বিভিন্ন মাযহাব ও মতামত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তাদের মতামতের সমর্থনে উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণসমূহের কারণও চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩. এতে সহী, হাসান, যয়ীফ, গরীব, মুয়াল্লাল প্রভৃতি হাদীসসমূহ যোজন করা হয়েছে এবং কোন্‌টি কোন্ প্রকারের হাদীস তার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৪. এতে রাবীদের 'নাম' 'উপাধি' (لقب), 'উপনাম' (كنيت) প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে গ্রন্থখানা রচনা করে হিযায, ইরাক ও খোরাসান তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রথিতযশা অভিজ্ঞ ওলামা ও মাশায়েখের নিকট পেশ করেন, সকলেই এতে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ গ্রন্থের উপযোগীতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্য্যাদা সম্পর্কে সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন। এ গ্রন্থখানা আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বীয় মহিমায় চির ভাস্বর।

শায়খুল ইসলাম ইমাম হারাবী বলেন- 'হাদীস শাস্ত্র হিসেবে ইমাম তিরমিযী এর 'জামে' সংকলনটি সহী বুখারী ও সহী মুসলিম অপেক্ষা অধিক ব্যবহারপোযোগী।

'ইবনুল আরবী' বলেন-

وليس فى قدر كتاب ابى عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة منزمح وعذوبة شرح وفيه اربعة عشر علما على فوائد صنف واسند وصحح واسقم وعدد الطرق وجرح وعدل واسمى واكنى ووصل وقطع واوضح المعمول والمتروك وبين اختلاف العلماء فى الرد والقبول وذكر اختلافهم فى تاويله-

অর্থ- আবু ঈসা ইমাম তিরমিযী (রহঃ) প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় অন্য কোন সমতুল্য কিতাব নেই। এ গ্রন্থের বর্ণনারীতি, সুন্দর ও মধুর। এটার রচনাশৈলী উত্তম ও উন্নত। বিভিন্ন বিষয়ে চৌদ্দ প্রকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এতে। (১) গ্রন্থ প্রণেতা এতে হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। (২) রাবীদের সনদ বা সূত্র পরম্পরা বর্ণনা করেছেন। (৩) হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন। (৪) হাদীসের দূর্বলতা উল্লেখ করেছেন। (৫) হাদীসের বিভিন্ন সূত্র সমূহের উপর আলোচনা করেছেন। (৬) হাদীসের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন। (৭) হাদীসের গুণাগুণ বিচার করেছেন। (৮) বারীর নাম বর্ণনা করেছেন। (৯) বারীর কুনিয়াত বা উপনাম বর্ণনা করেছেন। (১০) হাদীসের পরম্পর ধারাবাহিকতা মিল (اتصال سند) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। (১১) ধারাবাহিকতা ছিন্ন (انقطاع) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। (১২) মামুল (আমলের উপযোগী) কোন্‌টি ও মাতরূক (পরিত্যাজ্য) হাদীস কোন্‌টি, তিনি তা বর্ণনা করেছেন। (১৩) হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও বর্জনের ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ বর্ণনা করেছেন। (১৪) হাদীসের অর্থ উদঘাটনের ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী প্রণীত 'জামে' গ্রন্থটি হাসান হাদীস চিহ্নিত করণের জন্য একটি মৌল উৎস। পূর্ববর্তী যুগের হাদীসবেত্তাগণ সহী ও হাসান হাদীসের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য নির্ণয় করেন নি। ইমাম বুখারী, আলী বিন আল্-মাদিনী প্রমুখগণ সর্বপ্রথম এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ইমাম তিনমিযী (রহঃ) এ আলোচনাকে আরও ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেন। জামে তিরমিযীতে ১৪৬টি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ, ২১১৪টি অনুচ্ছেদ ও৩৮১২টি হাদীস রয়েছে। পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা নিতান্ত কম। দ্বিরুক্ত হাদীসের সংখ্যা কেবলমাত্র ৮৩টি। কেবলমাত্র ১০টি অধ্যায় পুনরুক্ত (تكرار) করা হয়েছে এতে। এ গ্রন্থের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এতে একটি 'সুলাসি' (ثلاثي) হাদীস রয়েছে। তিনটি সূত্রের মাধ্যমে গ্রন্থকার হতে রসুলুল্লাহ পর্যন্ত যে হাদীসটি পৌঁছে তাকে 'সোলাসি' বলা হয়। তিনি এ শর্তের উপর এ গ্রন্থ সংকলন করেন- তিনি এতে এমন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন, যেই হাদীসটি কোন একজন মুজতাহিদের নিকট আমলের যোগ্যতা লাভ করে, যদিও এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা করা হোক না কেন। কাজেই জামে তিরমিযীতে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস আমলের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য। জামে তিরমিযী, সুনানের মর্য্যাদা পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। তাই 'জামে তিরমিযী' 'সুনানে তিরমিযী' নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ।

সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে তিরমিযী এ তিনখানা সুনান গ্রন্থে কোন মওজু হাদীস নেই, যদিও সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সমালোচক ইবনে জাওযী (রহঃ) সুনানে নাসায়ীর অন্তর্ভূক্ত একটি হাদীস, সুনানে আবি দাউদের অন্তর্ভূক্ত ৪টি হাদীস ও জামে তিরমিযীর অন্তর্ভূক্ত ২৩টি হাদীস 'মওজু' (বানোয়াট) বলে মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু তাঁর এ ধারণা ভ্রান্ত। হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) স্বীয় রচিত "আল-কাওলুল হাসান ফীয্ যাবের আনিস সুনান" (القول الحسن فى الذب عن السنن) নামক গ্রন্থে ইবনে জাওযীর উক্তির খন্ডন করেছেন।

জামে তিরমিযীতে যয়ীফ হাদীস রয়েছে। ইমাম তিরমিযী স্বয়ং এ ধরণের হাদীসের দূর্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কতিপয় বিশেষ অভ্যাস, আচার-আচরণেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিস্তারিত জানতে হলে এ ফকীরের রচিত "এলমে হাদীস কে মুবাদিয়াত (علم حدیث کی مبادیات) দেখুন।

জামে তিরমিযীর রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ছয় জন।

১. আবুল আব্বাস বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মাহবুব,
২. আবু সাঈদ হোশাইম বিন কুলাইব শাশী,
৩. আবু যর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম,
৪. আবু মুহাম্মদ হাসান বিন ইব্রাহীম আল্-কাত্তান,
৫. আবু হামেদ আহমদ বিন আবদুল্লাহ,
৬. আবুল হাসান আল্-ওয়াজেরী,

পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথমোক্ত রাবীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ সমধিক বিস্তার লাভ করেছে।

জামে তিরমিযীর বহু শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, যথা-

১. আরেযাতুল আহওয়াযী (عارضة الاحوذى) - ইবনুল আরবী,
২. তোহফাতুল আহওয়াসী (تحفة الاحوذى) - শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী,
৩. আল্-আরফুশ-শাযী (العرف الشذى) - আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী,
৪. আল-লোবাব মা ফীল বাব (اللباب ما فى الباب) - হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)।

তিনি এ গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের সেই উদ্ধৃত হাদীস সমূহ সংকলন করেছেন, যে গুলোর বরাত বা উদ্ধৃতি জামে গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছিল।

ইমাম ইবনে মাজা ঃ

নাম- মুহাম্মদ, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, বংশ তালিকা- মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ বিন মাজা, সম্বোধন সূচক উপাধি- 'আল্-কাযবীনি' (القزوينى), জন্মভূমি- কাজবীন, (দায়লাম অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত), জন্মসন- ২০৯ হিজরী। হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের জন্য তিনি ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর রায় ও হিজায প্রভৃতি শহর পর্যটন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে সফর করে তিনি হাদীস সংকলন করেন। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত ইমাম ও স্বনামধন্য হাফেয। জাব্বারাহ বিন মুগাল্লেছ, ইব্রাহীম বিন মুনযের প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট হতে হাদিস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। আবুল হাসান কাত্বান, ইসা বিন আবহার প্রমুখ হাদীস বিজ্ঞানীগণের নাম তাঁর ছাত্রণের মধ্যে চির অবিস্মরণীয়। ২২শে রামদান, ২৭৩ হিজরী সনে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সুনানে ইবনে মাজা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর রচিত এ সুনান গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত। এটি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র পঠন ও পাঠ দান করা হয়।

সুনানে ইবনে মাজা ঃ

'সুনানে ইবনে মাজা' গ্রন্থে আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রে এটি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত গ্রন্থ। অসংখ্য অধ্যায়ের সজ্জায়ন ও সৌন্দর্য রীতির অনুসরণে লিখিত এ গ্রন্থখানা ইবনে মাজার এক অনবদ্য সৃষ্টি। যথেষ্ট পরিমাণে সহী হাদীস সংকলিত করা হয়েছে এতে। কিন্তু যয়ীফ ও 'মুনকার' হাদীস সমূহও এতে বিদ্যমান।

ইমাম যাহবী বলেছেন- এ গ্রন্থে ত্রিশটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে। তিনি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছেন-

" سنن ابى عبد الله حسن لولا ما كدر من احاديث واهية ليست بالكثيرة "

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা কৃত সুনান গ্রন্থটি উত্তম গ্রন্থ হিসেবে সাব্যস্ত, যদি এতে অল্প সংখ্যক বানোয়াট হাদীসের সংযোজন না হতো।

ইমাম মেজ্জী (রহঃ) বলেন- "مهما انفرد بتخريجه ضعيف"

অর্থ- ইবনে মাজা যখনই এককভাবে কোন একটি হাদীস বর্ণণা করতেন, সেটা যয়ীফ (দূর্বল)।

বিশিষ্ট হাদীস বিজ্ঞানী, আল্লামা হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) এ উক্তির অর্থ বর্ণনাপূর্বক বলেন-

لكن حمله على الرجال اولى واما حمله على الاحاديث فلايصح كما قدمت ذكره من وجود الاحاديث الصحاح والحسان مما انفرد به الخمسة –

অর্থ- যদি ইমাম মেজ্জীর উক্তিটি সুনানে ইবনে মাজার রাবীগণের অর্থে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এ অর্থটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পক্ষান্তরে যদি মেজ্জীর উক্তি সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হাদীস সমূহের অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ অর্থটি যথাযথ ঠিক হবে না। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী এ পাঁচজন ইমাম একক ভাবে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে অনেক 'হাসান', ও 'সহী' বিদ্যমান রয়েছে, এ সম্পর্কে আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

তিনি এভাবে মেজ্জীর উক্তির খন্ডন করেছেন-

وليس الامر كذالك على اطلاقه باستقرائى وفى الجملة فيه احاديث كثيرة منكرة

অর্থ- আমার অনুসন্ধান মতে এ কথা (ইবনে মাজায় এককভাবে বর্ণিত সকল হাদীস যয়ীফ) বলাটা সচরাচর উচিৎ নয়, তবে মোটামোটি ভাবে এ কথা স্বীকার করা যায় যে এতে অনেক 'মুনকার' হাদীসও রয়েছে।

ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) বলেন-

تفرد ابن ماجه باخراج احاديث عن رجال متهمين بالكذب ومرفة الاحاديث

অর্থ- জাল ও মিথ্যা হাদীস রচনার অভিযোগে দায়ী অনেক রাবী বা বর্ণনাকারীগণ থেকে 'ইমাম ইবনে মাজা বহু হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জাওযী (রাঃ) সুনানে ইবনে মাজার ষোলটি হাদীসকে 'মওজু' বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) তাঁর এ উক্তির খন্ডন করেছেন। তবে কাজবীনের ফযীলত সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসটির মওজু সম্পর্কে সকলেই ঐক্যমত পোষন করেছেন। এ কারণে পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদগণ সুনানে ইবনে মাজাকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নি। ফলে বিশিষ্ট হাদীস সমালোচক ইবনুল আছীর স্বীয় বিরচিত 'জামেউল উসুল' গ্রন্থে ইবনে মাজার পরিবর্তে 'মুয়াত্বা' হতে হাদীস নির্বাচন করেছেন। আবার অনেকেই 'সুনানে দারমীকে' সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণ করেছেন। আবুল ফজল বিন তাহের মোকাদ্দেসী (মৃত্যু- ৬০০ হিজরী) সর্বপ্রথম সুনানে ইবনে মাজাকে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ স্থানে শামিল করেন। তিনি যুক্তি

প্রদর্শন করে বলেন যে, সিহাহ সিত্তা প্রণেতাগণের আরোপিত পঞ্চ শর্ত সাপেক্ষে এটি রচিত হয়েছে। অতঃপর পরবর্তীকালের গ্রন্থরচিয়তাগণ সুনানে ইবনে মাজাকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেন। ইমাম বুচিরী (রহঃ) (মৃত্যু- ৮৪০ হিজরী) ইবনে মাজার বর্ণিত সকল সনদসমূহকে উত্তম সৌকর্যে সজ্জিত করেন।

সুনানে ইবনে মাজার ৫টি 'ছোলাছিয়াত' (ثلاثيات) ৩২টি পরিচ্ছেদ, ১৫০০টি অধ্যায়, ৪৩৩৮টি হাদীস রয়েছে। এ সুনানের বিখ্যাত রাবী আবুল হাসান আল্-কাত্তান সূত্রে এ সকল হাদীস সমূহের বহুল প্রচলন ঘটেছে। আল্লামা আলা উদ্দিন মোগলতায়ী সুনানে ইবনে মাজার একটি সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম সুয়ুতী, সিন্দী ও শাহ আবদুল গণি প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ উক্ত গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী সহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মাওলবী ওয়াহিদুজজামান কর্তৃক অনুদিত মুয়াত্বা ও সিহাহ সিত্তার প্রতিটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। হামিদিয়া প্রেস, দিল্লী কর্তৃক সিহাহ সিত্তা ও মিশকাত শরীফের স্বতন্ত্র উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সিহাহ সিত্তা প্রণেতাগণ ব্যতীত তৃতীয় যুগের কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বিজ্ঞানী ঃ

১. ***ইমাম দারমী ঃ*** আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ফজল আস্-সামারকান্দী (রহঃ), জন্ম- ১৮১ হিজরী, মৃত্যু- ২৫৫ হিজরী, তিনি 'সুনান' গ্রন্থের রচয়িতা। ইমাম দারমীর 'সুনান'কে 'মুসনাদে দারমী'ও বলা হয়। অনেকেই সুনানে ইবনে মাজার স্থলে এটাকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কেননা এতে সুনানে ইবনে মাজার তুলনায় যয়ীফ হাদীসের সংখ্যা নিতান্ত কম। তবে 'মুরসাল' ও 'মুনকাতে' হাদীস সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এ সুনানটি মিসর ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

২. ***ইমাম মুহলী ঃ*** হজরত মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া (রহঃ), মৃত্যু- ২৫৮ হিজরী, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হাফেযে হাদীস, 'বিষ' বিশেষজ্ঞ ও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন।

৩. হজরত আবু মুসলিম আল্-কাশি (রহঃ), মৃত্যু- ২৬২ হিজরী, তিনি হাদীস শাস্ত্রে 'সুনান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এ সুনান গ্রন্থে অনেক সোলাসিয়াত (ثلاثيات) হাদীস ও রয়েছে।

৪. হজরত ইয়াকুব বিন শায়বা বিন সালত (রহঃ), মৃত্যু- ২৬২ হিজরী, তিনি 'আল্-মুসনাদুল কাবীর' গ্রন্থের রচিয়তা।

৫. আল্-মুজান্নী ঃ হজরত আবু ইব্রাহীম ইসমাইল বিন ইয়াহিয়া আল্-মুজান্নী (রহঃ), জন্ম- ১৭৫ হিজরী, মৃত্যু- ২৭৪ হিজরী। তিনি ইমাম শাফেয়ীর ঘনিষ্ট সহচর, শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন।

৬. হজরত আবু হাতেম রাজী (রহঃ)। জন্ম- ১৯০ হিজরী, মৃত্যু- ২৭৭ হিজরী, তিনি হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞান (فن جرح وتعديل) এর বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। হাদীস সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের জন্য তিনি পায়ে হেঁটে দুই হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। হাদীসে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাবলী রয়েছে।

৭. ***আল্-মুকারবী*** ঃ হজরত আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন আলী আল্-মুকাররী (রহঃ), মৃত্যু- ২৮১ হিজরী, তিনি ইস্পেহানের প্রখ্যাত হাদীস বিজ্ঞানী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি 'মুয়াজ্জমে কবীর' নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন।

৮. হজরত আবু মুহাম্মদ হারিস বিন উসামা (রহঃ), মৃত্যু- ২৮২ হিজরী, হাদীসে তাঁর একটি মুসনাদ রয়েছে।

৯. হজরত মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন রাজা আস্-সিন্দী (রহঃ), মৃত্যু- ২৮৬ হিঃ। হাদীস শাস্ত্রে তিনি একটি সহীহ কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর ছাত্র।

১০. হজরত ইবনে আবি আসিম আজ-জাহেরী (রহঃ), মৃত্যু- ২৮৭ হিজরী, তাঁর উপাধি 'আল্-হাফেযুল কবীর', তিনি ইস্পেহানের কাযী ছিলেন।

১১. হজরত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসলাম ইস্পেহানী (রহঃ), মৃত্যু- ২৯১ হিজরী। তিনি ইস্পেহান নগরীর জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি মুসনাদ গ্রন্থের প্রণেতা।

১২. ***আল্-বাজ্জার*** ঃ হজরত আবু বকর আহমদ বিন ওমর বিন আবদুল খালেক আল-বাজ্জার (রহঃ), মৃত্যু- ২৯২ হিজরী, 'মুসনাদে বাজ্জার' হাদীস শাস্ত্রে এটি তাঁর অনন্য অবদান।

১৩. হজরত আবদান বিন মুহাম্মদ বিন ইসা (রহঃ), মৃত্যু- ২৯৩ হিজরী। হাদীসে তিনি 'মুয়াত্ত্বা' প্রভৃতি গ্রন্থ সংকলন করেন।

১৪. ***ইবনে মান্দা*** ঃ হজরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া, মৃত্যু- ৩০১ হিজরী, 'তারিখে ইস্পেহান' গ্রন্থের রচিয়তা।

১৫. হজরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন ইসহাক নিশাপুরী, মৃত্যু- ৩০৩ হিজরী তিনি সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এর সুযোগ্য শিষ্য। 'তাফসীরে কবীর' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন।

১৬. হজরত আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী আল্-মুসেলী (রহঃ)। তিনি স্বনামধন্য হাদিসবেত্তা ইয়াহিয়া বিন মুঈন এর ঘনিষ্ট সহচর। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর 'মুসনাদে কবীর', 'মুয়াজ্জম' প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ।

১৭. ***ইবনুল জারুদ*** ঃ হজরত আবদুল্লাহ বিন আলী (রহঃ), ৩০৭ হিজরী। তিনি আস্-সহীহুল মুনতাকা' (الصحيح المنتقى) গ্রন্থের রচিয়তা।

১৮. ***আত্-তাবরী*** ঃ হজরত আবু জাফর ইবনে জারীর তাবরী (রহঃ), জন্ম- ২২৪ হিজরী, মৃত্যু- ৩১০ হিজরী। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদীস বিজ্ঞানী ও তাফসিরকার। 'তাফসীরে ইবনে জারীর তাবরী', 'তাহযীবুল আছার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

১৯. ***আদ-দৌলাবী*** ঃ হজরত আবু বশর মুহাম্মদ বিন আহমদ আদ-দৌলাবী, মৃত্যু- ৩১০ হিজরী, 'কিতাবুল কুনা' গ্রন্থের রচিয়তা।

২০. হজরত আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ বিন বুজাইর আল্-হামদানী (রহঃ), জন্ম- ২২৩ হিজরী, মৃত্যু- ৩১১ হিজরী, মা-ওয়ারান-নাহার (ماوراء النهر) অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন।

২১. ***ইবনে খোযায়মা*** ঃ হজরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহঃ), জন্ম- ২২৯ হিজরী, মৃত্যু- ৩১১ হিজরী, 'সহী ইবনে খোযায়মা' (صحيح ابن خزيمة) গ্রন্থ প্রণেতা। হাদীস শাস্ত্রে একশত চৌদ্দটিরও অধিক তাঁর গ্রন্থাবলী রয়েছে।

২২. হজরত আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক (রহঃ), মৃত্যু- ৩১১ হিজরী, হাদীসে তাঁর একটি 'সহী' কিতাব রয়েছে।

২৩. হজরত আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবি হাতেম, মৃত্যু- ৩২৭ হিজরী, তিনি 'মুসনাদ', 'কিতাবুল কুনা ওয়াল মারাসীল' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর রচিয়তা।

২৪. ***ইমাম তাহাবী*** ঃ হজরত আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ (রহঃ), হানাফী মাযহাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট পন্ডিত ইব্রাহীম আল্-মুজান্নীর ছাত্র। জীবনের প্রথম দিকে তিনি শাফেয়ী মতাবলম্বী ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি হানাফী মাযহাব অবলম্বন করেন। জন্ম- ২৩৯ হিজরী, মৃত্যু- ৩১১ হিজরী।

হাদীস বিজ্ঞানে ইমাম 'তাহবী'র দুটি শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য গ্রন্থ রয়েছে ঃ

(ক) 'শরহে মায়ানীল আছার' (شرح معانى الآثار)। তিনি এতে পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহ ও আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহ সন্নিবেশিত করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের উপর ব্যাপক আলোচনা, পর্য্যালোচনা ও গবেষণা করার পর মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি এতে এ গুলোর সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক কয়েকটি মত থেকে কেবলমাত্র একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রে এটা একটি অতি উত্তম ও উন্নত গ্রন্থ। জ্ঞানী ও সুধী সমাজে এ গ্রন্থখানা বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত।

(খ) 'শরহে মুশকিলুল আছার' (شرح مشكل الآثار)। তিনি এতে বর্ণিত পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহের সমন্বয় সাধন করে শুধুমাত্র একটি মতকে (হানাফী মাযহাবের আলোকে যে মতটি গৃহীত) অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। দূর্বোধ্য, কঠিন ও জটিল হাদীস সমূহের সহজ, সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যা দানে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

২৫. হজরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আবি হাতিম ওয়াররাক (রহঃ), মৃত্যু- ৩৩০ হিজরী।

২৬. হোসাইন বিন ইসমাইল আল্-কাযী আল্-হাফেয, মৃত্যু- ৩৩০ হিজরী, তাঁর অনুষ্ঠিত হাদীসের মজলিসে দশ সহস্র লোক অংশ নিতেন।

২৭. হজরত ইবনে আবিল আওয়াম আস্-সা'দী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৩৫ হিজরী, 'মুসনাদে আবি হানীফা' গ্রন্থের সংকলক।

২৮. হজরত আবু মুহাম্মদ আল্-হারেসী (রহৎ), মৃত্যু- ৩৪০ হিজরী, 'মুসনাদে আবি হানীফা' (مسند ابى حنيفه) এর সংকলক।

২৯. হজরত আবুল কাসেম বিন আসবুগ আল্-কুরতুবী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৪০ হিজরী 'কিতাবুল নাসেখ ওয়াল মানসুখ' (كتاب الناسخ و المنسوخ) গ্রন্থ প্রণেতা।

৩০. হজরত হাফেজ আবদুল বাকী (রহঃ)। মৃত্যু- ৩৫০ হিজরী। হাদীসে তাঁর বহু কিতাব রয়েছে।

৩১. ***ইবনুস সাকান ঃ*** হজরত আবু আলী সাঈদ বিন ওসমান (রহঃ), মৃত্যু- ৩৫৩ হিজরী, 'আস্-সহীহুল মুনতাকা' (الصحيح المنتقى) গ্রন্থের রচিয়তা।

৩২. ***ইবনে হিব্বান ঃ*** হজরত আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান (রহঃ) আল্-বুস্তী (রহঃ), হাদীসে তাঁর একটি সহী গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যু- ৩৫৪ হিজরী।

৩৩. হজরত আবু আলী ইসমাইল বিন কাসেম (রহঃ)। মৃত্যু- ৩৫৬ হিজরী, 'গরীবুল হাদীস' (غريب الحديث) ও 'কিতাবুল তারীখ' গ্রন্থদ্বয়ের রচিয়তা।

৩৪. ***ইমাম তিবরানী ঃ*** হজরত আবুল কাসেম সোলায়মান বিন আহমদ (রহঃ), জন্ম- ২৬০ হিজরী, মৃত্যু- ৩৬০ হিজরী, 'মুয়াজ্জমে সাগীর', 'মুয়াজ্জমে আওসাত' ও 'মুয়াজ্জমে কবীর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি এক হাজার ওলামা ও মাশায়েখ এর নিকট হতে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৩৫. ***হজরত ইবনুছ ছুন্নী ঃ*** আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আদ-দীনুরী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৬৪ হিজরী, 'আমলুল ইয়াউমে ওয়াল লায়লাহ্' (عمل اليوم و الليلة) গ্রন্থের রচিয়তা ও 'সুনানে নাসায়ী' এর সুপ্রসিদ্ধ রাবী।

৩৬. ***ইবনে আদ্দী ঃ*** হজরত আবু আহমদ আবদুল্লাহ (রহঃ), জন্ম- ২৭৭ হিজরী, মৃত্যু- ৩৬৫ হিজরী, তিনি 'আল্-কামেল' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন।

৩৭. হজরত আবু বকর আল্-জাচাচ আর-রাজী আল্-হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৭০ হিজরী 'আহকামুল কুরআন' (احكام القران) গ্রন্থের রচিয়তা।

৩৮. হজরত আবু নসর কালাবাজী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৭৮ হিজরী, 'রিজালে বুখারী' প্রণেতা।

৩৯. ***ইবনে শাহীন ঃ*** হজরত আবু হাফস ওমর বিন আহমদ (রহঃ), মৃত্যু- ৩৮৫ হিজরী 'মুসনাদ', 'মুয়াজ্জম' ও 'আত্-তারগীব' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৪০. ***ইমাম খাত্তাবী ঃ*** হজরত আবু সোলায়মান আহমদ (রহঃ), মৃত্যু- ৩৮৮ হিজরী, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। তম্মধ্যে 'মুয়ালেমুস সুনান শরহে আবি দাউদ (معالم السنن شرخ ابى داؤد), 'এ'লামুস সুনান শরহে বুখারী (اعلام السنن), "ইসলাহো আ'গলাতির মুহাদ্দেসীন" (اصلاح اغلاط المحدثين) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৪১. ***ইবনে মান্দা ঃ*** হজরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইস্পেহানী (রহঃ) মৃত্যু- ৩৯৫ হিজরী, 'মা'রেফাতুস সাহাবা' গ্রন্থ প্রণেতা।

৪২. ***ইবনে জমী ঃ*** হজরত মুহাম্মদ বিন আহমদ গাচ্ছানী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০২ হিজরী। হাদীসে তাঁর একটি 'মুয়াজ্জম' রয়েছে।

৪৩. ***ইমাম হাকেম ঃ*** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল হাকেম (রহঃ), মৃত্যু- ৪০৫ হিজরী। তিনি দুই হাজার প্রথিতযশা ওলামা ও মাশায়েখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রণীত 'আল্-মুস্তাদরাক আলাস

সহীহাইন' (المستدرك على الصحيحين) বিশ্বব্যাপী আলোড়িত ও জগতখ্যাত, যদিও এ কিতাবখানা সহী হাদীস সমূহের সংকলন বটে। তবে এতে অনেক যয়ীফ ও মওজু হাদীসও রয়েছে। ইমাম হাকেম (রহঃ) এ গুলোকে 'সহী' বলেছেন। কথিত আছে যে, ইমাম হাকেম (রহঃ) হাদীস সমূহের সহীও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুবেই শীতলতা ও নমনীয়তা প্রদর্শন অবলম্বন করেছেন। কাজেই ইমাম হাকেম রচিত 'মুস্ত াদরাক' গ্রন্থে যে সকল হাদীস সম্পর্কে 'সহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর এ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই হাদীস সম্পর্কে হাদীস সমালোচক ইমাম যাহবীর উক্তি বা মন্তব্য পাওয়া যাবে না। ইমাম যাহবী (রহঃ) 'আল্-মুস্তাদরাক' গ্রন্থখানাকে সংক্ষেপ করেছেন এবং এর পাশাপাশি তিনি ইমাম হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহের সমালোচনাও করেছেন।

৪৪. রামহরমুজী ঃ হজরত আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মুহাম্মদ (রহঃ), মৃত্যু- ৪০৫ হিজরী বহু গ্রন্থ প্রণেতা, হাদীস শাস্ত্রের মুলনীতি (اصول حديث) বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম তিনি কিতাব রচনা করেন।

৪৫. হজরত আবু বকর আবদুর রহমান শিরাজী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০৭ হিজরী, 'আল্-ক্বাবুর রুওয়াত' (القاب الرواة) গ্রন্থের রচিয়তা।

৪৬. হজরত আবু মুহাম্মদ আবদুল গণি বিন সাঈদ আল্-আজদী, তিনি মিসরের শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ছিলেন। জন্ম- ৩৩২ হিজরী, মৃত্যু- ৪০৯ হিজরী। হাদীসে 'আদাবুল মুহাদ্দেসীন' (اداب المحدثين) নামে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।

৪৭. হজরত আবু নঈম আহমদ বিন আবদুল্লাহ ইস্পেহানী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৩০ হিজরী, তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' (حلية الاولياء) ও 'দলায়েলুন নাবুওয়াত' (دلائل النبوة) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৪৮. ইমাম খলীলী ঃ হজরত কাযী আবু ইয়ালা আল খলীল বিন আবদুল্লাহ আল্-হাসানী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৪৬ হিজরী, 'ইরশাদ ফী মারেফাতিল মুহাদ্দেসীন' (ارشاد فى معرفة المحدثين) গ্রন্থের রচিয়তা।

৪৯. শায়খ ইসমাইল লাহোরী (রহঃ)। মৃত্যু- ৪৪৮ হিজরী, গজনী যুগে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি লাহোরে ইলমে হাদীসের জ্ঞান বিস্তার করেন। (তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ)।

৫০. ইবনে হাযম ঃ হজরত আবু মুহাম্মদ আলী বিন সাঈদ আজ-জাহেরী (রহঃ)। মৃত্যু- ৪৫৬ হিজরী। 'আল্-ফাসলুল মাহাল্লী' (الفصل المحلى), 'আল্-জামেউস সহীহ' (الجامع الصحيح) প্রভৃতি তাঁর অতি মূল্যবান কিতাব।

৫১. ইমাম বায়হাকী ঃ হজরত আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৫৮ হিজরী। তিনি অসংখ্য কিতাব প্রণয়ন করেছেন। 'আস্-সুনানুল কুবরা' (السنن الكبرى) 'শোয়াবুল ইমান' (شعب الايمان), 'দলায়েলুন নবুওয়াত' (دلائل النبوة) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৫২. ইমাম দারকুতনী ঃ হজরত আবুল হাসান আলী বিন ওমর, মৃত্যু- ৪৬০ হিজরী। 'কিতাবুল এলাল' (كتاب العلل), 'সুনানে দারকুতনী' (سنن دارقطنى) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। হাদীসের দোষ-ত্রুটি বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

৫৩. আল্-খাতীব ঃ হজরত আবু বকর আহমদ বিন আলী আল্-বাগদাদী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৬৩ হিজরী। 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থের রচিয়তা।

৫৪. ইবনে মান্দা ঃ হজরত আবুল কাসেম আবদুর রহমান (রহঃ), ৪৭০ হিজরী। তিনি ইস্পেহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন।

৫৫. জাঞ্জানী ঃ হজরত সা'দ বিন আলী বিন মুহাম্মদ। মৃত্যু- ৪৭১ হিজরী, হাদীসে তাঁর একটি 'মুসনাদ' রয়েছে।

৫৬. হজরত আবু ওমর ইউসুফ বিন আবদুল বার (রহঃ)। মৃত্যু- ৪৬৩ হিজরী, 'আল্-ইস্তেয়াব', 'কিতাবুল ইলম' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৫৭. হজরত আবুল ওয়ালিদ আল্-রাজী সোলায়মান বিন খালাফ (রহঃ)। মৃত্যু- ৪৭৪ হিজরী 'কিতাবুল মুনতাকা', 'কিতাবুত তাদীল ওয়াত তাজবীহ' (كتاب التعديل والتجريح فيمن روى عنه فى الصحيح) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৮. আল্-হোসাইদী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু নসর (রহঃ), মৃত্যু ৪৮৮ হিজরী। 'আল্-জামেউ বায়নাম সহীহাইন' গ্রন্থের রচিয়তা।

৫৯. হাকীম তিরমিযী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান (রহঃ)। মৃত্যু- ৫০৫ হিজরী, 'নাওয়াদেরুল উসুল' গ্রন্থ প্রণেতা।

৬০. হজরত আবু মুহাম্মদ হাসান বিন আহমদ সামারকান্দী আল্-হাফেয আল্-হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৯১ হিজরী, 'বাহরুল আছানীদ' (بحر الاسانيد) গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর এ কিতাব সম্পর্কে 'মিফতাহুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণিত-

" جمع فيه مائة الف حديث رتبه وهذبه ويقال انه لم يقع فى الاسلام مثله "

অর্থ- 'তিনি এতে এক লক্ষ হাদীস সংকলন করেছেন এবং তিনি এতে তা সুন্দরভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছেন। কথিত আছে- গোটা মুসলিম জাহানে এ কিতাবের ন্যায় এ যাবৎ অন্য কোন কিতাব লেখা হয় নি।'

চতুর্থ যুগ

[এ যুগ হাদীস সমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন, দীর্ঘসূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহের সংক্ষিপ্তকরণ, সুসংঘবদ্ধভাবে হাদীস সমূহের বিন্যাস ও সজ্জায়নের যুগ। হিজরী ৬ষ্ঠ শতক হতে শুরু করে এখন পর্যন্ত এ যুগ বিদ্যমান।]

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীব্যাপী হাদীসের সংগ্রহ অভিযান, গ্রন্থ প্রণয়ন, সংকলন তৈরী ও হাদীসের যাচাই-বাছাই ও নির্বাচনের কাজ চূড়ান্তরূপ লাভ করে। সহী কিংবা দূর্বল, সব ধরণের হাদীস সমূহ সনদ সহকারে গ্রন্থবদ্ধ করা হয় এ যুগে। হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবন বৃত্তান্ত (اسماء الرجال) বিষয়ে হেফজ ও লিখনের ধারা পূর্ণমাত্রায় অগ্রগতি সাধিত হয়। হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা যাচাইয়ের জন্য সনদ বিচারের নীতিমালা উন্নীত হয়। হাদীসের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার চরম উন্মেষ ঘটে। কাজেই হাদীস সংরক্ষণের নিমিত্ত হাদীসের স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই বল্লে চলে। কেননা প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন রাবীদের নিকট হতে হাদীস সমূহ সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর সনদ সহকারে কতিপয় হাদীস গ্রন্থও সংকলিত হয়েছে। বিশ্বনবীর যুগ থেকে শুরু করে প্রায় হিজরী পাঁচ শতাব্দীব্যাপী এত দীর্ঘ সময়ে বিশেষ বিশেষ হাদীসের সূত্র সমূহও কণ্ঠস্থ করে রাখা রীতিমত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে বিভিন্ন কিতাব থেকে হাদীস সমূহ যাচাই-বাছাই করে হাদীসের সংকলন তৈরী করা হয়, অতি উত্তমরূপ এগুলোর বিন্যাস ও সম্পাদনা করা হয়। দীর্ঘসূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। হাদীসের দূর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ সকল তৎপরতা অব্যাহত থাকে এ যুগে। সনদ লেখার পরিবর্তে হাদীসের মতন লেখার পর ইঙ্গিতে কিংবা সরাসরি ভাবে গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা, অথবা প্রায়শঃ হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা বিচারপূর্বক সনদের অবস্থা উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। এ যুগে হাদীসের গ্রন্থসমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়। সনদ ছাটাই করে বিভিন্ন গ্রন্থ হতে নির্বাচিত হাদীস সমূহের সংকলন প্রণয়ন করা হয়।

'মুখতাচার' (সার-সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ) ও 'শরাহ' (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) সম্পর্কে 'সিহাহ সিত্তার' আলোচনা পর্বে যত সামান্য ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সবিস্তারে জানার জন্য কাশফুজ জুনুন, ইত্তেহাফুন নোবালা, তারিখুস সুন্নাহ, ইলমে হাদীস কে মুবাদিয়াত (علم حدیث کی مبادیات) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এখানে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস সংকলন সমূহের আলোচনা বিধৃত হলো, যথা-

'সহীহাইনে'র হাদীস একত্রায়ন (جمع بين الصحيحين) ঃ

হাদীসবেত্তাগণ সহীহাইন (সহী বুখারী ও সহী মুসলিম) থেকে হাদীস সংগ্রহ করে হাদীসের পৃথক পৃথক সংকলন তৈরী করেছেন। এ পর্যায়ে কতিপয় সুপরিচিত হাদীস সংকলক বা গ্রন্থ প্রণেতাগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা-

১. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল্-জাওযাকী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৮৮ হিজরী।

২. হজরত ইসমাঈল বিন আহমদ আল মারূফ ঃ ইবনুল ফুরাত (রহঃ), মৃত্যু- ৪১৪ হিজরী।

৩. হজরত আহমদ আল-খাওয়ারেজমী আল্-বারকানী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৩৫ হিজরী।

৪. হজরত মুহাম্মদ বিন আবি নসর আল্-হোমাইদী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৮৮ হিজরী।

৫. হজরত হোসাইন বিন মসউদ আল্-বাগারী (রহঃ), মৃত্যু- ৫১৬ হিজরী।

৬. হজরত মুহাম্মদ বিন আবদুল হক আল্-আশবেলী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৮২ হিজরী।

৭. হজরত আহমদ বিন মুহাম্মদ আল্-কুরতুবী; ইবনে আবিল ইজ্জাহ্ (রহঃ), মৃত্যু- ৬৪২ হিজরী।

৮. হজরত শায়খ হাসান লাহোরী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫০ হিজরী।

তাঁর রচিত "মাশারেকুল আনওয়ার" (مشارق الانوار) একটি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'সহীহাইন (সহী বুখারী ও সহী মুসলিম) ও অন্যান্য সহী গ্রন্থ থেকে হাদীস নির্বাচন করে তিনি এ সংকলন তৈরী করেন। আর বহু শতাব্দীব্যপী এ কিতাবটি ভারতবর্ষের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত। এ কিতাবের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রণীত হয়েছে।

সিহাহ সিত্তার নির্বাচিত হাদীস সংকলন (الجمع بين الكتب الستة) ঃ

হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন সময়ে সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ মুয়াত্বা, সহী বুখারী, সহী মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযী থেকে হাদীস নির্বাচন ও সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র সংকলন তৈরী করেছেন। আবুল হাসান আহমদ বিন রজীন

ইবনে মুয়াবিয়া আল্-আবদী আস-সারকাসতী (রহঃ), মৃত্যু- ৫২ হিজরী, সিহাহ সিত্তা হতে হাদীস নির্বাচন করে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র সংকলন রচনা করেন। কিন্তু তাঁর এ গ্রন্থখানার সম্পাদনা ও বিন্যাস পদ্ধতি (ترتيب) উন্নত ছিল না, তাঁর সজ্জায়ন (تهذيب) উত্তম হয়নি। তিনি এতে অনেক নিজস্ব রিওয়াতসমূহ যোজনা করেছেন। এতে এমন অনেক হাদীসও তিনি সন্নিবেশিত করেছেন, যেগুলো অপরাপর সিহাহ সিত্তা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। রজীনের পর আবুস সাদাত, মুবারক বিন মুহাম্মদ ইবনুল আছীর (রহঃ), মৃত্যু- ৬০৬ হিজরী, উত্তমরূপে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে সিহাহ সিত্তা থেকে সংগৃহীত হাদীস সমূহের সমন্বয়ে আর একটি চমৎকার সংকলন (جامع) প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থের নাম রেখেছেন "জামেউল উসুল মিন আহাদিছির রাসুল" (جامع الاصول من احاديث الرسول)। অতঃপর আবদুর রহমান বিন আলী আল মারুফ; ইবনুদ দীবা আশ্শায়বানী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৪৪ হিজরী উক্ত 'জামেউল উসুল' গ্রন্থখানার তালখীচ বা সংক্ষেপ করে 'তায়সীরুল উসুল ইলা জামেয়েল উসুল' (تيسير الوصول الى جامع الاصول) নামকরণ করেছেন। বিশিষ্ট হাদীসবিজ্ঞানী, মুহাম্মদ মিরওয়াজী (রহঃ) মৃত্যু- ৬৮২ হিজরী ও হিবাতুল্লাহ আল্-হামাবী (রহঃ), মৃত্যু- ৭১৮ হিজরী আলোচ্য 'জামেউল উসুল' গ্রন্থখানার সংক্ষেপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবদুল হক বিন আবদুর রহমান আল্ আশবেলী ইবনুল খারাত, কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ আল্-মিলকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সিহাহসিত্তা থেকে হাদীস সংগ্রহ করে বিপুল সংখ্যক সংকলন তৈরী করেছেন।

সাধারণ 'জাওয়ামে' (عام جوامع) ঃ

এ পর্য্যায়ে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। হাদীসবেত্তাগণ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে স্বতন্ত্র সংকলন তৈরী করেন। নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ জামে গ্রন্থের নাম ও পরিচয় পেশ করা গেল, যথা-

১. "জামেউল মাছানীদ ওয়াল আলকাব' (جامع المسانيد والالقاب)। আবুল ফরজ আবদুর রহমান বিন আলী আল্-জাওয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৯৭ হিজরী, এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ সংকলনটি সহীহাইন, মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী হতে সংগৃহীত ও নির্বাচিত হাদীস সমূহের সমন্বয়ে তিনি তৈরী করেন।

২. 'জামেউল মাসানীদ' (جامع المسانيد)। কৃত- হাফেজ ইসমাঈল বিন কাছীর (রহঃ), মৃত্যু- ৮৪৭ হিজরী, তিনি সহীহাইন (সহী বুখারী ও সহী মুসলিম), সুনানে আরবাআ (সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজা), মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে, বাজ্জার, ইমাম তিবরানীর রচিত মুয়াজমে

সালাসা, (মুয়াজ্জমে কবীর, 'মুয়াজ্জমে আউসাত' ও 'মুয়াজ্জমে সাগীর') থেকে হাদীস সংগ্রহ করে এ সংকলনটি রচনা করেন।

৩. 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (مجمع الزوائد)। গ্রন্থ প্রণেতা- আবুল হাসান নুরুদ্দিন আল-হাইছুমী (রহঃ)। মৃত্যু- ৮০৭ হিজরী। তিনি ইবনুল আছীরের প্রণীত 'জামেউল উসুলের' উপর মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে বাজ্জার, মুয়াজমে সালাসা (কৃত- ইমাম তিবরানী (রহঃ)) হতে সংগৃহীত হাদীস সমূহ অতিরিক্ত ও বর্ধিতাকারে সংযোজন করেছেন। গ্রন্থখানা দশ খন্ডের সমন্বয়ে প্রকাশিত।

৪. 'জমউল ফাওয়ায়েদ' (جمع الفوائد)। এ গ্রন্থটি মুহাম্মদ বিন সোলায়মান আল্-ফারেসী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৯৪ হিজরী কর্তৃক প্রণীত। গ্রন্থপ্রণেতা 'জামেউল উসুল' ও 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদের' সহিত 'সুনানে ইবনে মাজা' ও 'সুনানে দারসী' হতে অনেক সংগৃহীত হাদীস সংযোজন করেছেন। বস্তুত এ সংকলনটি ১৪টি হাদীস গ্রন্থের সমষ্টি। এটি একটি উত্তম, উন্নত ও উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। এটি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

৫. 'মাসাবীহুস সুন্নাহ (مصابيح السنة)। রচয়িতা- ইমাম হোসাইন বিন মসউদ আল্-বাগাবী (রহঃ), মৃত্যু- ৫১৬ হিজরী। তিনি সিহাহ সিত্তা হতে হাদীস সংগ্রহ করে এ সংকলনটি তৈরী করেন। এতে তিনি হাদীসের উৎস অর্থাৎ গ্রন্থের উদ্ধৃতি বা বরাত প্রদান করেননি, হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি প্রতিটি অধ্যায় (باب) কে দুটি পরিচ্ছেদে (فصل) বিভক্ত করে প্রথম পরিচ্ছেদে সহী হাদীসসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছদে হাসান হাদীস সমূহ সন্নিবেশিত করেন। এতে সর্বমোট ৪৪৮৪টি হাদীস রয়েছে। গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘদিনব্যাপী এটি মুসলিম সমাজের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত ছিল।

৬. 'মিশকাতুল মাসাবীহ' (مشلوة المصابيح)। কৃত- মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল্-খাতীব আত-তিররিজী (রহঃ)। মৃত্যু- ৮০০ হিজরী, এ গ্রন্থটি 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' (مصابيح السنة) এর বর্ধিত সংস্করণ ও নতুনরূপ। এতে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের নাম ও হাদীসের উৎসস্থল (مخرج) এর নাম প্রতিটি হাদীসের সহিত জুড়ে দেয়া হয়। বর্ধিত হাদীসসমূহের বিন্যাস ও সজ্জায়নের জন্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ (فصل ثالث) সংযোজন করেন। এটি সর্বকালের ব্যবহারপোযোগী ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দীর্ঘকাল ব্যাপী এ গ্রন্থখানা সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ইমাম তীবী (امام طيبى) কৃত- মিশকাত শরীফের শরাহ, মোল্লা আলী ক্বারী মৃত 'মিরকাতুল মাফাতীহ', শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস

দেহলবী কৃত- আল্-লোময়াত' (আরবী) ও 'আশিয়াতুল লোময়াত' (اشعة اللمعات) (ফার্সী) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। উর্দু ভাষায় এর বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তম্মধ্যে নাওয়াব কুতুবুদ্দিন বিরচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মাজহারে হক' সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য।

৭. 'জমউল জাওয়ামে' (جمع الجوامع)। কৃত- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ)। মৃত্যু- ৯১১ হিজরী, এটা হাদীসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। তিনি শতাধিক গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে হাদীসের এ সুবিশাল বিশ্বকোষটি (جامع) রচনা করেন। তিনি এতে সকল গ্রন্থের হাদীসসমূহ একত্রে সংকলন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু স্বীয় জীবদ্দসায় তিনি তা, সমাপ্ত করতে সক্ষম হন নি। মিসরীয় আলেমগণ 'জমাউল জাওয়ামে' এর পাদটীকা 'আল জামেউল আজহার' (الجامع الازهر) নামে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশেষজ্ঞ, শায়খ আলী মুত্তাকী (রহঃ) মৃত- ৯৫৫ হিজরী 'জমউল জাওয়ামে' কে উত্তমরূপে সজ্জিত করেন এবং সুন্দর পরিপাটি সহকারে এটার বিন্যাস করেন। এ নতুন সংস্করণটির নাম রাখা হয় 'কানযুল উম্মাল' (كنز العمال)। উক্ত কিতাবখানা ৮ খন্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৮. 'জামে সগীর' (جامع صغير)- এ কিতাবটিও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত। এটা সংক্ষেপে বর্ণিত হাদীস সমূহের এক ব্যাপক সমষ্টি। গ্রন্থ প্রণেতা স্বীয় বিরচিত 'জমউল জাওয়ামে' গ্রন্থ হতে হাদীস নির্বাচন করে এ সংকলনটি তৈরী করেন। আল্লামা আজীজী (রহঃ) 'জামে সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে এটার নামকরণ করেন 'আস-সীরাজুম মুনীর' (السراج المنير)। আল্লামা সুনাদী কর্তৃক রচিত এ কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

৯. 'ইত্তেহাফুল খেয়ারাহ' (اتحاف الخيره)। রচিয়তা- ইমাম আহমদ বিন আবু বকর আল বুসীরী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৪২ হিজরী। গ্রন্থ প্রণেতা সিহাহ সিত্তার হাদীসের সহিত 'মাসানীদে আশরাহ' (১০ খানা মুসনাদ গ্রন্থ) থেকে হাদীস সংগ্রহ করে অতিরিক্ত হাদীস সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। 'মাসনীদে আশরাহ্' (مسانيد عشره) বলতে এতে (১) মুসনাদে তায়ালিসী, (২) মুসনাদে হোমাইদী (৩) মুসনাদে মুসাদ্দাদ (৪) মুসনাদে ইবনে আবি ওমর (৫) মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (৬) মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা (৭) মুসনাদে আহমদ বিন মুনীয় (৮) মুসনাদে আবদুল হামীদ (৯) মুসনাদে হারিছ বিন মুহাম্মদ ও (১০) মুসনাদে আবু ইয়ালা মুসেলী গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে। মূলত এতে রয়েছে উপরোক্ত ১৬টি কিতাবের সংকলিত হদীস সমুদয়ের অপূর্ব সম্মিলন।

১০. 'আত্-তারগীর ওয়াত্-তারহীব' (الترغيب والترهيب), কৃত- শায়খ আবদুল আযীয আল্-মুনযেরী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৩৪ হিজরী। বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগৃহীত 'তারগীব' (সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দান) ও 'তারহীব' (খারাপ কাজে ভয় প্রদর্শন করা) বিষয়ক হাদীস সমূহের শ্রেষ্ঠ সংকলন।

১১. 'আল-হিসনু আল হাসীন' (الحصن الحصين), কৃত- শায়খ শামসুদ্দিন আল-জুজরী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৩৪ হিজরী, এতে রয়েছে হাদীসের আলোকে বর্ণিত যিকির, আযকার ও দোয়া সমূহের অপূর্ব সমাহার। বিশ্ব বরেণ্য হাদীস বিজ্ঞানী মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) টীকা টিপ্পনী সম্বলিত এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

১২. 'রিয়াদুছ ছালেহীন' (رياض الصالحين), কৃত- ইমাম ইয়াহিয়া বিন শরফুদ্দিন আন্-নাববী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৭৬ হিজরী। আখলাক ও ফযায়েল বিষয়ক হাদীস সমূহের অপূর্ব সংকলন। ইমাম নববী (রহঃ) কেবল যিকির আযকার বিষয়ে হাদীসের একটি শ্রেষ্ঠ ও উচ্চাঙ্গের কিতাব রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন 'কিতাবুল আযকার' (كتاب الاذكار)। মৃত্যু- ১০৫৭ হিজরী। ইবনে আল্লানী উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন।

আহকাম বিষয়ক সংকলন (جوامع احكام) ঃ

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন কিতাব হতে হাদীস সংকলন করে শরীয়তের আহকাম সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ পর্য্যায়ে যে সকল গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, তম্মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. 'আল্-আহকামুস সোগরা (الاحام الصغرى), কৃত- ইবনুল খারাত আবু মুহাম্মদ আবদুল হক আল্ আশবেলী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৮১ হিজরী, তাঁর প্রণীত 'আল্-আহকামুল কুবরা' (الاحكام الكبرى) তাঁর অক্ষয়কীর্তি বহন করে।

২. 'ওমদাতুল আহকাম' (عمدة الاحكام) কৃত- হাফেজ আবদুল গণি আল্-মুকাদ্দেসী (রহঃ), মৃত্যু- ৬০০ হিজরী, সহীহাইন থেকে নির্বাচিত আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহের সংকলন। ইবনে দকীকুল ঈদ এ কিতাবখানার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩. 'দলায়েলুল আহকাম' (دلائل الاحكام) কৃত- ইবনে শাদ্দাদ আল্-হালবী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৩৬ হিজরী, লেখক এতে বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে শরীয়তের শাখা বিষয়ক আইন (আহকাম) সমূহ উদ্ভাবন করেন।

৪. 'মুনতাকাল আখবার' (منتقى الاخبار), কৃত- হাফেয মজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া আল হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫২ হিজরী। তিনি সিহাহ সিত্তা ও মুসনাদে আহমদ থেকে আহকাম সংক্রান্ত হাদিস সমূহ সংগ্রহ করে এ সংকলনটি তৈরী

করেছেন। ইয়ামনের বিশিষ্ট কাযী আল্লামা শাওকানী (রহঃ) মৃত্যু- ১২৫০ হিজরী, 'নায়লুল আওতার' (نيل الاوطار) নামে একটি বিশদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

৫. 'আল্ আহকামুল কুবরা' (الاحكام الكبرى), কৃত- শায়খ মুহিব্বুত তাবরী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৪৯ হিজরী। আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস শাস্ত্রে তাঁর আরও দুটি মূল্যবান কিতাব রয়েছে, যথা- 'আল আহকামুল ওসতা' (الاحكام الوسطى) ও 'আল্ আহকামুস সোগরা' (الاحكام الصغرى)।

৬. "আল্-এলমাম ফী আহাদিসিল আহকাম' (الالمام فى احاجيث الاحكام), কৃত- ইবনে দকীকুল ঈদ (রহঃ), মৃত্যু- ৭০২ হিজরী। তিনি নিজেই এ কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন।

৭. 'আল্-আহকামুস সোগরা' (الاحكام الصغرى), কৃত- হাফেজ ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাছীর (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৪ হিজরী।

৮. আল্-মুহাররার (المحرر), কৃত- শায়খ ইমাদুদ্দীন বিন কুদামা আল্-হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৪ হিজরী। এটা একটি উত্তম ও উন্নত গ্রন্থ। এটা জনসমক্ষে প্রকাশিত।

৯. 'তাকরীবুল আছানীদ' (تقريب الاسانيد), কৃত- জায়নুদ্দিন আল ইরাকী (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৬ হিজরী। তাঁর সুযোগ্য সন্তান, বিশিষ্ট হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু যুরআ ইরাকী (রহঃ), ৮৪৬ হিজরী 'তারহুত তাশরীব' (طرح التشريب) নামে উক্ত গ্রন্থের একটি চমৎকার শরাহ রচনা করেছেন। ৮ম খন্ড বিশিষ্ট এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রকাশিত।

১০. 'বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' (بلوغ المرام من ادلة الاحكام), কৃত- হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আল্-আসকালানী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৫২ হিজরী। এটা একটি সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত হাদীস গ্রন্থ। এতে রয়েছে আহকাম সংক্রান্ত ১৪০০ হাদীস সমূহের বিপুল সমারোহ। এ কিতাবের অসংখ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। তম্মধ্যে ইসমাঈল সাগানী বিরচিত 'সুবুলুছ ছালাম' (سبل السلام) ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সমাধিক খ্যাত।

১১. 'আছারুস সুনান' (اثار اسنن), কৃত- মাওলানা জহীর আহসান শাওকনিমুবী (রহঃ), মৃত্যু- ১৩২৯ হিজরী। এটা একটি উত্তম কিতাব। এটা হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত হাদীস সমূহের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'কিতাবু সালাত' পর্যন্ত এ গ্রন্থখানা লেখা হয়েছে। এটি প্রকাশিত।

১২. 'এহয়াউস সুনান, এলাউস সুনান' (احياء السنن، اعلاء السنن), কৃত- মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মৃত্যু- ১৩৬২ হিজরী। তিনি স্বীয় তত্ত্বধানে মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী প্রমুখ মুহাদ্দেসীনের সাহায্যে এ সংকলনটি তৈরী

করেন। হানাফী মাযহাবের সমর্থনে উপস্থাপিত প্রমাণ ভিত্তিক হাদীস সমূহের উত্তম ব্যাখ্যাদান করাই হলো এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ কিতাব খানা দশ খন্ডে প্রকাশিত।

১৩. 'জামে রেজবী' (جامع رضوى), কৃত- মাওলানা জাফরুদ্দিন রেজবী (তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুফতী আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র)। এতে হানাফী মাযহাবের আহকাম সংক্রান্ত হাদীস সমূহের বিপুল সমাবেশ রয়েছে। দুইখন্ডে এটি প্রকাশিত।

১৪. 'ফিকহুচ ছুনান ওয়াল আছার' (فقه السنن والاثار), কৃত, সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী বারকাতী, পাঁচশত পৃষ্ঠা সম্বলিত শরীয়তের শাখা প্রশাখাগত আইন বিষয়ক হাদীস সমূহের অপূর্ব সংকলন। এতে হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহের সমাধান ও এতে বর্ণণা করা হয়েছে। আকায়েদ, উসুলে দ্বীন, ইহছান, তারগীব, যিকির আযকার ও দোয়া প্রভৃতি বিষয়ের হাদীস রয়েছে এতে। আলহামদুলিল্লাহ্ -এ কিতাবটি পাঠককুলের নিকট প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থ যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বিজ্ঞানী ঃ

১. ইমাম বাগাবী ঃ আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মসউদ আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৫১৬ হিজরী। 'মাসাবীহ', 'মুয়াজ্জম', 'জমউ বায়নাস সহীহাইন', 'শরহুস সুন্নাহ', 'তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

২. রজীন ঃ আবুল হোসাইন বিন মুয়াবিয়া আল্-আবদী, ইমামুল হেরেমাইন, মৃত্যু- ৫৩৫ হিজরী। 'জমউ বায়ণাস সহীহাইন' ও 'সুনান' প্রণেতা।

৩. ইমাম মারেজী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৩৬ হিজরী, 'সহী মুসলিমের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা।

৪. ইবনুল আরবী ঃ কাযী আবু বকর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল মালেকী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৫৩ হিজরী, 'আহকামুল কুরআন' ও 'আবেয়াতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী' প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলক।

৫. কাযী আয়াজ ঃ আবুল ফজল বিন আমর বিন মুসা আস্-সাবতী আল মালেকী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৪৪ হিজরী, কিতাবুশ শেফা (كتاب الشفاء), 'মাশারেকুল আনওয়ার ফী শরহে গারায়িবিস সহীহাইন' (مشارق الانوار فى شرح غرائب الصحيحين) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৬. ফেরদাউস দায়লমী বিন শহরদার বিন শেরেওয়াইহ আলহামদানী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৫৮ হিজরী। হাদীস শাস্ত্রে 'মুসনাদে ফেরদাউস' নামে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে। এতে বহু যয়ীফ হাদীসও স্থান পেয়েছে।

৭. ইবনে আসাকের ঃ আবুল কাসেম আলী বিন হাসান শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু-, ৫৭১ হিজরী, 'মু'অজম', 'তারীখে দেমাশক', 'আরবাঈন', ও 'মুয়াফেকাত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৮. ইবনে জাওযী ঃ আবুল ফরজ আবদুর রহমান আল বাগদাদী আল হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৭৭ হিজরী। তিনি 'কিতাবুল মওজুয়াত' (كتاب الموضوعات) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

৯. আবদুল হক ইবনুল খারাত আল আশবেলী আল মালেকী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৮১ হিজরী, 'আল আহকাম' (الاحكام), 'কিতাবুল মুয়াল্লাল মিনাল হাদীস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

১০. ইমাম সুহাইলী (রহঃ) ঃ আবুল কাসেম আবদুর রহমান আল মালেকী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৮১ হিজরী, 'আর-রাওদুল আনাফ শরহে সীরাতে ইবনে হিশাম (الروض الانف شرح سيرة ابن هشام) গ্রন্থের লেখক।

১১. আবদুল গণি আল্-মুকাদ্দেসী বিন আবদুল ওয়াহেদ আল-হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৬০০ হিজরী, 'ওমদাতুল আহকাম' (عمدة الاحكام), 'আল্-কামাল' (الكمال) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

১২. ইবনুল আছীর ঃ মজদুদ্দীন মুবারক বিন আবদুল করীম (রহঃ), মৃত্যু- ৬০৬ হিজরী, 'জামেউল উসুল' (جامع الاصول) ও 'নেহায়া ফী গরীবিল হাদীস' (نهاية فى غريب الحديث) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

১৩. ইবনুল আছীর ঃ ইজ্জুদ্দীন আবুল হোসাইন আলী বিন মুহাম্মদ (রহঃ), মৃত্যু- ৬৩০ হিজরী, 'আল্-কামেল' (الكامل), 'উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা' (اسد الغابة فى معرفة الصحابة) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

১৪. ইবনুস সালাহ ঃ তকি উদ্দিন বিন ওসমান আশ্শাফেয়ী, মৃত্যু- ৬৪৩ হিজরী, উসুলে হাদীস সংক্রান্ত 'মুকাদ্দামা' (مقدمه) গ্রন্থ প্রণেতা।

১৫. মজদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (রহঃ), মৃত্যু- ৬৪৩ হিজরী, 'আনসাবুল মুহাদ্দেসীন' গ্রন্থের রচিয়তা।

১৬. শায়খ হাসান সাগানী লাহোরী আল হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫০ হিজরী 'মাশারেকুল আনওয়ার', 'শরহে বুখারী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

১৭. আল্-মুনযেরী ঃ আবদুল আজিম বিন আবদুল কাবী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫৯ হিজরী, 'আত্তাবগীর ওয়াত-তারহীব' (الترغيب والترهيب), 'মুখতাসারে আবি দাউদ' (مختصر ابى داؤد) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

১৮. ইবনে সৈয়্যাদুন নাস, আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫৯ হিজরী, 'উয়ুনুল আছর' (عيون الاثر), 'শরহে তিরমিযী' (شرح الترمذى) প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা।

১৯. আত্-তাওর-পাশ্তী ঃ শেহাবুদ্দীন ফজলুল্লাহ (রহঃ), মৃত্যু- ৬৬০ হিজরী, 'মাসাবীহ' এর ব্যাখ্যাতা ও 'সিরাত' গ্রন্থের রচিয়তা।

২০. ইজ্জদ্দীন বিন আবদুস সালাম শেখুল ইসলাম (রহঃ), মৃত্যু- ৬৬০ হিজরী।

২১. ইমাম নববী ঃ মুহি উদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন শরফুদ্দিন শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৭৬ হিজরী, 'সহী মুসলিমের' ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা 'কিতাবুল আযকার' (كتاب الاذكار), 'রিয়াদুস সালেহীন (رياض الصالحين) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

২২. ইবনে দকীকুল ঈদ ঃ আবুল ফতাহ তকী উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী (রহঃ), মৃত্যু- ৭০৩ হিজরী, 'ওমদাতুল আহকাম' গ্রন্থের শারেহ বা ব্যাখ্যাতা।

২৩. ইমাম দিমিয়াতী ঃ আবু মুহাম্মদ বিন আবদুল মুমেন বিন খালাফ আশ-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৭০৭ হিজরী। তিনি বহু কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর একটি মু'আজম' (معجم) রয়েছে।

২৪. ইবনে তায়মিয়া ঃ আহমদ বিন আবদুল হালিম আল-হাররাণী (রহঃ), মৃত্যু- ৭২৮ হিজরী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থের রচিয়তা।

২৫. কুতুবুদ্দিন আল হালাবী আল হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪০ হিজরী, 'সহী বুখরী' এর শারেহ বা ব্যাখ্যাকার।

২৬. ওলী উদ্দিন আল-খাতীব আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (রহঃ), মৃত্যু- ৮০০ হিজরী, 'মিশকাতুল মাসাবীহ' (مشكوة المصابيح) গ্রন্থের সংকলক।

২৭. মেজ্জী ঃ আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দিন ইউসুফ (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪২ হিজরী, 'তাহযীবুল কামাল' (تهذيب الكمال) গ্রন্থের রচিয়তা।

২৮. হাফেজ জিয়াউদ্দিন আল্-মুকাদ্দেসী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৩ হিজরী, 'মুয়াফেকাত' (موافقات) গ্রন্থের রচিয়তা।

২৯. ইমাম তী'বী শরফুদ্দিন মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৩ হিজরী 'মিশকতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার।

৩০. ইবনে কুদামা ঃ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আল্-হাদী আল-হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৪ হিজরী, 'আল্-মুহারারার' (المحرر), 'আল মুগনী' (المغنى) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৩১. ইমাম যাহবী ঃ শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৮ হিজরী, 'তাযকেরাতুল হুফফায' (تذكرة الحفاظ) ও 'মীযানুল এতেদাল' (ميزران الاعتدال) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৩২. ইবনুল কাইয়্যেম ঃ শমসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ (রহঃ), মৃত্যু- ৭৫১ হিজরী, 'যাদুল ম'দ' (زاد المعاد) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৩৩. তকি উদ্দিন ছুবকী কাযীল কুযাত, মিসর, মৃত্যু- ৭৫৬ হিজরী, 'শেফাউস সেকাম' (شفاء السقام) প্রভৃতি তাঁর প্রণীত।

৩৪. হাফেয জামালুদ্দিন আয-যায়লায়ী আল হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৬২ হিজরী, 'নাসবুর রায়া ফী তাখরিজে আহাদিসিল হেদায়া (نصب الريه فى تخريج احاديث الهداية) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৩৫. শায়খ আলা উদ্দিন মোগলতায়ী আল-হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৬২ হিজরী। তিনি 'সুনানে ইবনে মাজার' ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

৩৬. আলাউদ্দিন আল-মারদীনী আত্-তুরকামানী আল্ হানাফী আল কাযী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৬৩ হিজরী, 'আল জাওহারুন নাকী' (الجواهر النقى) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৩৭. ইমাম কিরমানী ঃ শমসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (রহঃ)। মৃত্যু- ৭৮৬ হিজরী। তিনি 'সহী বুখারীর' ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা।

৩৮. ইবনে রুজব ঃ জায়নুদ্দিন আল হাম্বলী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৯৫ হিজরী, 'শরহে বুখারী', 'শরহে তিরমিযী', শরহে আরবাঈন লিন নববী (شرح اربعين للنووى) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৩৯. জায়নুদ্দিন আল ইরাকী আবদুর রহিম বিন সোলায়মান আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৬ হিজরী, 'আলফিয়াহ' (الفيه), 'তাখরিজুল এহয়াহ্' (تخريج الاحياء) প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলক।

৪০. নুরুদ্দিন আল-হায়ছামী (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৭ হিজরী, 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদ' গ্রন্থ প্রণেতা।

৪১. আল্লামা দামীরী ঃ কামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুছা আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৮ হিজরী, 'সুনানে ইবনে মাজা' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ও 'হায়াতুল হায়ওয়ান' (حياة الحيوان) গ্রন্থ প্রণেতা।

৪২. নুরুদ্দিন শিরাজী (রহঃ), মৃত্যু- ৮১৬ হিজরী। তিনি সৈয়দ শরীফ জুরজানী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইরান হতে ভারতবর্ষে এসে হাদীসে শিক্ষা দান করেন।

৪৩. মজদুদ্দীন আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফিরোজ আবাদী (রহঃ), মৃত্যু- ৮১৭ হিজরী, 'আল আহাদী সুয্-যয়ীফাহ' (الاحاديث الضعيفه) গ্রন্থের রচিয়তা।

৪৪. ইবনে হাজর ঃ হাফেয আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন আসকালানী আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৫২ হিজরী, 'ফতহুল বায়ী' (فتح البارى), 'বুলুগুল মারাম' (بلوغ المرام), 'তাহযীব' (تهذيب), 'লিসানুল মীযান' (لسان الميزان), 'নুখ্বাতুল ফেকার' (نحبة الفكر), 'আল্-এসাবাহ' (الاصابة) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের রচিয়তা।

৪৫. ইমাম বদরুদ্দীন আল-আয়নী আল হাফেয মাহমুদ বিন আহমদ আল হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরী 'ওমদাতুল ক্বারী' (عمدة القارى) ও 'শরহে মায়ানীল আছার' (شرح معانى الاثار للطحاوى) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা।

৪৬. ইমাম শুমনী তকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আল হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৭২ হিজরী।

৪৭. কাসেম বিন কুতলুবুগা আল্-হানাফী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৭৯ হিজরী, 'শরহুল মাফাতীহ' (شرح المفاتيح), 'হাশিয়াহ ফতহুল মুগীছ' (حاشيه فتح المغيث) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

৪৮. ইমাম সাখাবী ঃ শমসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী (রহঃ), মৃত্যু- ৯০২ হিজরী, 'আলকাওলুল বদী' (القول البديع), 'আল্-মাকাছেদুল হাসনাহ' (المقاصد الحسنة) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৪৯. ইমাম সুয়ুতী ঃ জালালুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৯১১ হিজরী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, 'জমউল জাওয়ামে' (جمع الجوامع) কিতাবের লেখক।

৫০. ইমাম কুসতুলানী ঃ শিহাবুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৯২২ হিজরী, 'আল্-ইরশাদুচ ছারী শরহে বুখারী' (الارشاد السرى شرح بخارى) ও 'আল্-মাওয়াহেবুল লুদুনিয়া' (المواهب اللدنية) গ্রন্থ প্রণেতা।

৫১. ইবনে হাজর আল মক্কী ঃ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ (রহঃ), মৃত্যু- ৯৫৫ হিজরী, অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা, 'কিতাবুজ জাওয়াজের' (كتاب الزواجر) গ্রন্থের রচিয়তা।

৫২. শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৫৫ হিজরী, 'কানযুল উম্মাল' (كنز العمال) গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৩. সৈয়দ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী গুজরাতী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৬৮ হিজরী 'ফয়জুল বারী ফী শরহিল বুখারী' (فيض البارى فى شرح البخارى) গ্রন্থ প্রণেতা।

৫৪. ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রাণী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৭৩ হিজরী, 'কাশফুল গুম্মাহ' (كشف الغمة) ও 'মীযান' (ميزان) এর রচিয়তা।

৫৫. শায়খ মুহাম্মদ তাহের ফাতনী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৮৬ হিজরী, 'মাজমাউল বেহার' (مجمع البحار), 'মওজুয়াত' (موضوعات), 'কানুনুল মাওজুয়াত' (قانون الموضوعات) প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের রচিয়তা।

৫৬. মোল্লা আলী ক্বারী নুরুদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ সোলতান (রহঃ), মৃত্যু- ১০১৪ হিজরী, 'মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح) গ্রন্থের রচিয়তা।

৫৭. ইমাম রাব্বানী, মুজাদ্দেদে আলফেছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৩৫ হিজরী, 'আরবাঈন' (اربعين) গ্রন্থের সংকলক। তিনি হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাঁর তাজদীদ বা সংস্কার মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন।

৫৮. মুনাদী ঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ আবদুর রউফ (রহঃ), মৃত্যু- ১০৩৫ হিজরী 'আল ইত্তেহাফুস্ সানীয়্যাহ ফীল আহাদিসিল কুদসিয়্যাহ' (الاتحاف السنية فى الاحاديث القدسية) গ্রন্থের প্রণেতা।

৫৯. আল্ আজীজী ঃ আলী বিন আহমদ (রহঃ), মৃত্যু- ১০৪৩ হিজরী, 'আস-সিরাজুম্ মুনীরা শরহে আল জামেউস সাগীর' (السراج المنير شرح الجامع الصغير) গ্রন্থের রচিয়তা।

৬০. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৫২ হিজরী, 'লোময়াত' (لمعات), 'আশিয়াতুল লোময়ান' (اشعة اللمعات), 'শরহে সফরুস সাদাহ' (شرح سفر السعادة), 'মাদারেজুন নাবুওয়াত' (مدارج النبوة) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা। গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস বিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

৬১. শায়খ মুহাম্মদ নুরুল হক বিন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস (রহঃ), মৃত্যু- ১০৭৩ হিজরী, 'তায়সীরুল কারী শরহে বুখারী' (ফার্সী) (تيسير القارى شرح بخارى), 'মানবেউল ইলম শরহে সহীহে মুসলিম' (ফার্সী) (منبع العلم شرح صحيح مسلم) প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা।

৬২. হাফেয ফোররখ শাহ বিন খাযেনুর রাহমাত বিন মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহঃ), সনদসহ সত্তর হাজার হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

৬৩. শায়খ আবুল হাসান সিন্দী (রহঃ), মৃত্যু- ১১৩৯ হিজরী, 'সিহাহ সিত্তা' ও 'মুসনাদে আবি হানীফা' এর টীকাকার।

৬৪. যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম (امام العصر) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ), মৃত্যু- ১১৪৫ হিজরী 'মুছাওয়া শরহে মুয়াত্বা' (আরবী) (مسوّى شرح موطا) 'মুছাফফা শরহে মুয়াত্বা' (ফার্সী) (مصفى شرح موطا), 'শরহে তরাজুমে আবওয়াবে বুখারী' (شرح تراجم ابواب بخارى) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৬৫. সৈয়দ মর্তৃজা হোসাইন যোবাইদী (রহঃ), মৃত্যু- ১২০৫ হিজরী, 'এহয়াউল উলুম' (احياء العلوم) গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণেতা, 'আল জাওয়াহেরুল মুনীফাহ ফী আদিল্লাতে আবি হানীফা' (الجواهر المنيفة فى ادلة ابى حنيفة), তাজরিদে বুখারী (بجريد بخارى) প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের প্রণেতা।

৬৬. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ), মৃত্যু- ১২৩৯ হিজরী। তিনি তাঁর পিতার মসনাদে স্থলাভিষিক্ত হন। 'উজালায়ে নাফেআ' (عجالة نافعة), 'বোস্তানুল মুহাদ্দেসীন' (بستان المحدثين) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

৬৭. শাওকানী ঃ মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আস সান আনী (রহঃ), মৃত্যু- ১২৫০ হিজরী 'নায়লুল আওতার' (نيل الاوطار) গ্রন্থ প্রণেতা।

৬৮. শায়খ মুহাম্মদ আবেদ আস সিন্দী (রহঃ), মৃত্যু- ১২৫৭ হিজরী, 'ইছরুশ শারেদ' (حصر الشارد), 'শরহে তায়সীরুল উসুল' (شرح تيسير الوصول), শরহে বুলুগুল মারাম (شرح بلوغ المرام) প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের রচিয়তা।

৬৯. শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ), মৃত্যু- ১২৬২ হিজরী, তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইমাম শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) এর দৌহিত্র ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সাধারণত হাদীস চর্চার বর্তমান ধারা হজরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ) এর সহিত গ্রথিত।

হাদীসের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সমূহের ইতিহাস (تاريخ علوم متعلقة حديث)

হাদীস বিজ্ঞানের সনদ ও মতন যথাযথ হিফাযতের জন্য প্রায় শতাধিক সাহায্যকারী শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। তম্মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উলুম বা বিষয়সমূহ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা গেল, যথা-

১. হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান (علم اصول الحديث) ঃ

হাদীস বিজ্ঞানের পারিভাষিক শাস্ত্রকে 'ইলমে উসুলে হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়। বিশিষ্ট গবেষক আবু মুহাম্মদ রামহরমুখী (রহঃ) এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম "আল-মুহাদ্দেসুল ফাসেল" (المحدث الفاضل) গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু এ

গ্রন্থটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। উলুমিল হাদীস (معرفة علوم الحديث) নামে অপর একখানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বইটিকে পঞ্চাশটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। আবু নাঈম ইস্পেহানী (রহঃ) উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি তা চূড়ান্তরূপে সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। হাদীস বিজ্ঞানী, আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহঃ) এ বিষয়ের উপর 'কিফায়া' (كفاية) ও 'আলজামে-লে-আদাবিশ শায়খ ওয়াছ ছামে" (الجامع لاداب الشيخ والسامع) নামে দুটো চূড়ান্তধর্মী গ্রন্থ সংকলন করেছেন। কাযী আয়াজ (রহঃ) কৃত 'আল-ইলমা'অ' (الالماع) ও আবু হাফস মায়াবুখী কৃত 'মালা য়াছাউ জাহলুহু' (مالا يسع جهله) নামে আরো দুইটি গ্রন্থ প্রণীত হয়। অতঃপর হাফেয ইবনুস সালাহ (রহঃ) উল্লেখিত সকল সংকলনগুলোর সমন্বয়ে একটি গ্রন্থের রূপ দান করেন। তাঁর এ সংকলনটি 'মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ' (مقدمة ابن الصلاح) নামে সুপরিচিত। তিনি এতে ৬৫টি পরিভাষা (اصطلاحات) এর স্থান দিয়েছেন। হাদীসামোদী পাঠকগণ গভীর মনোযোগের সহিত তাঁর এ কিতাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। অনেকেই এর পরিশিষ্ট (تكمله), লিখেছেন। মহামতি পন্ডিত ইরাকী (রহঃ) এ সকল তথ্যসমূহকে 'উলফিয়াহ' (الفيه) গ্রন্থে পদ্যাকারে রচনা করেছেন। ইমাম সাখাবী (রহঃ) 'উলফিয়াহ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল মুগীছ' (فتح المغيث شرح الفيه) লিপিবদ্ধ করেছেন। ইব্রাহীম বুকায়ী (রহঃ) 'মুকাদ্দামা' এর টীকা (حاشيه) লিখেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) 'মুকাদ্দামাকে' সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করে 'তাকরীব' (تقريب) নামকরণ করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়তী (রহঃ) 'তাকরীব' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাদরীব' (تدريب شرح تقريب) রচনা করেছেন। হাদীস বিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে হাজর, আসকালানী (রহঃ) এ বিষয়ের উপর 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহিল আছর' (نحبة الفكر فى مصطلح الاثر) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এবং তিনি নিজেই 'নুজহাতুন নাজর' (نزهة النظر) নামে এটার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার অনেকেই এটার টীকা টিপ্পনী সম্বলিত অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেছেন। ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) ৮৫ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে এ বিষয়ের উপর 'উলফিয়াহ' (الفيه) নামে একটি পরিপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক রচিত 'মুকাদ্দামায়ে মুসতালাহাতে হাদীস' (مقدمه مصطلحات حديث) এ বিষয়ের উপর একটি বহুল আলোচিত ও অতি সুপরিচিত গ্রন্থ। ফকীর এ গ্রন্থরচিয়তা 'তালীকাতুল বারকাতী' (تعليقات البركتى) নামে উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট

টীকাও সংযোজন করেছেন। সৈয়্যাদুস সনদ আল্লামা শরীফ জুরজানী (রহঃ) বিরচিত 'মুখতাসারুল জুরজানী' (مختصر الجرجانى) গ্রন্থটি উসুলে হাদীসের মতনের উপর বিখ্যাত রচনা। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী প্রণীত 'যফরুল আমানী' (ظفر الامانى) গ্রন্থটি একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইবনুল হাম্বালী (রহঃ) 'নুখবাতুল ফিকার' এর রীতির অনুসরণে 'কাফবুল আছর' (قفو الاثر) নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। বিশেষ করে এতে হানাফী মুহাদ্দেসীনের উসুলে হাদীসের উপর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। শায়খ মরতুজা জোবায়দী (রহঃ) কৃত "বুলগাতুল গরীব" গ্রন্থটিও এ বিষয়ের উপর একটি শ্রেষ্ঠ মতন। ফকীর এ গ্রন্থ প্রণেতা আমীমুল ইহছান 'মীযানুল আখবার' (ميزان الاخبار) নামে উসুলে হাদীসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত মতন লিখেছেন। বর্তমান এটা (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে) পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও এ বিষয়ের আরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, আমি 'তালীকাতুল বারকাতী' (تعليقات البركتى) গ্রন্থের ভূমিকায় তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি।

২. ইলমে গরীবুল হাদীস (علم غريب الحديث) ঃ

হাদীস বিশারদগণের মধ্যে অনেকেই 'মতনে' বর্ণিত জটিল ও দূর্লভ শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কঠিন ও দূর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান ও বিশ্বকোষ রচনা করেছেন। হাদীসের সংশ্লিষ্ট অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে 'ইলমে গরীবুল হাদীস' নামে একটি শাখা বিজ্ঞান গড়ে উঠে।

এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম যিনি কিতাব রচনা করেছেন, তাঁর নাম- হজরত আবু ওবায়দাহ বিন মুছান্না (রাঃ), মৃত্যু- ২১৮ হিজরী। তারপরে এ শাস্ত্রের উপর কিতাব লিখেছেন আবুল হাসান মাজেরী, আবু সাঈদ আবদুল মালেক আসমায়ী (রাঃ), মৃত্যু- ২১৬ হিজরী প্রমুখগণ। আবু ওবায়দা আল্-কাসেম বিন সালাম (রাঃ), মৃত্যু- ২২৫ হিজরী চল্লিশ বছর ব্যাপী দীর্ঘ অবিশ্রান্ত সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর 'গরীবুল হাদীস' (غريب الحديث) নামক গ্রন্থটি তৈরী করেন। আবু ওবায়দ আহমদ বিন মুহাম্মদ আল্-হারাবী (রহঃ) মৃত্যু- ৪০১ হিজরী, 'কিতাবুল গরীবীন' (كتاب الغريبين) নামক একটি কিতাব সংকলন করেছেন। প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী, 'কাশ্শাফ' প্রণেতা আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আয-যামাখশারী (রহঃ), ৫৩৮ হিজরী, বিরচিত 'আল্-ফায়েক' (الفائق) এ বিষয়ের উপর একটি বিখ্যাত বিশ্বকোষ। আল্লামা মজদুদ্দীন ইবনুল আছীর প্রণীত 'আন-নেহায়াহ্'

(النهاية) হাদীসের শব্দ, ভাষা ও পরিভাষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর একটি বিখ্যাত সংকলন। কাযী আয়াজ (রহঃ) সহী বুখারী ও সহী মুসলিম এ দুটো গ্রন্থের জটিল ও দূর্বোধ্য শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি অভিধান রচনা করেছেন। শায়খ মুহাম্মদ তাহের ফাতনী কৃত হাদীসের বিশ্বাকোষ 'মাজমাউল বেহার' (مجمع البخار) এ বিষয়ের উপর একটি চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ অভিধান। এ অভিধানকে সিহাহ সিত্তা প্রভৃতি গ্রন্থের হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ বল্লে অত্যুক্তি হবে না। হাদীস বর্ণনাকারীগণের নামের (اعراب) (জের, জবর, পেশ প্রভৃতি আরবী ভাষার বিরাম চিহ্ন) রক্ষা করার নিমিত্ত মুহাম্মদ তাহের ফাতনী কর্তৃক রচিত 'আল-মুগনী' (المغنى) একটি শ্রেষ্ঠ ও উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ।

৩. ইলমে তালফীকুল হাদীস (علم تلفيق الحديث) ঃ

পরস্পর টক্করজনিত হাদীস সমূহের সমাধান কল্পে এ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এতে পরস্পর বিরোধী হাদীসদ্বয়ের দ্বন্দ্ব অবসান করা হয়। উভয় হাদীসের টক্কর ও বিরোধ নিরসন করা হয়। হাদীস দুটির মধ্যে একটিকে 'আম' (عام) এবং অপরটিকে 'খাচ' (خاص) কিংবা একটিকে 'মুতালাক' (مطلق) ও অপরটিকে 'মুকায়য়দ' (مقيد) বলে মন্তব্য করা হয়। অথবা হাদীস দুটিকে একাধিক ঘটনার উপর ধাবিত করে, উভয় হাদীসের বিরাজমান দ্বন্দ্ব নিস্পত্তি করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সর্বপ্রথম এ বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করেন। এটা মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতায়বা, মৃত্যু- ২৬৩ হিজরী, ইবনে জরীর, ইবনে খুযায়মা, আবু ইয়াহিয়া শাজী (রহঃ), মৃত্যু- ৩০৭ হিজরী প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইমাম তাহাবী (রহঃ) বিরচিত 'শরহে মায়ানীল আছার' (شرح معانى الاثار) ও 'শরহে মুশকিলুল আছার' (شرح مشكل الاثار) নামক দুইটি গ্রন্থ এ বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ ও উন্নত রচনা। এ বিষয়ে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৯৭ হিঃ কৃত 'আত্-তাহকীক ফী আহাদীসিল খেলাফ' (التحقيق فى احاديث الخلاف) গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহীম বিন আলী বিন আবদুল হক উক্ত গ্রন্থের সার সংক্ষেপ (تلخيص) লিখেছেন।

৪. ইলমে নাসেখ ও মনসুখে হাদীস (علم ناسخ الحديث ومنسوخه) ঃ

পরস্পর বিরোধ জনিত হাদীসদ্বয়ের দ্বন্ধ ও মতানৈক্য নিরসনকল্পে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসের সংশ্লিষ্ট অপর একটি নতুন শাখা বিষয় আবিষ্কার করেছেন।

এটাকে 'ইলমে নাসেখ ও মনসুখে হাদীস' (علم ناسخ الحديث ومنسوخه) নামে অভিহিত করা হয়। যদি দুইটি হাদীসের মধ্যে টক্কর লাগে, কোন্ হাদীসটি আগে এবং কোন্ হাদীসটি পরে বর্ণিত, যদি তা জানা যায়, তাহলে পূর্বের হাদীসটিকে 'নাসেখ' (ناسخ) এবং পরবর্তী হাদীসটিকে 'মনসুখ' (منسوخ) বলা হয়। হাদীস বিশারদগণের মধ্যে অনেকেই নাসেখ ও মনসুখ হাদীস সমূহকে চিহ্নিত করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে যাদের অবদান অনিস্বীকার্য, তাদের মধ্যে কতিপয় খ্যাতিমান হাদীস বিজ্ঞানীগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা-

১. হজরত আহমদ বিন ইসহাক বিন আদ-দীনারী (রহঃ), মৃত্যু- ৩১৮ হিজরী।
২. হজরত মুহাম্মদ বিন বাহার-আল-এসবেহানী (রহঃ), মৃত্যু- ৩২২ হিজরী।
৩. হজরত আহমদ বিন মুহাম্মদ আন-নুহাছ (রহঃ), মৃত্যু- ৩৩৮ হিজরী।
৪. হজরত আবু মুহাম্মদ কাসেম বিন আসবুগ (রহঃ), মৃত্যু- ৩৪০ হিজরী।
৫. হজরত মুহাম্মদ বিন ওসমান আল মারূফ জা'দুশ-শখরাণী (রহঃ)।
৬. হজরত হিবাতুল্লাহ বিন সালামা (রহঃ), মৃত্যু- ৪১০ হিজরী।
৭. হজরত আবু হাফস ওমর বিন শাহীন (রহঃ)।
৮. হজরত ইবনে জাওযী (রহঃ)
৯. হজরত আবদুল করিম বিন হাওয়াজেন আল্-কুশায়রী (রহঃ)

এ বিষয়ের উপর মুহাম্মদ বিন মুছা হাজেমী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৪৮ হিজরী কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল এ'তেবার' (كتاب الاعتبار) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

৫. ইলমুল আতরাফ (علم الاطراف) ঃ

যে শাস্ত্র পাঠ করলে, 'হরুফে তাহাজ্জী' এর ক্রমিকানুসারে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি (যে অংশটি থেকে গোটা হাদীসের ভাব ও অর্থ বুঝা যায়) উল্লেখপূর্বক কোন বিশেষ গ্রন্থ কিংবা কতিপয় বিশেষ গ্রন্থ সমূহের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ সহ হাদীসের রচনা উৎস জ্ঞাত হওয়া যায়, তাকে 'ইলমুল আতরাফ' (علم الاطراف) নামে অভিহিত করা হয়। আবার এটাকে হাদীসের গ্রন্থ তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী (فهرست كتب) বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন ওবায়দ দেমশকী (রহঃ) মৃত্যু- ৪০০ হিজরী, হাফেয আবু মুহাম্মদ খালাফ বিন মুহাম্মদ ওয়াসেতী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০১ হিজরী প্রমুখ সর্ব প্রথম গভীর মনযোগ সহকারে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। উভয়েই সহী বুখারী ও সহী মুসরিমের 'আতরাফ' বা গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করেছেন। হাফেয ইবনে আসাকের (রহঃ) 'সুনানে আরবা'আ' (سنن اربعه) থেকে

হাদীস সমূহের গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করে। এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'আল্-আশরাফ' (الاشراف)। আল্লামা মেজ্জী (রহঃ) সিহাহ সিত্তার হাদীস সমূহের গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেছেন এবং 'তোহফাতুল আশরাফ' (تحفة الاشراف) নামে এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। হাদীস সমালোচক ইমাম যাহবী (রহঃ) এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। শামসুদ্দীন মুকাদ্দেসী (রহঃ), মৃত্যু- ৫০৮ হিজরী, সহী হাদীস সমূহের গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন করেছেন। বিশিষ্ট হাদীস বিজ্ঞানী, হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) হাদীসের সুবিশাল ছয়খানা গ্রন্থ ও ৪টি মুসনাদ গ্রন্থ থেকে হাদীস সমূহের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন। এ বিষয়ের উপর তার লিখিত 'ইত্তেহাফুল মাহরাহ-বে-আতরাফিল আশরাহ' (اتحاف المهره باطراف العشره) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ের উপর শায়খ আবদুল গণি নাবুলুসী (রহঃ) এর রচিত 'যাখায়েরুল মাওয়ারিছ ফীদ দালালতে বে মাওয়াজিল হাদীস' (ذخائر المواريث فى الدلالة بمواضع الحديث) গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চমানের কিতাব। এতে সিহাহ্ সিত্তা ও মুয়াত্বার হাদীস সমূহের গ্রন্থ তালিকাও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মাওলানা আবদুল আযীয পাঞ্জাবী (রহঃ) স্বীয় 'নিবরাছুছ ছারী' (بنراس الساری) নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র সহী বুখারীর হাদীস সমূহের গ্রন্থসূচী লিখেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক হাদীসের গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থ উৎস বিষয়ক কিতাব নতুন নতুন সহজ উপায়ে রচিত হয়েছে। 'মিফতাহু কুনুজিছ ছুন্নাহ' (مفتاح كنوز السنة), 'মুয়াজ্জামুল মুফাহেহরাছ' (معجم المفهرس), 'মিফতাহুম সহীহাইন' (مفتاح الصحيحين), মিফতাহুল বুখারী (مفتاح البخارى) প্রভৃতি গ্রন্থ এখানে প্রণিধানযোগ্য।

৬. *'ইলমুত তাখরীজ' (علم التخريج) ঃ*

যে গ্রন্থে হাদীস সমূহের বরাত বা রেফারেন্স (حواله) উল্লেখ করা হয়নি, হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সেই সকল হাদীস সমূহের বরাত বা উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়, তাকে 'ইলতুত তাখরীজ' (علم التخريج) নামে অভিহিত করা হয়।

এ বিষয়ের উপর এ যাবৎ বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ দেয়া গেল, যথা ঃ

১. 'নসবুর রায়া-লে-তাখরীজে আহাদীসিল হেদায়া' কৃত ইমাম যায়লায়ী (রহঃ) (نصب الراية لتخريج احاديث الهداية للامام الزيلعى)

২. 'আলমুগনী য়ানিল আছমা-লে-তাখরীজে আহাদীসে্ এহয়াউল উলুম' কৃত ইরাকী (রহঃ)। (المغنى عن الاسما لتخريج احاديث احياء العلوم)

৩. 'আত্-তালখীচুল হাবীর লে-তাখরীজে আহাদীসির রাফেয়ী আল-কাবীর', কৃত হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ)। (التلخيص الحبير لتخريج احاديث الرافعى الكبير)

৪. 'তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্শাফ' - (تخريج احاديث الكشاف) কৃত, হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ)।

৫. 'আহাদীসুল মুখতার'- (احاديث المختار) কৃত- কাসেম বিন কুতলুবুগা (রহঃ)।

৬. 'তাখরীজু আহাদীসিশ শেফা' (تخريج احاديث الشفاء) কৃত- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ)।

গ্রন্থ রচিয়তা এ ফকীর ও 'ওমদাতুল মাজানী লে-তাখরীজে আহাদীসে মাকাতীবেল ইমাম আর-রাব্বানী' (عمدة المجانى لتخريج احاديث المكاتيب الامام الربانى) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে ফেরকায়ে রাফেজীয়াদের খন্ডনে অনেক হাদীসও সংকলন করা হয়েছে।

৭. *ইলমুল আসনাদ (علم الاسناد) ঃ*

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় হাদীসের ভাষ্য (عبارت) কে 'মতন' (متن) বলা হয়। বর্ণনা পরম্পরাকে 'সনদ' বা হাদীসের সূত্র নামে অভিহিত করা হয়। আর এ সনদের জ্ঞানকে 'ইলমুল আসনাদ' (علم الاسناد) বলা হয়। দেহের মধ্যে যেমন আত্মার মূল্য নিহীত কিংবা ঘরের মধ্যে যেমন স্তম্ভের মর্য্যাদা নিহীত, ঠিক অনুরূপ হাদীসের মধ্যেও সনদের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা অত্যধিক। সনদ ছাড়া কোন হাদীসের মুল্য বা ভিত্তি নেই। প্রবীন হাদীসজ্ঞ ইবনূর মোবারক (রহঃ) বলেছেন-

(الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء)

অর্থ ঃ 'সনদ' ধর্মের অন্তর্ভূক্ত, যদি সনদ না থাকত, তাহলে যে যা চাইতো, তা বলে ফেলতো।'

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন-

(الذى يطلب الحديث بلاسند كحاطب ليل يحمل الحطب وهو لايدرى لذالك)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি বিনা সনদে হাদীস সংগ্রহ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যিনি রাতের বেলায় কাঠ বহন করেন, অথচ সে জানে না যে, সে কাঁধে কি তুলে নিয়েছে। (অর্থাৎ- রাতের বেলায় সাপকে কাঠ মনে করে বহন করলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য হয়ে পড়ে)

'ইলমুল আসনাদ' বিশ্বের সকল জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের বিশেষ সম্পদ। মুসলমানগণ এ জ্ঞানরত্নের সাহায্যে বিশ্বনবীর শিক্ষাকে সঠিক মানদন্ডে বিচার করে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মার্গোলেট বলেছেন-

"মুসলমানগণ হাদীস বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে যত ইচ্ছা গৌরব করতে পারেন, এ গৌরব একমাত্র তাদের জন্য শোভা পায়।"

স্বনামধন্য হাদীস বিশেষজ্ঞ, ইমাম ইবনে হাজম জাহেরী (রহঃ) স্বীয় 'আল্-ফসল' (الفصل) ১ম খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠায় 'ইলমুল আসনাদ' সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন-

وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون ساء اهل الملل وابقاه عندهم غضًا شديدًا على قديم الدهور مذ اربعمائه عام وخمسين عامًا فى المشرق والمغرب –

অর্থ- আল্লাহ তালা একমাত্র মুসলমানদেরকে বিশেষ করে এ সনদ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যতা দান করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে বিশেষ করে এ বিদ্যা প্রদান করেন নি। বহু যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তালা মুসলমানদের জন্য এ সনদ বিজ্ঞানকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। প্রাচ্য প্রতীচ্যে সাড়ে চারশত বছর ব্যাপী এ সনদ বিজ্ঞানের অনুশীলন হতে থাকে।

'ইরমুল আসনাদ' (সনদ বিজ্ঞান) এর উন্নতির সাথে সাথে মুসলিম গবেষকগণ 'ইলমে আসমাউর রিজাল' (علم اسماء الرجال) নামে হাদীস শাস্ত্রের আর একটি নতুন শাখা বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছেন। ফলে হাজার হাজার রাবীগণের জীবনালেখ্য সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। এবং সনদের শক্তি ও দূর্বলতা দিবালোকের ন্যায় উজ্জল হয়ে উঠে। অতঃপর গবেষক গণ 'ইলমুল আসনাদ' এর নিয়মাবলীও সুচারুরূপে সংকলন করেছেন। বিশুদ্ধতার সনদ (اصح الاسانيد) কোন্‌টি ও দূর্বলতম সনদ (اضعف الاسانيد) কোন্‌টি, তারা তা নির্ধারণ করেছেন। হাদীসের সূত্র সমূহের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতার বিভিন্ন স্তর ও পর্য্যায়গুলো, তারা স্থির করেছেন। এবং তারা এ বিষয়টিকে চূড়ান্তভাবে রূপদান করেছেন।

হাদীস শাস্ত্রে 'সনদ বিজ্ঞানের' (علم الاسناد) উৎপত্তি কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই মনে করেন- ইমাম যুহরী (রহঃ) (মৃত্যু- ১২৪ হিজরী) ও তাঁর শিষ্যগণ তথা মুছা বিন ওকাবা (রাঃ), মুহাম্মদ বিন ইসহাক প্রমুখ থেকেই এ বিজ্ঞানের সূচনা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন- ৭০ হিজরী সনের কিছু

পূর্ব কাল থেকেই এ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। উরওয়াহ (রাঃ) এর সময়ে সনদের ব্যবহার সার্বজনীন ছিল না। আমার মনে হয়- তৃতীয় খলীফা ও ৪র্থ খলীফার সময়কাল থেকেই এ বিজ্ঞানের সূচনা হয়।

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামের প্রথম খলীফা, হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও ২য় খলীফা, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফত কালে হাদীসের সনদ বা সূত্র বর্ণনা করা অপরিহার্য ছিল না, তবে হাদীস গ্রহণের সময় অবশ্য হলফ (কসম) ও শাহাদাত (সাক্ষ্য) তলব করা হতো। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হজরত ওচমান (রাঃ) ও ৪র্থ খলীফা হজরত আলী (রাঃ) এর শাসনকালে যখন ইসলাম ধর্মে নতুন নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ফিৎনাসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন হাদীসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়, যেমন শরহে মুওয়াহিব (شرح مواهب) ৫ম খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় হজরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত-

" اذا كتبتم الحديث فاكتبوا ه باسناد "

অর্থ- যখন তোমরা হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করবে, তখন তোমরা সনদ সহকারে তা লিপিবদ্ধ কর।

মোটকথা- হিজরী ৩০ সনের পর বিশ্বনবীর হাদীসের সনদ বর্ণনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়। এবং এ ধারাবাহিকতা আরও উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে। হাদীস সংকলন ও সম্পাদনার যুগে 'সনদ' ও 'মতনে হাদীসের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়। এবং এ বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। প্রত্যেক মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বীয় সনদ পেশ করেন কিংবা লিপিবদ্ধ করেন। হিজরী চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী ব্যাপী এ নিয়ম পালিত হয়। হিজরী পঞ্চম শতকের অব্যবহতির পর হাদীসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করণ, সংকলন ও সম্পাদনার কাজ চূড়ান্তরূপে শেষ হয়ে যায়। আর এ সময়ে হাদীসের সনদ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র গ্রন্থাবলীর বরাত উদ্ধৃতি প্রদান করাই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে যতদিন পর্যন্ত হাদীসের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নি, ততদিন আহলে ইলম ও শিক্ষার্থীগণের নিকট থেকে গ্রন্থপ্রণেতাগণ পর্যন্ত হাদীসের সনদ পৌঁছানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করা হতো। হাদীসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর যদিও হাদীসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল না তবুও হাদীস শিক্ষার্থীগণের নিকট হাদীসের সনদ বর্ণনার নিয়ম বর্তমান কালে চালু থাকে। সনদ বা সূত্র পরম্পরা বিষয়ক যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাকে 'ছাবত' (ثبت) নামে অভিহিত করা হয়।

এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় গ্রন্থাবলীর নাম পেশ করা গেল, যথা-

১. হাসরুশ শারিদ ফী আসানীদিশ শায়খে আবেদ, (حصر الشارد فى اسانيد الشيخ عابد)

২. আল-ইরশাদ ফী মুহিম্মাতিল আসনাদ (الارشاد فى مهمات الاسناد) কৃত, শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)।

৩. আল-উমাম-লে-ঈকাজিল হেমাম- (الامم لايقاظ الهمم) ছাবতুশ শায়খ বোরহান উদ্দিন কুর্দী কুরানী (রহঃ), (মৃত্যু- ১০২৫ হিজরী)

৪. বুগয়াতু ত্তালেবীন- (بغية الطالبين) - ছাব্তুশ শায়খ আহম নাখলী (রহঃ), (মৃত্যু- ১১১৪ হিজরী)

৫. আল-ইমদাদ (الامداد) - ছাবতুশ শায়খ আবদুল্লাহ বিন সালাম আল্ বাসরী (রহঃ)

৬. কাতফুচ ছামার (قطف الثمر) - ছাব্তুশ শায়খে আল্-ফুল্লানী (রহঃ) (মৃত্যু- ১২১৮ হিজরী)

৭. ইত্তেহাফুল আকাবের' (اتحاف الاكابر) - ছাব্তুশ শাওকানী (রহঃ) (মৃত্যু- ১২৫২ হিজরী)

৮. 'আল্-ইয়ানেউল জনী' (اليانع الجنى) - ছাব্তুশ শায়খ আবদুল গণি আল্-মুজাদ্দেদী (রহঃ), মৃত্যু- ১২৯৬ হিজরী।

গ্রন্থকার এ ফকীর আমীমুল ইহছান এর একটি 'ছাবত' প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের নাম 'মিন্নাতুল বারী' (منة البارى)

৮. 'ইলমে আসমাউর রিজাল' (علم اسماء الرجال) ঃ

হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য যে সকল শাখা বিজ্ঞান উদ্ভব হয়েছে, তম্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহার্য্যকারী বিষয়ের নাম হলো- 'ইলমে আছমাউর রিজাল' (علم اسماء الرجال)। এতে হাদীসের রাবীগণের জীবনী, মৃত্যু, নাম, উপাধি, বংশ তালিকা, বংশ কৌলিন্য, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়নতা, খোদাভীরুতা, ধীশক্তি, কণ্ঠশক্তি মেধা-প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্যগত সুস্থতা ও রোগগ্রস্ততা প্রভৃতি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। হাদীস বর্ণনাকারীর শিক্ষক ও শিষ্যগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করা হয় এতে। এ ছাড়া বারীদের অপরাপর গুণাগুণ ও দোষত্রুটি খুঁটিনাটি সবকিছুর বিবরণ এতে তুলে ধরা হয়। মূলত এ জ্ঞান ছাড়া হাদীসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাছাই করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ, ইউরোপীয় লেখক ড. স্প্রেংগার এর উক্তি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য পৃথিবীতে এমন কোন জাতি, আজ পর্যন্ত আবির্ভাব ঘটেনি, যারা মুসলমানদের ন্যায় 'আসমাউর রিজাল এর মত এত উচ্চাঙ্গের, শাস্ত্র আবিস্কার করতে পেরেছে, যদ্বারা পাঁচলক্ষ হাদীসের বারীদের জীবন বৃত্তান্ত জানার সহায়ক হয়েছে।" (মুকাদ্দামা- ইসাবা, প্রকাশিত- কলিকাতা)

বিশ্বে যত ঘটনা ঘটুক না কেন, তা জানার দুইটি পন্থা রয়েছে। হয়তো মানুষ উক্ত ঘটনায় উপস্থিত হয়ে জ্ঞান লাভ করবে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে তার জ্ঞান নির্ভর করবে তার সচেতন উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষ অবলোকনের উপর। যেমন- সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেন। আর এ চাক্ষুষ জ্ঞান সাধারণত নিশ্চিত ও অকাট্য। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মানুষ অপর কোন লোকের মারফতে কোন কিছু শ্রবণ করে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। যেমন বিভিন্ন রাবীসূত্রে হাদীস শুনে জ্ঞান লাভ করা এ অবস্থায় ঘটনার সত্যসত্যতা যাছাইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা হলো- 'রাবী' ধর্মপরায়ন, নির্ভরযোগ্য, মেধাবী, ধীশক্তি ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কিনা। যদি রাবী তৎসমুদয় গুণাবলীর অধিকারী হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে বর্ণিত বিষয়াবলী সত্য। আর যদি তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, বর্ণিত বিষয়ের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

এ কথা নীরেট সত্য যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন নিজেরা কোন হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তাদের বর্নিত হাদীস সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্যান্য রাবীগণের মধ্যে ন্যায়বান (عدول) ও অবিশ্বস্ত (غير عدول), পরিচিত (معروف) ও অপরিচিত (مجهول) উভয় প্রকারের লোক থাকতে পারেন। এ কারণে হাদীস পর্য্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞান (فنجرح وتعديل) ও 'আসমাউর রিজাল' বিষয়ের সহিত একীভূত হয়ে পড়ে। যে সকল মুহাদ্দিসগণ রাবীদের জীবনী পর্য্যালোচনা ও তাদের দোষ গুণ বিচারে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছেন, সে সব হাদীস সমালোচকগণ সম্পর্কে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া যে সকল গ্রন্থাবলীর সাহায্যে রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত, তাদের জন্ম, মৃত্যু,বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, 'রাবী' ও 'মরবী আনহু' (শায়খ) এর মধ্যে সাক্ষাত লাভ প্রভৃতি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এ সব গ্রন্থগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা অবশ্যই উচিত।

কাজেই আমি এখানে 'ইলমে আছমাউর রিজাল' এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিষয়সমূহের উপর পৃথক পৃথক আলোচনার অবতারণা করেছি।

সাহাবীদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলী (كتب اسماء الرجال) ঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সাহাবাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর আবুল কাসেম আবদুল্লাহ আল্-বাগাবী (মৃত্যু- ৩৩০ হিজরী), আবদুল্লাহ বিন আবি দাউদ (রহঃ) (মৃত্যু- ৩১৬ হিজরী), আলী বিন সাকান, ইবনে শাহীন, আবু মনসুর মাওয়ার্দী, আবু হাতেম রাজী, আলী বিন সাকান, ইবনে শাহীন, আবু মনসুর মাওয়ার্দী, আবু নঈম প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ের উপর প্রচুর কিতাব রচনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার কৃত 'আল-ইস্তেয়াব' (الاستيعاب) ইবনুল আছীর কৃত- 'উদুসুল গাবা' (اسدالغابة) ও ইবনে হাজর আছকালানী কৃত 'আল-ইসাবা' এ তিনটি গ্রন্থ সাহাবাদের জীবনীর উপর রচিত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত ও সুবিস্তৃত গ্রন্থ। আলোচ্য এ তিনটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত। হাফেয যাহরী (রহঃ) নিজেই 'তজরীদে আছমায়ে সাহাবা' (تجريد اسماء صحابه) নামে গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন। এটিও প্রকাশিত। সাহাবাদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলী বিরচনের সাথে সাথে সাহাবী নন এমন রাবীদের নামও জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীও প্রণীত হতে থাকে। খলীফা বিন খায়াত (মৃত্যু- ৫৪০ হিঃ), ইবনে সা'দ (মৃত্যু- ২৩০ হিজরী, ইয়াকুব বিন আবি শায়বাহ (মৃত্যু- ২৭৭) ও আবু বকর বিন খায়ছুমা (মৃত্যু- ২৭৯ হিজরী) প্রমুখ এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাদীস সমালোচক ইমামগণ (ائمة الجرح والتعديل) ঃ

হাদীসের রাবীদের জীবনী পর্য্যালোচনা, তারা 'আস্থাভাজন' (বিশ্বস্ত) ব্যক্তি ছিলেন কি না, তা অনুসন্ধান ও যাচাই করা হাদীস বিজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। যখন ইসলাম ধর্মে নানা ফিৎনা-ফাসাদ ও ঝগড়া বিবাদের ঝড় উঠতে থাকে এবং মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারনানুযায়ী মনগড়া হাদীস রচনা করতে থাকে, তখন হাদীস শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তীব্র ভাবে। হাদীস গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে এক দারুন সংকট সৃষ্টি হয়। এ কারণে রাবীদের ন্যায়পরায়নতা, সততা, বিশ্বস্ততা ও হেফজ ক্ষমতা ইত্যাদির ব্যাপারে যাচাই বাছাই করা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। কালক্রমে 'আছমাউর রিজাল' (রাবীদের জীবন চরিত) কে কেন্দ্র করে রাবীদের দোষ-গুণ বিচার পূর্বক 'জরহ ও তাদীল' (جرح وتعديل) নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে উঠে। ফলে আলেমগণের মধ্যে এমন একটি দলের সৃষ্টি হয়, যাদের রায় ও মতামত রাবীদের দোষ-গুণ বিচারের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত ছিল।

সাহাবাদের মধ্যে ঃ

১. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), মৃত্যু- ৬৮ হিজরী
২. হজরত ওবাদাহ বিন সামেত (রাঃ), মৃত্যু- ৩৪ হিজরী
৩. হজরত আনাস বিন মালেক (রাঃ), মৃত্যু- ৯৩ হিজরী

তাবেয়ীদের মধ্যে ঃ

১. হজরত সাঈদ বিন মুছাইয়্যাব (রাঃ), মৃত্যু- ৯৫ হিজরী
২. হজরত আমাশ (রাঃ), মৃত্যু- ১৪৮ হিজরী
৩. হজরত ইমাম শা'বী (রাঃ), মৃত্যু-
৪. হজরত ইবনে সীরিন (রাঃ), মৃত্যু-
৫. হজরত ইমাম আবু হানীফা (রাঃ), মৃত্যু- ১৫০ হিজরী

তাঁরা রাবীদের জীবনীর উপর সমালোচনা করেছেন। সনদের দোষ-গুণ বিচার (جرح وتعديل) এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এ যুগে যয়ীফ রাবীর সংখ্যা ছিল খুবেই নগণ্য।

তবে তাবেয়ীদের মধ্যে ঃ

বিশিষ্ট হাদীস সমালোচক ইমাম শোবা বিন হাজ্জাজ (রাঃ) (মৃত্যু- ১৬০ হিজরী) সর্বপ্রথম তবে তাবেয়ীদের মধ্যে হাদীসের বারীদের দোষ-গুণ বিচার (جرح وعدل) এর নিয়মাবলী স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উদ্ভাবন করেছেন। এ যুগের নিম্নলিখিত কতিপয় যশস্বী হাদীস সমালোচক ইমামগণের (ائمة الجرح والتعديل) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. মামুর বিন রাশেদ (রাঃ), মৃত্যু- ১৫৩ হিজরী
২. হিশাম আদ-দাস্তাওয়ী (রাঃ), মৃত্যু- ১৫৪ হিজরী
৩. আওযায়ী (রাঃ), মৃত্যু- ১৫৬ হিজরী
৪. সুফিয়ান ছাওরী, মৃত্যু- ১৬১ হিজরী
৫. হাম্মাদ বিন সালমাহ, মৃত্যু- ১৬৭ হিজরী
৬. লাইছ বিন সা'দ (রাঃ), মৃত্যু- ১৭৫ হিজরী
৭. ইমাম মালেক (রাঃ), মৃত্যু- ১৭৯ হিজরী
৮. আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রাঃ), মৃত্যু- ১৮১ হিজরী
৯. আবু ইসহাক ফাজারী (রাঃ), মৃত্যু- ১৮৫ হিজরী
১০. মায়ানী বিন ইমরান মুসেনী, মৃত্যু- ১৮৫ হিজরী
১১. বিশর বিন আল-মুফাজ্জল, মৃত্যু- ১৮৬ হিজরী
১২. হজরত হুশায়ম বিন বাশীর (রাঃ), মৃত্যু- ১৮৮ হিজরী
১৩. হজরত ইসমাঈল বিন উলাইয়্যাহ (রাঃ), মৃত্যু- ১৯২ হিজরী
১৪. হজরত ইবনে ওহাব (রাঃ), মৃত্যু- ১৯৭ হিজরী
১৫. ইমাম ওয়াকী বিন আলজাররাহ (রাঃ), মৃত্যু- ১৯৭ হিজরী
১৬. হজরত সুফিয়ান বিন উয়ায়নিয়া (রাঃ), মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী

তবে তাবেয়ীনের যুগে হজরত ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল্-কাত্তান, (মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী) ও আবদুর রহমান আল্ মেহদী (রাঃ), (মৃত্যু- ১৯৮ হিজরী) ছিলেন এ বিষয়ে বিশিষ্ট পন্ডিত ও ইমাম। হজরত ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান (রাঃ) সর্বপ্রথম এ বিষয়ের উপর (সনদ কিংবা রাবীদের দোষগুণ বিচার পূর্বক) স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তবে তাবেয়ীনের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সা'দ (রাঃ) (২৩০ হিজরী), ইয়াহিয়া বিন মুঈন (রাঃ) ২৩৩ হিজরী, ইবনুল মদীনী, ২৩৪ হিঃ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) ২৪১ হিজরী প্রমুখ হাদীস বিজ্ঞানীগণ হাদীসশাস্ত্রের সমালোচনা গ্রন্থ বিরচনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর তাঁদের গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর উপর অধিকতর নির্ভর করে পরবর্তী যুগের হাদীস সমালোচকগণ এ বিষয়ে প্রভুত অবদান রেখেছেন।

এ ছাড়া এ যুগে কিংবা হিজরী নবম শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট হাদীস সমালোচক (ائمة الجرح والتعديل) ও সমালোচনা গ্রন্থ প্রণেতাগণের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের কতিপয় মনীষীদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা-

১. আবু দাউদ তায়ালিসী (রাঃ)
২. ইয়াযীদ বিন হারুন (রাঃ), মৃত্যু- ২০৬ হিজরী
৩. আবদুর রযযাক বিন হাম্মাম,
৪. আবু আসেম আদ দাহ্হাক, মৃত্যু- ২১২ হিজরী
৫. ইবনুল মাজেশুন, মৃত্যু- ২১৩ হিজরী
৬. আবু খায়ছামা জুহাইর বিন হারব (রাঃ), মৃত্যু- ২৩৪ হিজরী
৭. আবু জাফর আবদুল্লাহ আন--নাবীল, মৃত্যু-
৮. হাফেয আল জাযরী (রাঃ)
৯. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আন্-নোমাইর (রাঃ), মৃত্যু- ২৩৪ হিজরী
১০. আবদুল্লাহ বিন আমর আল-কাওয়ারীরি (রাঃ), মৃত্যু- ২৩৫ হিজরী
১১. ইসহাক বিন রাহওয়াইহ
১২. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আম্মার আল-মুসেলী, মৃত্যু- ২৪২ হিজরী
১৩. আহমদ বিন সালেহ, মৃত্যু- ২৪৮ হিজরী
১৪. হারুন বিন আবদুল্লাহ আল্-হাম্মল, মৃত্যু- ২৪৩ হিজরী
১৫. ইসহাক আল-কুসাজ, মৃত্যু- ২৫১ হিজরী
১৬. ইমাম দারমী (রাঃ)

১৭. ইমাম বুখারী (রাঃ)
১৮. ইমাম আজলী (রাঃ), মৃত্যু- ২৬১ হিজরী
১৯. বাকী বিন মুখাল্লেদ (রাঃ), মৃত্যু- ২৭৬ হিজরী
২০. আবু যুরআ দিমাশকী, মৃত্যু- ২৮১ হিজরী
২১. আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বাগদাদী (রাঃ)
২২. ইব্রাহীম বিন ইসহাক হারাবী (রাঃ), মৃত্যু- ২৮৫ হিজরী
২৩. মুহাম্মদ বিন ওয়াজ্জাহ (রাঃ), মৃত্যু- ২৮৯ হিজরী
২৪. আবু বকর বিন আবি আসেম (রাঃ)
২৫. আবদুল্লাহ বিন আহমদ, মৃত্যু- ২৯০ হিজরী
২৬. সালেহ জযরাহ (রাঃ), মৃত্যু- ২৯৩ হিজরী
২৭. আবু বকর আল্-বাজ্জার (রাঃ)
২৮. মুহাম্মদ বিন নাসর আল্-মিজওয়ারী, মৃত্যু- ২৯৪ হিজরী
২৯. মুহাম্মদ বিন ওসমান বিন আবি শায়বাহ (রাঃ), মৃত্যু- ২৯৭ হিজরী
৩০. আবু বকর ফরয়াবী (রাঃ)
৩১. ইমাম নাসায়ী (রাঃ)
৩২. ইমাম ছাজী (রাঃ), মৃত্যু- ৩০৭ হিজরী
৩৩. আবু ইয়ালা (রাঃ)
৩৪. আবুল হাসান সুফিয়ান (রাঃ)
৩৫. ইবনে খোযায়মা (রাঃ)
৩৬. ইবনে জারীর আত্-তাবরী (রাঃ)
৩৭. আবু জাফর আত্-তাহাভী (রহঃ)
৩৮. আবু বশর আদ-দাওলাবী (রাঃ)
৩৯. আবু আরুবা আল্-হাররানী (রহঃ), মৃত্যু ৩১৮ হিজরী
৪০. আবুল হাসান আহমদ বিন ওমাইর (রাঃ)
৪১. আবু জাফর আল-ওকায়লী (রাঃ), মৃত্যু- ৩২১ হিজরী
৪২. ইবনে আবি হাতেম।
৪৩. আহমদ বিন নাসর আল্-বাগদাদী
৪৪. শায়খ দারে কুৎনী (রাঃ), মৃত্যু- ৩২৩ হিজরী
৪৫. আবু হাতেম বিন হিববান আল্-বুস্তী (রাঃ)
৪৬. ইমাম তিবরানী (রাঃ)
৪৭. ইবনে আদ্দী (রাঃ)
৪৮. আবু আলী আল্-হোসাইন বিন মুহাম্মদ নিশাপুরী (রাঃ), মৃত্যু- ৩৬৫

৪৯. আবুশ শায়খ ইবনে হিববান (রাঃ), মৃত্যু- ৩৬৯ হিজরী
৫০. আবু বকর আল-ইসমাঈলী (রাঃ), মৃত্যু- ৩৭১ হিজরী
৫১. আবু আহমদ আল্-হাকেম (রাঃ), মৃত্যু- ৩৭৮ হিজরী
৫২. ইবনে শাহীন
৫৩. ইবনে মান্দাহ
৫৪. আবু-আবদুল্লাহ আল হাকেম (রাঃ)
৫৫. আবু নসর আল্-কলাবাজী (রাঃ), মৃত্যু- ৩৯৮ হিজরী
৫৬. আবদুর রহমান বিন আল্-গতীছ (রাঃ), মৃত্যু- ৪০২ হিজরী
৫৭. আবদুল গণি বিন সাঈদ (রাঃ)
৫৮. আবু বকর বিন মারদাবিয়া আল্-ইস্পেহানী (রাঃ)
৫৯. মুহাম্মদ বিন আবিল মুওয়ারছ আল্-বাগদাদী, মৃত্যু- ৪১২ হিজরী
৬০. আবু বকর আল্-বারকানী (রহঃ), মৃত্যু- ৪২৫ হিজরী
৬১. আবু হাতেম আল আবদরী (রাঃ)
৬২. খালফ বিন মুহাম্মদ আল্-ওয়াস্তী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০১ হিজরী
৬৩. আবু মসউদ দেমশকী (রাঃ), মৃত্যু- ৪০০ হিজরী
৬৪. আবুল ফজল আল ফুলকী (রাঃ), মৃত্যু- ৪৩৮ হিজরী
৬৫. হাসান বিন মুহাম্মদ আল খিল্লাল আল বাগদাদী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৩৯ হিজরী
৬৬. আবু ইয়ালা আল্-খলীলী
৬৭. ইবনে আবদুল বার,
৬৮. ইবনে হাজম
৬৯. আল-বায়হাকী (রাঃ)
৭০. আল্-খাতীব,
৭১. ইবনে মাকুলা
৭২. আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী
৭৩. আবু আবদুল্লাহ
৭৪. আল-হুমায়দী
৭৫. আয-যুহলী (রাঃ), মৃত্যু- ৫০৭ হিজরী
৭৬. আবুল ফজল বিন তাহের আল-মুকাদ্দেসী (রাঃ), মৃত্যু- ৫০৭ হিজরী
৭৭. আল্-মুতামেন বিন আহমদ, মৃত্যু- ৫০৭ হিজরী
৭৮. শিরওয়াইহ আদ-দায়লামী আশশুতারচী, মৃত্যু- ৫২২ হিজরী
৭৯. ইমাম ছোমআনী, ৫৬২ হিজরী
৮০. আবু মুছা আল মদীনী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৮১ হিজরী

৮১. ইবনুল জাওযী (রাঃ)
৮২. আবুল কাসেম বিন আসাকের
৮৩. ইবনে বিশকেওয়াল, মৃত্যু- ৫৭৮ হিজরী
৮৪. আবু বকর আল্-হাজেমী (রাঃ), মৃত্যু- ৫৮৪ হিজরী
৮৫. আবদুল গণী মুকাদ্দেছী (রাঃ), মৃত্যু- ৬০০ হিজরী
৮৬. আর রোহাজী
৮৭. ইবনে মুফাজ্জল আল মুকাদ্দেসী (রাঃ), মৃত্যু- ৬১৬ হিজরী
৮৮. আবুল হাসান আল-কাত্তান, মৃত্যু- ৬৩৮ হিজরী
৮৯. ইবনুল আনমাতী (রাঃ), মৃত্যু- ৬১৯ হিজরী
৯০. ইবনে নুকতা (রাঃ), মৃত্যু- ৬২৯ হিজরী
৯১. ইবনুস সালাহ
৯২. আজ-যকী আল মুনযেরী (রাঃ)
৯৩. আবু আবদুল্লাহ আল-বারজালী (রহঃ), ৬৩৬ হিজরী
৯৪. ইবনুল আবার,
৯৫. আবু শামা, মৃত্যু- ৬২৫ হিজরী
৯৬. ইবনুদ দাবেসী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৩৭ হিজরী
৯৭. ইবনুন নাজ্জার, মৃত্যু- ৬৪৩ হিজরী
৯৮. ইবনু দকীকুল ঈদ,
৯৯. আশ-শুরফু আল্-মায়দুমী
১০০. দিমিয়াতী
১০১. ইবনে তাইমিয়া
১০২. ইমাম মেজ্জী
১০৩. ইবনে সৈয়্যদুন নাছ
১০৪. আবু আবদুল্লাহ বিন আইবেক
১০৫. ইমাম যাহবী
১০৬. শিহাব বিন ফজলুল্লাহ, মৃত্যু- ৭৪৯ হিজরী
১০৭. মুগলতায়ী
১০৮. ইবনুত তুরকামানী
১০৯. শরীফুল হোসায়নী দেমাশকী
১১০. জায়নুদ্দীন আল-ইরাকী
১১১. ওলী উদ্দিন আল-ইরাকী
১১২. ইমাম নুরুদ্দিন হায়ছামী

১১৩. হজরত বোরহান উদ্দিন হালাবী
১১৪. ইবনে হাজর আসকালানী
১১৫. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)
১১৬. ইবনে কুতলুবাগা,
১১৭. ইমাম সাখারী (রহঃ)

এখানে 'জরহ ও তাদীল' বিশেষজ্ঞগণ ও হাদীস সমালোচকগণের এ দীর্ঘ তালিকা পেশ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো- যাতে সকলেই এ কথা যেন জানতে পারেন যে, আমাদের হাদীস বিজ্ঞানীদের মধ্যে কতজন কি ভাবে হাদীস যাচাই-বাছাই ও সনদ পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তারা এ বিষয়ে কি অসাধ্য সাধনা করে গেছেন, কি যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এ সকল মনীষীবৃন্দের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা নাজিল হোক। এঁদের পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার ফলে জাল হাদীস রচনাকারী ও মিথ্যাভাষী রাবীদের মুখোশ উম্মোচিত হয়েছে। তাদের হীন চক্রান্ত চিরতরে নস্যাত হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের ব্যাপক গবেষণা সমালোচনা ও পর্য্যালোচনার ফলশ্রুতিতে সহী কিংবা যয়ীফ কিংবা মওজু হাদীস সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) স্বীয় প্রণীত 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থে বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনে আসাকের এর উদ্ধৃতিপূর্বক ইবনে উলাইয়্যা সূত্রে একটি ঘটনার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন, যথা-

একদা আব্বাসীয় বাদশাহ হারুন রশীদের নিকট একজন 'জিন্দীক' (ধর্মান্তরীত) ব্যক্তিকে হাজির করা হয়। বাদশাহ হারুন রশিদ সে ব্যক্তির মৃত্যুদন্ডের আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেন। লোকটি আরয করলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি যে মনগড়া ও বানোয়াট ৪ হাজার হাদীস রচনা করেছি, আপনি এ গুলো কি করবেন? হুজুর (দঃ) এ হাদীসগুলোর মধ্যে একটি অক্ষরও বলেন নি। অধিকন্তু, এগুলো লোক মুখে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাদশাহ হারুন প্রত্যুত্তরে বলেন- তুমি জান না- আবদুল্লাহ বিন মোবারক ও আবু ইসহাক ফাজারী প্রমুখ হাদীসের জাল প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তারা সহী হাদীসকে মওযু হাদীস থেকে পৃথক করে ফেলেছেন এবং মওযু হাদীস কোনটি তা এক একটি চিহ্নিত করে ফেলেছেন।

হাদীসের সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থাবলী ঃ

'জরহ ও তাদীল' (সনদ ও রাবীর দোষ-গুণ বিচার) ও 'আছমাউর রিজাল' (রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত) সম্পর্কীয় যাবতীয় গ্রন্থাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

(ক) সিহাহ ও যয়ীফ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

যে সকল গ্রন্থে 'ছেকাহ' (নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন) ও 'যয়ীফ' (দূর্বল) উভয়বিধ রাবীদের জীবনীর উপর আলোচনা, সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা করা হয়েছে, 'তাবকাতে ইবনে সা'দ (طبقات ابن سعد) এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ একখানা গ্রন্থ। ইহা প্রকাশিত করেছেন এবং 'ইনজাযুল ওয়াদেল মুনতাকা' (انجاز الوعد المنتقى) নামে এটার নামকরণ করেছেন। এ ছাড়া এ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা পেশ করা গেল, যথা-

১. 'কিতাবুত তাবকাত' (كتاب الطبقات) কৃত- খলীফা বিন খয়য়াত, মৃত্যু- ২৪০ হিজরী

২. 'কিতাবুত তাবকাত' (كتاب الطبقات) কৃত- ইমামে মুসলিম (রহঃ), মৃত্যু- ২৬১ হিজরী

৩. কিতাবুত তারীখ (كتاب التاريخ) কৃত- ইবনে আবি খায়ছুমা, মৃত্যু- ২৭৯ হিজরী

৪. তারীখুল কবীর (تاريخ الكبير) কৃত- ইমাম বুখারী (রহঃ), মৃত্যু- ২৫৬ হিজরী

৫. তারীখে আওছাত (تاريخ اوسط) কৃত- ইমাম বুখারী (রহঃ), মৃত্যু- ২৫৬ হিজরী

৬. তারীখে সাগীর (تاريخ صغير) কৃত- ইমাম বুখারী (রহঃ), মৃত্যু- ২৫৬ হিজরী

৭. কিতাবুত তারীখ (كتاب التاريخ) কৃত- ইবনে আবি হাতেম (রহঃ), মৃত্যু- ৩২৭ হিজরী

৮. কিতাবুত তারিখ (كتاب التاريخ) কৃত- হোসাইন বিন ইদ্রীচ আল-আনসারী ইবনে হাজম (রহঃ), মৃত্যু- ৩০১ হিজরী

৯. কিতাবুত তারীখ (كتاب التاريخ) কৃত - আলী বিন মদীনী, মৃত্যু- ২৩৮ হিজরী

১০. কিতাবুল ওয়াহাম ওয়াল ঈহাম (كتاب الوهم والايهام) কৃত- ইবনে হিববান, মৃত্যু- ৩৫৪ হিজরী

১১. কিতাবুল জরহে ওয়াত তাদীল (كتاب الجرح والتعديل) কৃত- আবু মুহাম্মদ বিন আল জারুদ, মৃত্যু- ৩০৭ হিজরী

১২. কিতাবুল এতেবার (كتاب الاعتبار) কৃত- ইমাম মুসলিম (রহঃ), মৃত্যু- ২৬১ হিজরী

১৩. কিতাবুত তামীজ (كتاب التميز) কৃত- ইমাম নাসায়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৩০৩ হিজরী

১৪. কিতাবুল ইরশাদ (كتاب الارشاد) কৃত- আবু ইয়ালা আল-খলীলী (রহঃ), মৃত্যু- ৪৪৫ হিজরী

১৫. আত্-তাকমীল ফী মারিফাতিছ ছেকাত ওয়াজ যোয়াফা ওয়াল মাজাহীল (التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل) কৃত- ইবনে কাছীর (রহঃ), মৃত্যু- ৭৭৪ হিজরী

১৬. কিতাবুত তারীখ (মীযানুল এতেদাল) كتاب التاريخ (ميزان الاعتدال) কৃত- ইমাম যাহবী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৮ হিজরী

১৭. আত্-তাকমেলাহ ফী আছমায়িচ ছেকাত ওয়ায যোয়াফা (التكملة فى اسماء الثقات والضعفا) কৃত- ইসমাইল বিন ওমর বিন কাছীর (রাঃ), মৃত্যু- ৭৭৪ হিজরী

১৮. তাবকাতুল মুহাদ্দেসীন (طبقات المحدثين) কৃত- ইবনুল মুলাককান (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৪ হিজরী

১৯. 'আল-কামাল ফী মারিফাতির রিজাল' (الكمال فى معرفة الرجال) কৃত- ইবনুল মুলাককান (রহঃ), মৃত্যু- ৮০৪ হিজরী।

(খ) ছেকাহ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

হাদীস সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র হাদীসের হাফেযগণ ও ছেকাহ রাবীগনের (বিশ্বাসযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী) জীবনী আলোচনা পূর্বক বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন এ বিষয়ে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল, যথা-

১. কিতাবুছ ছেকাত (كتاب الثقات) কৃত- হাফেয আহমদ বিন আবদুল্লাহ আজলী (রহঃ), মৃত্যু- ২৬১ হিজরী

২. কিতাবুছ ছেকাত (كتاب الثقات) কৃত- ইবনে শাহীন, আবু হাফস ওমর বিন আহমদ (রহঃ), মৃত্যু-৩৮৫ হিজরী

৩. কিতাবুছ ছেকাত (كتاب الثقات) কৃত- আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান বুস্তী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৫৪ হিজরী

৪. কিতাবুছ ছেকাত (كتاب الثقات) কৃত- জায়নুদ্দীন কাসেম বিন কতলুবাগা, মৃত্যু- ৮৭৯ হিজরী

৫. তাবকাতুল হুফফায (طبقات الحفاظ) কৃত- ইমাম যাহযী (রহঃ)

৬. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- ইবনে দাববাগ (রহঃ) মৃত্যু- ৫৪৬ হিজরী

৭. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- ইবনে মুফাজ্জল

৮. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- ইবনে হাজর আসকালানী

৯. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- ইমাম সয়ুতী (রহঃ)

১০. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- তাকী বিন ফাহাদ

১১. তাবকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ) কৃত- মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাশেমী (রহঃ)

গ্রন্থ রচিয়তা এ ফকীর ও ইমাম যাহবী কৃত 'তাবকাতুল হুফ্ফায' (طبقات الحفاظ) গ্রন্থের সার সংক্ষেপ পুস্তক রচনা করেছেন।

(গ) যয়ীফ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

হাদীস বিজ্ঞানীগণের মধ্যে অনেকেই কেবল যয়ীফ (দূর্বল) রাবীদের জীবনের উপর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ বিষযে তারা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তম্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নে বর্ণিত করা গেল। যথা-

১. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- ইমাম বুখারী (রহঃ) ২৫৬ হিজরী

২. কিতাবুয যোয়াফা ওয়াল মাতরুকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين) কৃত- ইমাম নাসায়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৩০৩ হিজরী

৩. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- আবুল ফরাজ আবদুর রহমান বিন আলী আল জাওযী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৯৭ হিজরী।

৪. 'মুখতাচার যোয়াফা'য়ে ইবনে জাওযী (مختصر ضعفاء ابن جوزى) কৃত- ইমাম যাহবী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৮ হিজরী

৫. যায়লুয যোয়াফা (ذيل الضعفاء) কৃত- আলাউদ্দিন মোগলতায়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৬২ হিজরী।

৬. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- মুহাম্মদ বিন আমর ওকাইলী (রহঃ), মৃত্যু- ৩২২ হিজরী।

৭. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- হাসান সাগানী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৫০ হিজরী।

৮. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- ইবনে হিব্বান বুস্তী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৫৪ হিজরী।

৯. কিতাবুল কামেল (كتاب الكامل) কৃত- আবু আহমদ ইবনে আদ্দী, মৃত্যু- ৩৬৫ হিজরী।

১০. 'যায়লু কিতাবিল কামেল' (ذيل كتاب الكامل) কৃত- ইবনে রুমিয়া, মৃত্যু- ৬৩৭ হিজরী।

১১. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- ইমাম দারে কুৎনী (রহঃ), মৃত্যু- ৩৮৫ হিজরী।

১২. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- ইমাম হাকেম (রহঃ)

১৩. কিতাবুয যোয়াফা (كتاب الضعفاء) কৃত- ইমাম মার্দেনী (রহঃ)

১৪. মীযানুল এতেদাল (ميزان الاعتدال) কৃত- ইমাম যাহবী (রহঃ)

১৫. যায়লু মীযানিল এতেদাল (ذيل ميزان الاعتدال) কৃত- যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (রহঃ), মৃত্যু-

১৬. লিসানুল মীযান (لسان الميزان) কৃত- ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ)

১৭. তাকবীমুল লেসান (تقويم اللسان) কৃত- ইবনে হাজর আসকালানী

১৮. তাহরীরুল মীযান (تخرير الميزان) কৃত- ইবনে হাজর আসকালানী

পূর্বোল্লেখিত কতিপয় গ্রন্থসমূহে এমন অনেক হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী ও সংযোজিত করা হয়েছে, মূলত যাঁরা যয়ীফ (দূর্বল) রাবীর দোষত্রুটি উল্লেখ করেছেন। তাই হাদীস সমালোচকের দৃষ্টি থেকে উক্ত রাবীর জীবনী পর্য্যালোচনা এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হয়ে উঠে নি।

(ঘ) জাল হাদীস রচনাকারীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

হাদীস বিশারদগণ জাল ও বানোয়াট হাদীসের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্রান্ত হননি, বরং তারা জাল হাদীস রচনাকারী ও মিথ্যাভাষীদের জীবনী আলোচনা পূর্বক তাদের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিত, জাল ও বানোয়াট হাদীস রচনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত কতিপয় গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নে আলোচনা করা গেল, যথা-

১. 'আল-কাশফুল হাছীছ ফী মান রামা বে ওয়াজয়ীল হাদীস' (الكشف الحثيث فيمن رمى بوضع الحديث) কৃত- ইমাম হালবী (রঃ)

২. 'কানুনুল মওযুয়াত ফী আছামীল ওয়াজ্জায়ীন আল্-কাজ্জাবীন' (قانون الموضوعات فى اسامى الوضاعين الكذابين) কৃত- মুহাম্মদ তাহের আল্-ফাতনী।

গ্রন্থ প্রণেতা এ ফকীর মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান শেষোক্ত গ্রন্থখানার সার সংক্ষেপ করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নব সংস্করণ হিসাবে 'কিতাবুল ওয়াজেয়ীন' (كتاب الواضعين) নামে এটার নামকরণ করেছেন।

(ঙ) মুখতালাত রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

রাবীগণ আদালত গুণের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে 'জবত' গুণের অধিকারী হওয়াও হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাপকাটি। কখনো কখনো হাদীসের রাবীর মধ্যে শুধু 'জবত' এর ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এ সকল মনীষীদেরকে সচরাচর 'যোয়াফা' (দূর্বল) রাবী বলে গণ্য করা হয়। আবার কখনো কখনো অন্য কোন কারণের প্রেক্ষিতে রাবীর মধ্যে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা লঘু হয়ে দেখা যায় আর এ সকল রাবীদেরকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মুখতালাত' (مختلط) বলা হয়। বিশিষ্ট হাদীস সমালোচক ইমাম হালবী (রহঃ) এ বিষয়ে 'আল্-ইহতেয়াত বে মান রামা বিল ইখতেলাত' (الاحتياط بمن رمى بالاختلاط) নামে

একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ফকীর মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপ করেছেন।

সাধারণতঃ সকল মুহাদ্দেসীনের মতে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য রাবীগণ 'আদালত' ও 'জবত' গুন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে সনদের ধারাবাহিকতা পরস্পর মিল থাকা (اتصال سند) অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ- যদি রাবী স্বীয় 'মরবী আনহু' (مروى عنه) বা (যার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন) হতে হাদীস শ্রবণ করেন, তাহলে এ হাদীসটি 'মুত্তাসাল' (متصل) নামে অভিহিত করা হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় কারণের প্রেক্ষিতে হাদীসের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়, যথা-

১. ছাত্র ও শায়খ উভয়েই সমসাময়িককালের না হওয়া, যেমন- রাবীর জন্মের পূর্বে শায়খের মৃত্যুবরণ করা। এ জন্য হাদীস বিজ্ঞানীগণ রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু সন অনুসন্ধান করে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন।

২. ছাত্র ও শায়খ উভয়েই সমসাময়িক কালের হলেও পরস্পর সাক্ষাত লাভ না করা। এ শ্রেণীর রাবীদের অনুসন্ধান পূর্বক এ বিষয়ে 'কিতাবুল মারাসীল' (كتاب المراسيل) নামে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়।

৩. ছাত্র ও শায়খ উভয়েই সমসাময়িককালের হন এবং উভয়ের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়েছে বটে। কিন্তু রাবী যার নিকট হতে হাদীস শুনেছেন, তার নামোল্লেখ না করে বরং উপরস্থ রাবীর নামোল্লেখ করেন। এ রকম আচরণের ফলে রাবীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয় সম্পূর্ণরূপে। হাদীসের পরিভাষায় এমন রাবীকে 'মুদাল্লেছ' (مدلس) নামে আখ্যায়িত করা হয়। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মুদাল্লেছ রাবীদের জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা করেছেন এবং তাদের জীবনাদর্শ ও চরিত্রের উপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন।

(চ) রাবীদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

জাল হাদীস প্রতিকারের অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীদের জন্ম (مواليد) ও মৃত্যুসন (وفيات) অনুসন্ধান করেছেন বলে দাবী করতেন, তা পরীক্ষা করার জন্য রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু সন সংগ্রহ করার ব্যাপারে অবিরাম অভিযান পরিচালনা করেছেন।

১. 'কিতাবুল মাওয়ালীদ ওয়াল ওফিয়াত' (كتاب المواليد والوفيات) এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম একখানা গ্রন্থ রচনা করেন বিশিষ্ট হাদীস বিজ্ঞানী আবু

সোলায়মান মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (রহঃ)। এতে তিনি হিজরী প্রথম সন থেকে হিজরী ৩৩৮ সন পর্যন্ত ক্রমিকানুসারে সকল রাবীগণের জন্ম ও মৃত্যু সন সংকলন করেন। অতঃপর হাফেজ আবু মুহাম্মদ বিন আবদুল আযীয কাত্তানী, মৃত্যু- ৪৬৬ হিজরী অতঃপর হিবাতুল্লাহ কাত্তানী (রহঃ) ৪৮৫ হিজরী, অতঃপর আলী বিন মুফাজ্জল মুকাদ্দেছী ৬১১ হিজরী অতঃপর হাফেজ আবদুল আজিম মুনযেরী ৬৫৬ হিজরী, অতঃপর ইজ্জুদ্দীন বিন মুহাম্মদ ৬৭৪ হিজরী অতঃপর আহমদ বিন আইবেক দিমিয়াতী (রহঃ), ৭০৫ হিজরী, অতঃপর হাফেয জায়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) ৮০৬ হিজরী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ প্রথমোক্ত গ্রন্থের স্ব স্ব পরিশিষ্ট বা পাদটীকা (ذيول) লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব যুগ পর্যন্ত সকল রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু সনের একটি তালিকা সংযোজন করেন।

২. *'তারীখে বরযালী' (تاريخ برذالى) ঃ* আবুল কায়েস মুহাম্মদ দেমাশকী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৩৮ হিজরী কর্তৃক রচিত এ বিষয়ের উপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তকী উদ্দীন রাফে তাঁর এ গ্রন্থখানার পরিশিষ্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এতে ৭৭৪ হিজরী পর্যন্ত সকল রাবীগণের জন্ম ও মৃত্যু সনের তালিকা সন্নিবেশিত করেন। হাফেয ইবনে হাজর (রাঃ) তকি উদ্দিনের কিতাবের পরিশিষ্ট লিখেন এবং স্বীয় যুগ পর্যন্ত সকল রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু সন সংযোজন করেন।

৩. 'ওফিয়াতুশ শুয়োখ' (وفيات الشيوخ) কৃত- মুবারক বিন আহমদ আনসারী

৪. 'কিতাবুল ওফিয়াত' (كتاب الوفيات) কৃত- ইব্রাহীম বিন ইসমাইল আল্-হাব্বাল (রহঃ), মৃত্যু- ৪৮২ হিজরী।

(ছ) 'মুরছেল' ও 'মুদাল্লেছ' রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

হাদীস বিশারদগণ হাদীসের সূত্র ধারাবাহিকতা ছিন্ন 'মুনকাতা' ও 'মুরসাল' হাদীসের রাবীগণের জীবনীর উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা ইবনে আবি হাতেম রাজী সর্বপ্রথম মুরসেলীনের জীবনীর উপর 'মারাসীলে আবি হাতেম' (مراسيل ابى حاتم) নামে একখানা কিতাব সংকলন করেন। গ্রন্থ রচিয়তা এ ফকীর মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান এটার সার সংক্ষেপ (تلخيص) করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মুদাল্লেছীনের জীবনীর উপর সর্বপ্রথম হোসাইন বিন আলী কারাবেছী, মৃত্যু- ২৪৮ হিজরী একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর ইমাম নাসায়ী (রহঃ), যায়নুদ্দীন

ইরাকী, ওলী উদ্দিন বিন আবি যুরআ প্রমুখ হাদীস বেত্তাগণ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। প্রখ্যাত হাদীস বিজ্ঞানী ইব্রাহীম হালবী (রহঃ) মৃত্যু- ৮৪১ হিজরী 'মুদাল্লেছীনের' জীবনীর উপর বিভিন্ন দিক আলোচনাপূর্বক 'আত্-তাবয়ীন ফী আছমায়ীল মুদাল্লেছীন' (التبيين فى اسماء المدلسين) নামে একটি কিতাব সংকলন করেছেন। ইবনুল ইরাকী, ইবনে হাজর ও ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) এ কিতাবের পরিশিষ্ট লিখেছেন।

গ্রন্থ প্রণেতা এ ফকীর মুহাম্মদ আমীমুল ইহছান এ বিষয়ের উপর 'আছমাউল মুদাল্লেছীন' (اسماء المدلسين) নামে সংক্ষেপে একটি পুস্তক রচনা করেছেন।

(জ) রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী ঃ

হাদীস বর্ণনাকারীগণ কখনো ডাক নামের সহিত পরিচিত হয়ে থাকেন আবার কখনো 'কুনিয়াত' (উপনাম) কিংবা কখনো 'লাকাব' (উপাধি) এর সহিত বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে থাকেন। পরিচিত ও প্রসিদ্ধ নয় এমন কোন নাম কিংবা উপাধি কিংবা উপনাম উল্লেখ করলে প্রকৃত রাবী চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকে না। কাজেই হাদীস বেত্তাগণ এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধি সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাদের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. আলী বিন আল মদীনী (রহঃ), মৃত্যু- ২৩৪ হিজরী

২. ইমাম নাসায়ী (রহঃ), মৃত্যু- ৩০৩ হিজরী

৩. হাকেম আবু আবদুল্লাহ নেশাপুরী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০০ হিজরী

৪. ইবনে আবদুল বীর, মৃত্যু- ৪০৭ হিজরী

৫. আবু হাতেম রাজী, মৃত্যু- ৩২৭ হিজরী

৬. ইমাম যাহবী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৮ হিজরী

৭. হযরত আবু বকর শিরাজী (রহঃ), মৃত্যু- ৪০৭ হিজরী

৮. আবুল ফজল ইবনুল জাওযী (রহঃ), মৃত্যু- ৫৭৭ হিজরী

(ঝ) 'মু'তালাফ', 'মুখতালাফ', 'মুত্তাফাক', 'মুফতারাক' ও 'মুশতাবাহ' রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী-

রাবীদের নাম ও বংশ তালিকায় এমন কতগুলো শব্দ রয়েছে, যেগুলোর উচ্চারণ ভিন্ন, কিন্তু লেখার সময় পরস্পর মিল আছে। যেমন- (سلاَمَ) (সালাম), (سَلاَّم) (সাল্লাম), এ জাতীয় নাম ও শব্দগুলোকে 'মু'তালাফ ও মুখতালাফ' (مؤتلف ومختلف) নামে অভিহিত করা হয়। আবার এমন কতিপয় শব্দ রয়েছে, যে গুলো লেখার মধ্যে পরস্পর মিল থাকলেও কিন্তু অর্থ ভিন্ন, যেমন- আহমদ বিন খলীল, যদিও একজন ব্যক্তি বিশেষের নাম কিন্তু এ নামে আরও অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে। এ জাতীয় নামকে 'মুত্তাফাক ও মুফতারাক' (متفق ومفترق) বলা হয়। বারীদের মধ্যে অনেকের নাম এমনও রয়েছে, যে গুলো লেখা ও উচ্চারণের দিক দিয়ে মিল থাকে, কিন্তু পিতার নাম কিংবা নিজের নামের প্রতি সম্বোধন করার দিক দিয়ে ভিন্ন হয় যেমন- (محمد بن عقيل) (মুহাম্মদ বিন আকীল), (محمد بن عقيل) (মুহাম্মদ বিন ওকাইল), (سريج بن النعمان) (ছোরায়হ বিন নোমান) ও (شريح بن النعمان) (শোরায়হ বিন নোমান) হাদীসের পরিভাষায় এ সকল নাম কিংবা শব্দসমূহকে 'মুশতাবাহ' (مشتبه) বলা হয়।

(مؤتلف ومختلف) ('মু'তালাফ ও মুখতালাফ') রাবীদের জীবনীর উপর সর্বপ্রথম আবু আহমদ আসকারী (রহঃ) কিতাব রচনা করেছেন, অতঃপর আবদুল গণি বিন সাঈদ আল-আজাদী (রহঃ) এ বিষয়ের উপর কিতাব লেখেন এবং এটা প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম দারকুতনী, ইবনে মাকুলা, আহমদ বিন আলী আল-খাতীব, ইবনে লুকতা, মনসুর, ইবনে সেলিম, আবু মুহাম্মদ দেমাশকী, মুগলতায়ী, ইয়াহিয়া বিন আলী মিসরী, মুহাম্মদ আল বিউরুবী, ইবনুল গুতী এবং ইমাম মার্দেনী প্রমুখ, এ বিষয়ের উপর প্রচুর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'মুত্তাফাক ও মুফতারাক' (متفق ومفترق) ও 'মুশতাবাহ' (مشتبه) হাদীসের রাবীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-খতীব (রহঃ) এর নাম চিরস্মরণীয়।

(ঞ) বিশেষ বিশেষ কিতাবের অন্তর্ভূক্ত রাবীদের জীবনীগ্রন্থ ঃ

হাদীসবেত্তাগণ বিশেষ বিশেষ কিতাবের অন্তর্ভূক্ত রাবীদের জীবনীর বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা-পর্য্যালোচনা করেছেন, তাদের সনদের দোষ-গুণ বিচার করেছেন, তাদের জীবনীর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১. রিজালুল বুখারী (رجال البخاری) কৃত- আহমদ বিন মুহাম্মদ কালাবাজী, মৃত্যু- ৩৯৮ হিজরী, 'সহী বুখারী' গ্রন্থে যে সকল রাবীর নাম রয়েছে তাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে এতে।

২. 'রিজালুল বুখারী' (رجال البخاری) কৃত- মুহাম্মদ বিন দাউদ আলকুর্দী, মৃত্যু- ৯৯৮ হিজরী, তিনি এতে সহী বুখারীর অন্তর্ভূক্ত সকল রাবীদের জীবনী আলোচনা করেছেন।

৩. 'রিজালু মুসলিম' (رجال مسلم) কৃত- ইবনে মনজুওয়াইহ, মৃত্যু- ৪২৮ হিজরী। সহী মুসলিমের সনদ সমূহে যে সকল রাবী রয়েছেন, তাদের জীবনী এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৪. রিজালু মুসলিম (رجال مسلم), কৃত- আহমদ ইসবেহানী (রহঃ), ২৬৯ হিজরী।

৫. রিজালুস সহীহাইন (رجال الصحيحين) কৃত- মুহাম্মদ বিন তাহের আল্-মুকাদ্দেছী (রহঃ), মৃত্যু- ৫০৭ হিজরী, সহী বুখারী ও সহী মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের সনদ সমূহে যে সকল রাবী রয়েছেন, তাদের জীবনী একত্রে সংকলন করা হয়েছে।

৬. রিজালুস সহীহাইন (رجال الصحيحين) কৃত- হিবাতুল্লাহ লালকায়ী, মৃত্যু- ৪১৮ হিজরী।

৭. রিজালে আবি দাউদ (رجال ابی داؤد) কৃত- আল্লামা জানানী, মৃত্যু- ৪৯৮ হিজরী।

৮. কাশফুল মুবাত্তা বে রিজালিল মুয়াত্তা, (كشف المبطا برجال الموطأ) কৃত- ইমাম জালালুদ্দীন সয়ুতী (রহঃ), মৃত্যু- ৯১১ হিজরী।

৯. রিজালু শরহে মায়ানীল আছার (رجال شرح معانی الاثار) কৃত- ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৫৫ হিজরী, এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপ 'কাশফুল আসতার' (كشف الاستار) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

১০. 'তাজীলুল মুনফেয়াই বে রেজালিল আরবাআ (تعجيل المنفعة برجال الاربعة) কৃত- হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ), মৃত্যু- ৮৫২ হিজরী, মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে শাফেয়ী ও মুসনাদে আবু হানীফা এ ৪ খানা গ্রন্থ সমূহের অন্তর্ভূক্ত সকল রাবীগণের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে এতে।

১১. 'রিজালুস সুনানিল আরবাআ' (رجال السنن الاربعة) কৃত- আহমদ বিন আহমদ আল্-কুর্দী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৬৩ হিজরী।

১২. 'রিজালু মুসনাদে আহমদ আল্-মুছাম্মা বে-খচায়েচে মুসনাদিল ইমাম (رجال مسند احمد المسمّٰى بخصائص مسند الامام) কৃত- আবু মুছা ইসবেহানী

১৩. রিজালু ফিতাবিল হুজ্জাজ ও কিতাবিল আছার লে মুহাম্মদ আশ্‌শায়বাণী- (رجال كتاب الحجج وكتاب الاثار لمحمد الشيبانى) কৃত- শায়খ আবদুল বারী লক্ষ্মৌবী, মৃত্যু- ১৯২৪ হিজরী।

১৪. রিজালু আছারে আবি ইউছুফ (رجال اثار ابى يوسف) কৃত- আবুল ওয়াফা আল-আফনানী (রহঃ)।

আবু মুহাম্মদ আবদুল গণি মুকাদ্দেছী মৃত্যু- ৬০০ হিজরী, স্বীয় বিরচিত 'আল্-কামাল' গ্রন্থে সিহাহ-সিত্তার বারীদের জীবনী একত্রে সংকলন করেছেন। জামালুদ্দীন ইউসুফ মেজ্জী (রহঃ) মৃত্যু- ৭৪২ হিজরী উক্ত গ্রন্থটিকে সুন্দর রূপে সজ্জিত করে 'তাহযীবুল কামাল' (تهذيب الكمال) নামকরণ করেন। ইমাম যাহযী (রহঃ) মৃত্যু- ৭৪৮ হিজরী 'তাহযীবুল কামাল' এর সার সংক্ষেপ করেন। আলা উদ্দিন মুগলতায়ী (রহঃ) 'তাইযীবুল কামাল' কে সুন্দররূপে বিন্যস্ত করে এটার নামকরণ করেন 'ইকমালুত তাহযীব' (اكما التهذيب)। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) মেজ্জীর 'তাহযীবুল কামাল' কে নতুন ভাবে সংশোধন ও সংযোজন করে 'তাহযীবুত তাহযীব' (تهذيب التهذيب) নামে এটার নামকরণ করেন। 'আছমাউর রিজাল' বা রাবীদের জীবনী সম্বলিত এ বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানা ২২ খন্ডের সমম্বয়ে প্রকাশিত হয়। ইবনে হাজর স্বয়ং এ কিতাবের সংক্ষেপ করেন। এটি 'তাকরীবুত তাহযীব' (تقريب التهذيب) নামে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। হাদীসবেত্তাগণের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ের উপর আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'মিশকাতুল মাসাবীহ' প্রণেতা ওলী উদ্দিন আল-খাতীব আত্ তিবরিযী স্বীয় গ্রন্থের রাবীদের জীবনীর উপর একটি চমৎকার কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নামকরণ করেছেন- 'আল্-ইকমাল ফী আছমায়ির রিজাল' (الاكمال فى اسماء الرجال)। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহৎ) মিশকাতের রাবীদের জীবনীর উপর একখানা গ্রন্থ সংকলন করেছেন। রাবীদের দোষ-গুণ বিচারের নিয়মাবলী সম্পর্কে মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী (রহঃ) 'আর-রাফয়ু ওয়াত তাকমীল ফীল

জরহে ওয়াত-তাদলী' (الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইলমু ইলালিল হাদীস (علم علل الحديث) ঃ

বাহ্যত দেখা যায় যে, কোন হাদীসের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই, হাদীসের সনদের মধ্যে কোন দোষ নেই। তবুও হাদীসের মধ্যে এমন কতিপয় দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যা একমাত্র হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আর হাদীসের সেই সকল ত্রুটি সমূহকে 'ইলালুল হাদীস' (علل الحديث) বলা হয় আর এ জাতীয় দোষনীয় হাদীসগুলোকে 'মালুল' (معلول) বলা হয়।

হাদীস শাস্ত্রের এ শাখা বিষয়টি অত্যধিক কঠিন ও জটিল। যাঁরা এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন, তাদের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা-

১. ইবনুল মদীনী, ২. ইবনে আবি হাতেম, ৩. ইমাম সাজী, ৪. জুযেযানী, ৫. খাল্লাল, ৬. ইমাম মুসলিম, ৭. ইমাম তিরমিযী, ৮. ইমাম দারকুতনী, ৯. ইমাম হাকেম, ১০. আবু আলী, ১১. আজ যুজামী, ১২. ইবনে জাওযী।

ইলমু মওযুয়াতিল হাদীস (علم موضوعات الحديث) ঃ

সহী হাদীস সমূহ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে, মওযু হাদীস (মনগড়া ও বানোয়াট হাদীস) অবশ্যই বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য। কারণ উল্লেখ ছাড়া জাল হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। ক্ষমতা (قوت) ও দূর্বলতা (ضعف) এর দিক দিয়ে সহী (বিশুদ্ধ) ও মওযু (বানোয়াট) হাদীসের মধ্যে অনেক স্তর রয়েছে। অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ এ জাতীয় হাদীস সমূহের গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারে নানা আইন কানুন প্রণয়ন করেন। মিথ্যা ও জাল হাদীস রচনা করা মহা পাপ। জাল হাদীস রচনাকারী ও মিথ্যা হাদীস রচনাকারী এ উম্মতগণের মধ্যে মারাত্মক অপরাধী। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ ফরমায়েছেন-

"من كذب علىّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"

অর্থ- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা হাদীস অপবাদ দেয়, তার উচিৎ সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানায়। মুহাদ্দিসগণের নিকট এ হাদীসটি মুতাওয়াতের এর স্তরে উপনীত। ষাট ও ততোধিক সাহাবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আশ্‌রা মুবাশেশরা' (عشره مبشره) এদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে

বিভিন্ন স্তরের রাবীগণ বিপুল সংখ্যাধিক্যের সহিত এ হাদীসটি বর্ণনা করে আসছেন। মহানবী (দঃ) এর উক্ত সতর্কবাণী ঘোষণার ফলে সাহাবাগণ হাদীস বর্ণণার ব্যাপারে খুবেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) একদা (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) অর্থাৎ রসুলুল্লাহ এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণণার চেষ্টা করেন কিন্তু অবনত মস্তকে তিনি দাঁড়িয়ে উঠেন। তাঁর নয়ন যুগলে শুরু হয় স্ফীত স্পন্দন। গায়ের লোম, শিরা, উপশিরা শিহরিত হয়ে উঠে। ভুলক্রমে কোথাও মিথ্যা আরোপিত হওয়ার ভয়ে তিনি বলতে লাগলেন "হুজুর (দঃ) হয়তো এর থেকে কিছু কম বলেছেন কিংবা এ কথার ন্যায় কিংবা প্রায় এ কথা বর্ণণা করেছেন- (ইবনে মাজা)। এ আলোচ্য কারণের পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাহাবাদের মধ্যে কেউ জাল হাদীস রচনা করেন নি। হিজরতের পর একদা এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সুপারিশ সংক্রান্ত একটি মিথ্যা হাদীস রচনা করেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ব্যক্তির প্রাণদন্ডের আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেন। (আহকামে আসেদী)

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর যুগে জাল হাদীস রচনার কোন অস্তিত্ব বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। স্বয়ং তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর হাদীস বর্ণণার বেলায় কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দিতেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতকালেও জাল হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সর্বস্তরের লোক মহাসমারোহে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কঠোর সতর্কতা ও কড়া দৃষ্টির দরুন বিশাল সাম্রাজ্যের কোন লোক হুজুর পাক (দঃ) এর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করার দুঃসাহস করেনি। অতঃপর হজরত ওচমান (রাঃ) নম্র স্বভাব, কোমল হওয়ায় কয়েক বছর পরে নানা ফিৎনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আরব ও অনারবের ধর্মদ্রোহী লোকেরা ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। ইয়ামনের অধিবাসী চতুর ও কপট আবদুল্লাহ বিন সাবা সর্বপ্রথম মওযু ও জাল হাদীস রচনা করেন। (লিসানুল মীযান) এবং এ মনগড়া হাদীস রচনা করার ধারাবাহিকতা আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে। হজরত ওচমান (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন-

" ان اناسًا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان لا ادرى ما هى (مسلم)ـ "

অর্থ- লোকেরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। হজরত ওচমান (রাঃ) বলেছেন- আমি জানি না, এগুলো প্রকৃত হাদীস কি না।

'তাবকাতে ইবনে সা'দ (طبقات ابن سعد) এ বর্ণিত- (كان عثمان يهاب الحديث) অর্থ- হজরত ওচমান (রাঃ) হাদীস বর্ণণার ক্ষেত্রে ভয় করতেন।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হজরত আলী (রাঃ) এর খিলাফতের যুগে জাল হাদীস রচনার প্রবণতা আরও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য হজরত আলী (রাঃ) সেই কপঠ মুনাফেক আবদুল্লাহ বিন সাবা সহ তাঁর অন্যান্য ধর্মদ্রোহী অনুচর বৃন্দকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। (বুখারী ও মীযানুল এতেদাল)

এমতাবস্থায় হজরত আলী (রাঃ) জাল হাদীস প্রতিরোধের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট হতে হলফ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। (মুসনাদে তায়ালিসী)। অপরদিকে সাহাবী নন এমন রাবীদের উপর এ শর্ত জুড়ে দেন যে সনদ ব্যতিরিকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে পারবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত হাদীসের ধারাবাহিকতা পরস্পর মিল থাকার জন্য রাবী কার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, তা স্পষ্ঠভাবে উল্লেখ করতে হবে। (যুরকানী আলাল মাওয়াহেব)

আমীরে মুয়াবিয়ার শাসনামলে 'জাল' (মনগড়া ও মিথ্যা) হাদীস রচনার তৎপরতা উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধিত হয়। একদা আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষন প্রদান করেন-

اما بعد بلغنى ان رجالاً منكم يحدثون احاديث ليست فى كتاب الله ولا يؤثر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم واولئك جهالكم فاياكم والأ مانى التى لتضل اهلها- (بخارى)

অর্থ- প্রশংসা ও দরুদের পর, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন কথা বলে থাকেন, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাওয়া যায় না, যা রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর হাদীসেও বর্ণনা মিলে না। মিথ্যাভাষী লোকেরা তোমাদের নিকট অপরিচিত লোক। তোমরা তাদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বেঁচে থাক। জাল হাদিস রচনাকারীগণ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী। (বুখারী) তিনি অন্যত্র দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন-

عليكم بالاحاديث مما كان فى زمان عمر فانه كان يخيف الناس فى الله

অর্থ- খলীফা ওমর (রাঃ) এর যুগে প্রচলিত বর্ণিত হাদীসসমূহ তোমাদের আঁকড়ে ধরে রাখা একান্ত উচিৎ। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতেন। (মুসলিম)

এজিদের শাসনামলে অনেক সাহাবা জীবিত ছিলেন। তবে আইনতঃ ধর্মীয় স্বাধীনতা তখনও সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ছিল। বনু মরওয়ানের রাজত্বকালে জাল হাদীস

প্রবর্তন করার প্রবণতা চরমান্নতি ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে হুযুর পাক (দঃ) এর হাদীসসমূহ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। তাই মরওয়ানের বংশধর, ফারুকে আজম (রাঃ) এর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় খলীফা হজরত ওমর বিন আবদুল আযীয হাদীস সংকলন ও সম্পাদন করার নির্দেশ জারী করেন। হাদীসবেত্তাগণ হাদীস সংকলন কাজে আত্মনিয়োজিত থাকেন। তারা বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতিতে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে হাদীস সমূহ গ্রন্থবদ্ধ করেন। হাদীস সমালোচক ইমামগণ এ সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীস যাচাই বাছাই করেন, হাদীসের সনদ পরীক্ষা করেন, হাদীসের দোষগুণ বিচার করেন, রাবীদের জীবনী পুংখানোপুংখরূপে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা করেন। আছমাউর রিজালের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এভাবে হাদীস সংরক্ষণের কাজ পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করে।

বিশিষ্ট হাদীস সমালোচক, ইবনে জাওযী (রাঃ) জাল হাদীস রচনাকারী বা মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদেরকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেন-

১. কিছু সংখ্যক লোক শুধুমাত্র তাদের মতের স্বপক্ষে জাল হাদীস রচনা করেন। যথা- খিত্তাবিয়া সম্প্রদায়, শিয়া সম্প্রদায় ও সালেমিয়া সম্প্রদায় এর লোকেরা।

বর্ণিত আছে যে, মুহলাব বিন আবু সাফরাহ ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) এর মনোনীত শাসনকর্তা। তিনি খারেজীদের বিরুদ্ধে অনেক জাল হাদীস রচনা করেছেন (কামেল, কৃত মুবরাদ, ৬৩২ পৃষ্ঠা ও ইবনে খিল্লিকান, পৃষ্ঠা-৭৬৪)। আবুল আয়না শিয়াগণের সমর্থনে বহু হাদীস মনগড়া রচনা করেন। মুহাম্মদ বিন হোসাইন সুন্নীদের পক্ষে অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ বিন হাসান সুলামী সুফীদের আনুকূল্যে জাল হাদীস রচনা করেন (লিসানুল মীযান)। মুহাম্মদ বিন কাসেম তালেকানী মুরজিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা করেন। (তাদরীবুর রাবী)

২. অনেক খোশামোদী ও সংবর্ধনা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তিগণও খলীফা, আমীর উমরাদের সম্মানে বহু জাল হাদীস রচনা করেন। যেমন- সিরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন উপলক্ষে বর্ণিত হাদীসসমূহ। কারণ সিরিয়া ছিল উমাইয়া বংশের রাজধানী ও উমাইয়া বংশের সমর্থকগণের অন্যতম ঘাটি। আব্বাসীয় বংশের খিলাফত সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ। বার্মাকী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ প্রভৃতি। বিশিষ্ট পন্ডিত গিয়াস বিন ইব্রাহীম আব্বাসীয় খলীফা মাহদীর জন্য কবুতরের কৌতুক

সংক্রান্ত একটি হাদীস রচনা করেন। আওয়ানা বিন হেকাম বনু উমাইয়াদের জন্য বহু মনগড়া হাদীস রচনা করেন। (মু'অজামুল উদাবা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৪)

৩. ধর্মদ্রোহীগণ কর্তৃক রচিত জাল হাদীস। হাম্মাদ বিন যায়দ (রাঃ) বলেছেন ধর্মদ্রোহী লোকেরা ১৪ হাজার মনগড়া হাদীস রচনা করে লোক সমাজে প্রচার করেন। (তাদরীবুর রাবী, পৃষ্ঠা- ১০৩), ইবনে আবিল আউজা নিজেই চার হাজার জাল হাদীস প্রবর্তন করেন।

৪. কতিপয় শিক্ষক স্বীয় শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক মওযু হাদীস বলে থাকেন। শিক্ষার্থীগণ মওযু হাদীস সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন আছেন কি না, তা ভালভাবে অবহিত করার জন্য শিক্ষকগণ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেন। কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের অবহেলায় এ সকল হাদীস সমুদয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এগুলো হাদীসের কিতাবে স্থান জুড়ে বসে। যথা ঃ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ এর সহিত ইবনে রবীয়াহ এর সংঘটিত ঘটনা এ ব্যাপারে উজ্জল স্বাক্ষর বহন করে। আবার কখনো কখনো এ রকমও লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন শিক্ষক একটি হাদীস শুনানোর জন্য সনদ বর্ণনা করেন কিন্তু তিনি হাদীসের মতন পঠনের পূর্বে অপ্রাসংগিক কিছু কথা বলে ফেলেন। ছাত্রগণ ভূলবশতঃ এটা হাদীস মনে করে চর্চা করতে থাকেন। যথা সুনানে ইবনে মাজায় এ পর্য্যায়ের একটি হাদীস রয়েছে।

৫. কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের ইজতেহাদী ফতোয়াসমূহের সমর্থনে মনগড়া ও বানোয়াট হাদীস রচনা করে থাকেন। নাউজু বিল্লাহ যথা- আবুল খাত্তাব বিন দাহিয়া সম্পর্কে এরূপ বলা হয়ে থাকে।

৬. অনেকেই আবার নিজেদের দরসকে (শিক্ষার আসরকে) চমকপ্রদ করে তোলার জন্য অজানা অপরিচিত সূত্রে হাদীস সমূহ জাল করে থাকেন। তাদের প্রতি যেন লোকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

৭. কতিপয় অপরিণামদর্শী সূফী সাধকগণ জনসাধারণকে পূণ্যকাজের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলার মানসে বহু জাল হাদীস রচনা করে থাকেন। বিশেষ করে ওয়ায়েজীন, গল্পকার, কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনাকারী ও সরলপ্রাণ সুফী সাধক প্রমুখ এ শ্রেণীর জাল হাদীস রচনায় অন্তর্ভূক্ত। আব্বান বিন আবি আয়াশ, আহমদ বাহলী ও সোলায়মান বিন ওমর এর ন্যায় প্রমুখ পরহেজগার, আবেদ ও সূফীগণ পর্যন্ত এ অভিযোগ থেকে রেহাই পান নি। (মীযানুল এতেদাল ও লিসানুল মীযান)।

পাক-ভারতে হাদীস চর্চা

বিশেষজ্ঞদের গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, প্রাগৈসলামিক যুগ থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সহিত আরবদের বাণিজ্যিক যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন ও বনু উমাইয়ার যুগে মুসলিম সৈন্য বাহিনীগণ ভারতের উপকূলবর্তী স্থান সিন্ধুতে গিয়ে পৌঁছেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে। হিজরী ৯৩ সনে মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধুর উপর অভিযান পরিচালনা করেন এবং তিনি এ অঞ্চলকে ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মুসলিম বাহিনীর এক দল লোক এ স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বিপুল সংখ্যক আলেম, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন প্রমুখগণ। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, তাদের প্রচেষ্ঠায় ঐ সময়ে ঐ এলাকায় বিশ্বনবীর শিক্ষা দীক্ষা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। হিজরী প্রথম শতকে পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস বিজ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হয়। 'সিন্ধু' ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। (শজরাতুয্ যাহাব) তবে এ যুগের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অধিক জানার কোন উপায় ছিল না। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সিন্ধু কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সংযুক্ত ছিল। অতঃপর গোটা দেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। হিজরী তৃতীয় শতকে এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এবং সেখানে বাতেনী সম্প্রদায়ের প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে কিছু কালের জন্য এ অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানদের নিবাস উচ্ছেদ হয়ে যায়।

হিজরী পঞ্চম শতকের সূচনালগ্নে ৪১২ হিজরী সনে সুলতান মাহমুদ গযনবী খায়বার গিরিপথে পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে লাহোর দখল করেন। ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশের সহিত মুসলমানদের পুনঃ সংযোগ স্থাপিত হয়। অতঃপর প্রায় হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ধাপে ধাপে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং কেন্দ্রীয় সরকার হিসেবে দিল্লীতে মুসলমানদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। খায়রার গিরিপথ বেয়ে যে সকল মুসলমানগণ এ উপমহাদেশে আগমন করেন, তারা প্রায় এশিয়ার তুর্কিস্থান, খোরাসান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী ছিলেন। হিজরী তৃতীয় শতকে তুর্কিস্থান ও খোরাসান ছিল হাদীস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। সিহাহ সিত্তার রচিয়তাগণ এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তখন স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার মূলনীতি প্রণয়নের জন্য ফিক্‌হ শাস্ত্রকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হতো। লোকগণ এ

শাস্ত্রের পঠন ও পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। 'ফকীহ'গণের উপাধি ছিল মহামতি পন্ডিত ও মহাজ্ঞানী। মানুষ মানতেক ও উসুল এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাসাউফ চর্চার আগ্রহ ছিল সার্বজনীন। বস্তুত এ সময়ে যুক্তিতর্ক বিষয়ক শাস্ত্র ও ফিকহ শাস্ত্রের চর্চার খুবই জোর ছিল। বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে এ সকল বিষয়াদির ব্যাপক চর্চা ছিল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীকাল পর্যন্ত যদিও হাদীসের অনুশীলন অব্যাহত ছিল, কিন্তু হাদীসের এ অনুশীলন বৈষয়িক শাস্ত্র হিসেবে ছিল না। কেবল বরকতের বিষয় হিসেবে হাদীসের চর্চা ছিল। ফিকহ, উসুল ও মা'কুলাত (যুক্তিশাস্ত্র) ছিল শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্য্যাদার মানদন্ডে অধিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে এ সকল বিষয়াদি ইলম ও ফযীলতের মাপকাঠি হিসেবে নির্ণয় করা হয়।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী থেকে এ উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের ধারা সূচিত হয়। দাক্ষিণাত্যে বাহামুনী সুলতান মাহমুদ বাহামুনী (৭৮০ হিজরী - ৭৯৯ হিজরী) হাদীসের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। হাদীস অনুশীলন কারীদের জন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন- (তারিখে ফিরিশ্‌তা)। অতঃপর হিজরী নবম শতকে গুজরাটের গভর্ণর আহমদ শাহ আরব ও ভারতের বাণিজ্যিক নৌপথ উদ্ভাবন করেন। অধিকন্তু ইরান সরকার এ সময়ে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। তাই আরব দেশ থেকে হাদীস বিজ্ঞানীগণের এক বিরাট দল ভারতবর্ষে আগমন করেন। এবং সাথে হাদীসের বিপুল সম্ভার এখানে নিয়ে আসেন। ভারতবর্ষের আলেমগণ আরবদেশে গমন করেন এবং সেখানে তারা হাদীসের কোর্স সমাপ্ত করে এখানে ফিরে এসে নিয়মিত হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ হিজরী নবম শতকের সূচনালগ্নে পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস বিজ্ঞানের রেনেসাঁর যুগ সূচিত হয়। এ সময়ে হাফেজ সাখাভী, হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী ও ইবনে হাজর হায়ছামী প্রমুখের শিষ্যরা রীতিমত এ উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ যুগে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও প্রচার হয়। অতঃপর হাদীসের অনুশীলন এখানে সর্ব সাধারনের নিকট সার্বজনীন ভাবে প্রচলন ঘটে। শেখুল হিন্দ, হজরত আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) ও হজরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহঃ) হাদীসের উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। হজরত শাহ ওলি উল্লাহ এ শাস্ত্রটি এমন শীর্ষস্থানে উন্নীত করেন যে, এটা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। এটা শুধু ফিক্‌হ, উসুল ও মাকুলাতের সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়, বরং এগুলো অপেক্ষা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। সচরাচর পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষার ধারাবাহিকতা হজরত শাহ ওলি উল্লাহ

পর্যন্ত গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে হাদীস বিজ্ঞান 'মাকুলাত' (যুক্তি বিজ্ঞান) এর পরিবর্তে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্য্যাদার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়।

এ উপমহাদেশে হাদীস বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঃ

পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস বিজ্ঞানের চর্চা ও ক্রম বিকাশের কালকে প্রধানতঃ পাঁচটি স্তর বা যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা-

প্রথম যুগ ঃ

হিজরী প্রথম শতক হতে হিজরী পাঁচ শতাব্দীকাল অর্থাৎ সোলতান মাহমুদ গযনবীর ভারত আক্রমন পর্যন্ত এ যুগের সময়কাল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ যুগের বিশদ বিবরণ জানা যায় নি। তবে এ কথা সত্য যে, ব্যাপক গবেষণার পর কতিপয় হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীসবেত্তাগণের সন্ধান মিলে।

১. আল্-হেকাম বিন আবিল আচ আছ-ছাকাফী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেছেন- হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতকালে বাহরাইন এর গভর্ণর হজরত ওচমান বিন আচ ছাকাফী (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতা হাকাম বিন আবিল আচ ছাকাফীকে বরুচ অভিযানে প্রেরণ করেন। বরুচ ভারতের বন্দর সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ও প্রধান বন্দর। বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ইবনুল আছীর বিরচিত 'উসুদুল গাবা' নামক গ্রন্থে হাকাম বিন আবিল আচ ছাকাফীকে 'সাহাবী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আবার অনেকেই তাকে 'তাবেয়ী' বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁর বর্ণিত যাবতীয় হাদীস সমূহকে 'মুরসাল' বলে মনে করেন।

২. 'সাফান বিন সালমা বিন আল-মুহাব্বাক আল্-হুযালী' (سفان بن سلمه المحبق الهذلى) 'ইসাবা' গ্রন্থে বিধৃত তিনি বিশ্বনবীর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ৫০ সনে ইরাকের গভর্ণর 'যিয়াদ' ভারত অভিযানে (غزوة الهند) পরিচালনার জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন। রিজাল শাস্ত্রে পারদর্শী পন্ডিত ইবনে সা'দ তাঁকে প্রথম স্তরের তাবেয়ী বলে গণ্য করেন। রিজাল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ করেন। হিজরী ৫৮ সনে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

৩. 'হুবার বিন ফুজালা' (রাঃ) (حباب بن فضالة)। তিনি বিশিষ্ট খাদেমে রসুল হজরত আনাছ (রাঃ) এর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে বর্ণিত- তিনি ভারতবর্ষে আগমনের জন্য স্বীয় উস্তাদ হজরত আনাছ (রাঃ) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।

১. শেখ ইসমাইল লাহোরী, মৃত্যু- ৪৪৮ হিজরী। সোলতান মসউদ বিন সোলতান মাহমুদ গযনবীর যুগে তিনি খোরাসান হতে লাহোরে গমন করেন। হাজার হাজার অমুসলিম তার নিকট ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। তারীখে ওলামায়ে হিন্দ (تاريخ علماء هند) নামক গ্রন্থে তাঁর আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে-

" او اوّل کی ست که علم حدیث بلاهور آورده "

সর্ব প্রথম তিনি লাহোরে ইলমে হাদীস নিয়ে আসেন।

২. ইমাম হাসান ঃ রজি উদ্দিন আবুল ফযায়েল বিন মুহাম্মদ বিন হাসান সাগানী লাহোরী (রহঃ), হিজরী ৫০৭ সনে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য হিযায ও ইয়ামন প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন। হাদীস ও ভাষা তত্ত্বে অসাধারণ পারদর্শীতা অর্জন করেন। 'ওবাব' (عباب) নামে তার রচিত একটি শব্দকোষ (অভিধান) অতি সুপরিচিত। সহী বুখারী শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। 'মাশারেকুল আনোয়ার' (مشارق الانوار) নামে হাদীসের বিখ্যাত কিতাব তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তির উজ্জল প্রমাণ বহন করে। বহু শতাব্দীকাল ধরে এ গ্রন্থটি পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। খলীফা মুনতাচার বিল্লাহ এর নির্দেশক্রমে ইমাম সাগানী (রহঃ) এ কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন। এতে ২২৪৬টি হাদীস রয়েছে। গ্রন্থকার সহীহাইন (সহী বুখারী ও সহী মুসলিম) থেকে এ সকল হাদীস সমূহ নির্বাচন ও বাছাই করেন। ইহার শতাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচিত হয়। ৬৫০ হিজরী সনে তিনি ইনতেকাল করেন।

৩. শেখুল ইসলাম বাহা উদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রহঃ), মৃত্যু- ৬৬১ হিজরী। তিনি হজরত শেখ শাহাবুদ্দীন সারওয়ার্দীর খলীফা ছিলেন। সহরওয়ার্দী তরীকা তাঁর সিলসিলার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তিনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ কামাল ইয়ামানী এর নিকট তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ৫৩ বৎসর যাবৎ তিনি মদীনা শরীফে হাদীসের শিক্ষা দান করেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪. মাওলানা বোরহান উদ্দিন মাহমুদ দেহলবী (রহঃ), তিনি ইমাম সাগানী (রহঃ) এর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। হিদায়া প্রণেতা আল্লামা বোরহান উদ্দিন মোরগীনানী এর নিকট হতে ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সম্রাট গিয়াস উদ্দিন বলবনের শাসনামলে দিল্লীতে তাশরীফ আনয়ন করেন এবং 'মাশারিকুল আনোয়ারের' পাঠ দান করেন।

৪. ইসরাইল বিন মুছা আবু মুছা আল বাসারী (اسرائيل بن موسى ابوموسى البصرى) মৃত্যু- ১৫৫ হিজরী। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তবে তাবেয়ী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী, হজরত হাসান বাসরী, মুহাম্মদ বিন সীরীন, সুফিয়ান ছাত্তরী প্রমুখের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সহী গ্রন্থ ও তাঁর বর্ণিত হাদীস বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

৫. শেখ মুহাদ্দিস রবী বিন সবীহ আস্-সাদী (شسخ محدث ربيع بن صبيح السعدى) - মৃত্যু- ১৬১ হিজরী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন বসরার সর্বপ্রথম হাদীস সংকলক ও সংগ্রাহক। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ভারতের গুজরাটে মৃত্যুবরণ করেন। (তাবকাতে ইবনে সা'দ - ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭)

৬. ইমামুল মাগাযী আবু মাশার নজীহ সিন্ধী, মৃত্যু- ১৭০ হিজরী, (امام المغازى ابو معشر نجيح سندى) - তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য সিন্দু থেকে মদীনা মুনাওরায় গমন করেন। সীরাত ও মাগাযী শাস্ত্রের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। আব্বাসীয় খলীফা হারুন রশীদ তার নামাজে জানাজার ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন চতুষ্টেয় সুনান গ্রন্থের (سنن اربعة) এর বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী।

৭. রিজাউস সিন্ধী (رجاء السندى), মৃত্যু- ৩২১ হিজরী। তিনি সিন্ধু থেকে ইরান গমন করেন, তাকে 'ইসপেরায়নী' নামে ডাকা হয়। তিনি খুব উঁচু দরের হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৮. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আদ-দায়বলী আস্-সিন্ধী, মৃত্যু- ৩৪৫ (ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الديبلى السندهى)। তিনি মুছা বিন হারুন ও মুহাম্মদ বিন আলী আস্-সায়ে আল্-কাবীর প্রমুখ হাদীস বিজ্ঞানীর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় যুগ ঃ

হিজরী পঞ্চম শতকের সুচনালগ্নে সুলতান মাহমুদ গযনবীর ভারত আক্রমনের কাল থেকে হিজরী অষ্টম শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত এ যুগের সময়কাল। এ যুগে হাদীসের কতিপয় গ্রন্থ প্রণীত হয়। কতিপয় কিতাব পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুফীগণই হাদীস অনুশীলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এ যুগে। এ যুগের কতিপয় যশস্বী হাদীস বিশারদগণের পরিচিতি নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

৫. মাওলানা কামাল উদ্দিন যাহেদ (রহঃ)। তিনি হিদায়া প্রণেতা আল্লামা বোরহান উদ্দিন মুরগীনানী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীতে হাদীস চর্চা করেন।

৬. হজরত সোলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ), মৃত্যু- ৭২৫ হিজরী। তিনি মাওলানা কামাল উদ্দিন যাহের এর ছাত্র ছিলেন। "মাশারেকুল আনোয়ার" গ্রন্থখানা তাঁর মুখস্ত ছিল।

৭. হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ)। তিনি একজন খুব উঁচু পর্য্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সোনারগাঁও (ঢাকা) নামক স্থানে হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. হজরত মাখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহিয়া বিহারী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৭২ হিজরী। তিনি শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রাঃ) এর ছাত্র ছিলেন। সহী বুখারী, সহী মুসলিম ও মুসনাদে আবি ইয়ালা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

৯. হজরত নাসীর উদ্দিন চেরাগে দিল্লী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৫৩ হিজরী, সোলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ) এর খলীফা ছিলেন।

১০. মাওলানা শামসুদ্দীন আওধী (রহঃ), মৃত্যু- ৭৪৭ হিজরী। তিনি সোলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) এর খলীফা ছিলেন। তিনি 'মাশারেকুল আনোয়ার' এর ন্যায় বিখ্যাত হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

১১. মাওলানা ফখরুদ্দীন জররাদী (রহঃ)। তিনি সুলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) এর খলীফা ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হিদায়া' পাঠদানের সময় তিনি সহী বুখারী ও সহী মুসলিম থেকে হাদীস উদ্ধৃতি করতেন।

১২. হজরত আখি সিরাজ বাঙ্গালী (রহঃ), তিনি সোলতানুল মাশায়েখ হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) এর সুযোগ্য খলীফা ছিলেন এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন জররাদী এর শিষ্য ছিলেন।

১৩. মাওলানা আবদুল আযীয আরদেবলী (রহঃ)। তিনি ইউসুফ মেজ্জী, ইমাম যাহবী ও শেখ ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ যশস্বী হাদীস সমালোচক ও রিজাল শাস্ত্রকারগণের ছাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি আগমন করলে, সম্রাট মোহাম্মদ তোগলক তাকে খুব সমাদর করেন। মুহাম্মদ শাহ তুগলক স্বয়ং নিজেই তাঁর নিকট হাদীস শ্রবন করেন।

তৃতীয় যুগ ঃ

হিজরী নবম শতকের প্রারম্ভিক কাল হিজরী ৮১৩ সন থেকে এ যুগের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যখন গুজরাটের গভর্ণর আহমদ শাহ প্রথম আরব ও ভারতের মধ্যে নৌপথে যোগাযোগ স্থাপন করেন, তখন সরাসরি ভাবে উভয় দেশের মধ্যে গমনাগমনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। অতঃপর অনতিবিলম্বে ইরান শিয়া মতবাদের প্রাধান্যতা অর্জন করে। ফলে বাধ্য হয়ে ঐ দেশের বহু স্বনামধন্য আলেম ও সেরা মুহাদ্দিসগণ ইরান ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সাথে হাদীসের বিপুল সম্পদ এখানে নিয়ে আসেন।

এ যুগের কতিপয় সেরা হাদীসবেত্তাগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. মাওলানা নুরুদ্দীন শিরাজী (রহঃ)। তিনি সৈয়্যদুল সনদ শরীফ জুরজানী (রহঃ), মৃত্যু- ৮১৬ হিজরী এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর সূত্রে বর্ণিত সহী বুখারীর সনদ খুব উঁচু পর্য্যায়ের (عالی)। হাদীসের বিপুল সম্ভার নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম ইরান থেকে ভারতবর্ষে পদার্পন করেন। তিনি হাদীস চর্চায় অগ্রণী ছিলেন।

২. শেখ জালালুদ্দীন দাওয়ানী (রহঃ), মৃত্যু- ৯০৮ হিজরী। তিনি ইমাম সাখাবী (রহঃ) এর সমসাময়িক কালের একজন বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ। তুঘলুক বংশের সম্রাট ফিরোজ শাহ এর আমলে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্রাট ফিরোজশাহ এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তিনি তাফসীর, হাদীস ও মাকুলাত প্রভৃতি বিষয়সমূহ পাঠ দান করতেন।

৩. শেখ জালালুদ্দীন কিরমানী (রহঃ)- ফিরোজশাহ এর যুগে তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিষয়ে সমপারদর্শী।

৪. মাওলানা রাজেহ বিন দাউদ গুজরাযী, মৃত্যু- ৯০৪ হিজরী। তিনি ইমাম সাখাবী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গুজরাটে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে।

৫. 'মালাকুল মুহাদ্দেসীন' (মুহাদ্দিস কুল সম্রাট) মাওলানা ওয়াজিহ গুজরাটী (রহঃ), মৃত্যু- ৯২৯ হিজরী। তিনি ইমাম সাখাবী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৬. মাওলানা আলা উদ্দিন নেহরাওয়ানী (রহঃ), প্রখ্যাত হাদীস গবেষক হাফেজ ফাহাদ ও মাওলানা নুরুদ্দীন শিরাজী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষনে মক্কায় গমন করেন, এবং তথায় হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. শেখ জামালুদ্দনি মুহাম্মদ বিন ওমর (রহঃ), মৃত্যু- ৯৩১ হিজরী। তিনি ইমাম সাখাবী (রাঃ) এর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটের সম্রাট স্বয়ং তাঁর নিকট হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৮. শেখ মুহাম্মদ ইয়াজদাঁ বখশ শেরওয়ানী বাঙ্গালী (রহঃ), ঢাকার অন্তর্ভূক্ত এক ডালার নামক গ্রামে বসে সহী বুখারীর অনুলিপি করেন এবং তদানিন্তন বাংলায় বাদশাহ আলা উদ্দিন শাহ (৯০৫-৯২৭ হিজরী) কে সোনারগাঁ (ঢাকা) এ অনুলিপিটি উপহার দেন। এ পান্ডুলিপিখানা বাংকীপুর খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত রয়েছে।

৯. সৈয়দ রফী উদ্দিন সাফাবী (রহঃ) মৃত্যু- ৯৫৪ হিজরী। তিনি বিশিষ্ঠ হাদীস গবেষক আল্লামা জালালুদ্দীন দাওয়ানী ও ইমাম সাখাবী (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন। হাদীসের শিক্ষা দানের জন্য সোলতান সেকেন্দার লোদী তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান।

১০. আবুল ফাতাহ থানেশ্বরী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৬০। তিনি সৈয়দ সাফাবী (রহঃ) এর স্থলাভিষিক্ত মুহাদ্দিস ছিলেন।

১১. সৈয়দ জালাল (রহঃ), তিনি একজন বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা এবং সৈয়দ সাফাবী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন।

১২. সৈয়দ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী গুজরাটী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৬৮ হিজরী, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবুল ফাতাহ এর সমসাময়িক আলেম ছিলেন। তিনি আরব দেশ ভ্রমণ করে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি আকবরের শাসনামলের প্রারম্ভিক কালে খান খানানের অনুরোধে গুজরাট থেকে দিল্লীতে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রন জানানো হয়। সৈয়দ আবদুল আওয়াল মুহাদ্দিস তিনিই একমাত্র ভারতীয় আলেম, যিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে "ফয়জুল বারী" নামে সহী বুখারীর বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন এবং 'সফরুস সাদাত' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেছেন।

১৩. শেখ তৈয়ব সিন্ধী, মৃত্যু- ৯৯৯ হিজরী। তিনি মাওলানা আবদুল আওয়াল জৌনপুরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোরহানপুরে তিনি দীর্ঘদিন ব্যাপী হাদীস শিক্ষা দান করেন।

১৪. আবদুল মালেক গুজরাটী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৭০ হিজরী; তিনি ইমাম সাখাবীর নিকট হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। সহী বুখারী তাঁর সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল।

১৫. শেখ ভিখারী কাকোরী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৮১ হিজরী। তিনি মাওলানা জিয়া উদ্দিন মাদানী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

১৬. শেখ আবদুল মু'তী মক্কী (রহঃ)। তিনি শেখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী এর শিষ্য ছিলেন। তিনি ভারতে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৭. শেখ শাহাবুদ্দীন আহমদ গুজরাটী (রহঃ)। মৃত্যু ৯৯২ হিজরী, শেখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারীর এর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি গুজরাটে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র কায়েম করেন।

১৮. মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনী (রহঃ)। মৃত্যু- ১০০৪। তিনি আবুল ফাতাহ এর ছাত্র ছিলেন। বাদশাহ আকবরের আমলে তিনি দিল্লীতে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র কায়েম করেন।

১৯. মোল্লা কামালুদ্দীন হোসায়নী (রহঃ)। তিনি শেখ আবুল ফাতাহ এর ছাত্র ছিলেন।

২০. মীর সৈয়দ আমরুহী (রহঃ)- সৈয়দ জালাল এর শিষ্য ছিলেন। সম্রাট আকবরের আমলে তিনি 'মীরে আদল' (مير عدل) ছিলেন।

২১. শেখ আবদুন নবী গাঙ্গুহী (রহঃ)। তিনি প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট আকবরের আমলে তিনি 'শেখুল ইসলাম' ছিলেন এবং সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি (صدر الصدور) ছিলেন।

চতুর্থ যুগ ঃ

ভারতবর্ষে হাফেয ইবনে হাজর হায়ছামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে তাঁর শিষ্যগণের মাধ্যমে এ যুগের হাদীস চর্চার অধ্যায় সূচনা হয়। এ যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এ উপমহাদেশের হাদীস শিক্ষা ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রাখেন। একদিকে ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দেদে আলফেছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহঃ) হাদীসে রসুল ও বিশ্বনবীর উন্নত আদর্শের উপর ভিত্তি করে তাঁর সংস্কারধর্মী কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সুন্নাহ এর পুনরুজ্জীবন ও রসুলুল্লাহ (দঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতঃ তিনি স্বীয় 'মকতুবাত' শরীফ রচনা করেন। তিনি নিজেই হাদীসের শিক্ষা দান করেন। অপরদিকে ভারতবর্ষে হাদীস শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একমাত্র ইলমে হাদীসের বীজ বপন করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান শেখ নুরুল হক দেহলবী (রহঃ) ফার্সী ভাষায় সহী বুখারী

ও সহী মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত এ যুগে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার প্রচলন হয়। এ যুগে হাদীসের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খানকাহ ও মাদ্রাসা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় ইলমে হাদীস স্বতন্ত্র আভিজাত্য স্থান অধিকার করে। এ শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ ও অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়।

এ যুগের কতিপয় প্রথিতযশা মুহাদ্দিসের নাম নিম্নে আলোচনা করা গেল, যথা-

১. শেখ আলী মুত্তাকী (রহঃ), মৃত্যু- ৯৭৫ হিজরী। তিনি 'কানযুল উম্মাল' (كنز العمال) গ্রন্থের রচিয়তা। হাফেয ইবনে হাজর হায়ছামী ও আবুল হাসান বিকরী এর ছাত্র। আরবদেশে তিনি হাদীস চর্চার কেন্দ্রে স্থাপন করেন।

২. শেখ এয়াকুব সারাফী (রহঃ)- মৃত্যু ১০০৩ হিজরী। তিনি ইবনে হাজর হায়ছামী, ইমাম বিকরী ও মোল্লা জামী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত 'সহী বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। 'মাগাযী' এর উপর তিনি একটি কিতাব রচনা করেন।

৩. মাওলানা আবদুর রহমান সিরহিন্দী (রহঃ)

৪. মাওলানা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, মৃত্যু- ৯৯২ হিজরী, হাফেজ হায়ছামী ও আল্লামা বিকরী এর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটে হাদীস শিক্ষা দান করেন।

৫. সৈয়দ আবদুল্লাহ ঈদরোছ, মৃত্যু- ৯৯০ হিজরী। তিনি হাফেয হায়ছামী ও আল্লামা বিকরী এর শিষ্য ছিলেন। তিনি গুজরাটে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. শেখ সাঈদ হোসায়নী শাফেয়ী (রহঃ)। তিনি হাফেয হায়ছামী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি গুজরাটে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৭. সৈয়দ মর্তুজা শরীফী জুরজানী (রহঃ)। তিনি হাফেয হায়ছামী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি আগ্রায় হাদীস চর্চার কেন্দ্র কায়েম করেন।

৮. মীর কালাঁ মুহাদ্দিস, তিনি মীরাক শাহ এর ছাত্র ছিলেন। মীরাক শাহ ছিলেন জামালুদ্দীন ও মোল্লা কুতুবুদ্দীন নেহের ওয়ালী এর শিষ্য।

৯. মুহাদ্দিস জওহারনাথ কাশ্মিরী (রহঃ)। তিনি নব মুসলিম ছিলেন। হাফেয হায়ছামী ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১০. মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ লাহোরী (রহঃ)। তিনি লাহোরের মুফতী ছিলেন। তিনি লাহোরে হাদীস শিক্ষা দান করতেন। মিশকাত ও বুখারী শরীফের খতম উপলক্ষে তিনি শানদার দাওয়াত এর আয়োজন করতেন।

১১. হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহঃ)। তিনি শেখ এয়াকুব সারাফী ও মুহাদ্দিস আবদুর রহমান সিরহিন্দী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।

১২. শেখ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (রহঃ), মৃত্যু- ১০০৮ হিজরী। তিনি বিশিষ্ট হাদীস বিজ্ঞানী আলী মুত্তাকী এর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৩. শেখ মুহাম্মদ তাহের ফতনী (রহঃ)। মৃত্যু- ৯৮৬ হিজরী। তিনি সুবিখ্যাত হাদীসবেত্তা আলী মুত্তাকী এর শিষ্য ছিলেন। গুজরাটে তিনি হাদীস শিক্ষা দান করেন। হাদীসের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ 'মাজমাউল বেহার' (مجمع البحار) 'আলমুগনী' (المغنى), 'তাযকেরাতুল মওযুয়াত' (تذكرة الموضوعات), 'কানুনুল মওযুয়াত' (قانون الموضوعات) প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।

১৪. শেখ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আলী মুত্তাকী এর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটে তিনি হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫. শেখ রহমতুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ), তিনি আলী মুত্তাকী (রহৎ) এর শিষ্য ছিলেন তিনি গুজরাটে হাদীসের শিক্ষা দান করেন।

১৬. শেখ বরখোরদার সিন্ধী তিনি প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ আলী মুত্তাকী (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি আরবে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৭. শেখ হোমায়দ (রহঃ), তিনি আল্লামা আলী মুত্তাকী এর শিষ্য ছিলেন। তিনি আরবদেশে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮. শেখ মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ জৌনপুরী (রহঃ), তিনি 'তোহফায়ে মুরসালা' (تحفة مرسله) এর গ্রন্থ প্রণেতা।

১৯. সৈয়দ ইয়াছিন গুজরাটী, তিনি আরব ও ভারতবর্ষে হাদীস অধ্যয়ন করেন। 'লাহোরে' হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র কায়েম করেন। অতঃপর তিনি 'বিহারে' গমন করেন এবং তথায় হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

২০. হাজী ইব্রাহীম, তিনি আরবে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। 'আগ্রায়' তিনি হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

২১. শেখ মুহাম্মদ কাসেম সিন্ধী (রহঃ), তিনি হাদীস অন্বেষণে আরব পর্যটন করেন। তাকে 'মুহাদ্দিস কুল শিরোমনি' (رئيس المحدثين) বলা হয়।

২২. হাজী মুহাদ্দিস কাশ্মিরী, মৃত্যু- ১০০৬ হিজরী। তিনি মাওলানা সাদেক (রহঃ) এর শিষ্য ছিলেন। মাওলানা সাদেক ছিলেন বিশিষ্ট হাদীস গবেষক আল্লামা ইবনে হাজর হায়ছামী ও জামালুদ্দীন মুহাদ্দিস এর সুযোগ্য শিষ্য। তিনি 'শামায়েল তিরমিযী' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

২৩. শেখুল হিন্দু, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৫৩ হিজরী। তিনি বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শেখ আমী মুত্তাকী (রহ:) এর ছাত্র ছিলেন। ভারত বর্ষে ব্যাপক হাদীস চর্চায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। 'আশিয়াতুল লোময়াত' (اشعة اللمعات), 'আল্-লোময়াত শরহে মিশকাত' (আরবী) (اللمعات شرح مشكوة), শরহে সফরুস সায়াদাহ' (شرح سفر السعادة) ও 'মাদারেজুন নবুওয়ত' (مدارج النبوة) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

২৪. হজরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম ওরওয়াতুল ওসকা (রহঃ), মৃত্যু- ১০৭০ হিজরী। তিনি হজরত ইমাম রব্বানী, মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহঃ) এর সুযোগ্য খলীফা ছিলেন। পিতার নিকট থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। মক্কার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীসের সনদ ও ইজাযত (اجازت) লাভ করেন। নয় লক্ষ লোক তাঁর মুরীদ ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহানও তাঁর মুরীদ ছিলেন। তিনি মিশকাত শরীফের উপর একটি টীকা সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংযোজন করেছেন।

২৫. শেখ নুরুল হক মুহাদ্দেস, মৃত্যু- ১০৭৩ হিজরী। তিনি হজরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) এর সুযোগ্য সন্তান ও সুযোগ্য খলীফা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট হতে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। হজরত ওরওয়াতুল ওসকা (রহঃ) এর মুরীদ ছিলেন তিনি। সহী বুখারীর বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তায়সীরুল বারী' (تيسير البارى) (ফার্সী) ও সহী মুসলিম ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মানবাউল ইলম' (منبع العلم) (ফার্সী) হাদীস শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বহন করে।

২৬. খাজা খাওয়ান্দ মুঈনুদ্দীন আল মারুফ হজরত 'এইশাঁ' (রহঃ)। তিনি হজরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন।

২৭. মোল্লা সোলায়মান আহমদ আবাদী (রহঃ)। তিনি শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহৎ) সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। তাঁর পরিচালিত হাদীস চর্চার সিলসিলা এখনো আহমদাবাদে বিদ্যমান রয়েছে।

২৮. মুহাম্মদ হোসাইন খানী (রহঃ), তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শেখ আবদুল হক দেহলবী (রহঃ) এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।

২৯. হাফেযে হাদীস ফররুখ শাহ বিন খাজা মুহাম্মদ সাঈদ বিন ইমাম রাব্বানী। তাঁর সত্তর হাজার হাদীসের সনদ ও মতন কণ্ঠস্থ ছিলেন।

৩০. হাফেয ইউসুফ হিন্দী (রহঃ), তিনি 'সুরাতের' অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের দ্বাদশ শতকের একজন সেরা হাফেযে হাদীস ছিলেন।

৩১. হাজী আফজাল সিয়ালকোটী (রহঃ)। তিনি খাযেনুর রহমত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ এর শিষ্য ছিলেন। হজরত মুজহের শহীদ ও শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন।

৩২. হজরত মির্জা মুজহের শহীদ (রহঃ)। তিনি আলহাজ্ব আফজল শিয়ালকোটী এর ছাত্র ছিলেন।

৩৩. হজরত শাহ ঈসা (রহঃ)। তিনি রঈসুল মুহাদ্দেসীন মুহাম্মদ কাসেম এর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন।

৩৪. বাবা ফতেহ মুহাম্মদ বোরহানপুরী (রহঃ)। তিনি শাহ ঈসা এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন এবং তিনি স্বীয় পিতার হাদীস চর্চাকেন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হন।

৩৫. শেখ আবদুর রাজ্জাক (রহঃ), তিনি শেখ ইয়াছিন গুজরাটী (রহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিহারে হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

৩৬. মাওলানা আবদুন নবী (রহঃ)। তিনি শেখ আবদুর রাজ্জাক এর সন্তান ছিলেন। বিহারে তাঁর পিতার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি স্থলাভিষিক্ত হন।

৩৭. মাওলানা আবদুল মুক্তাদের (রহঃ)। তিনি মাওলানা আবদুন নবী বিহারী এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বিহারে হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৮. মাওলানা আতীক বিহারী (রহঃ), তিনি শেখ আবদুল মুক্তাদের ও মাওলানা নুরুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী এর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। তিনি বিহারে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৩৯. মাওলানা ওয়াজিহ ফুলওয়ারবী (রহঃ)। তিনি মাওলানা আতীক এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিহারে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সহী বুখারী ও সহী মুসলিম এর প্রত্যেকটি পাট অধ্যয়ন করেছেন বলে স্বীয় সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাশারেকুল আনোয়ার' (مشارق الانوار -) 'হেসনে হেসীন' (حصن حصين), 'কিতাবুল আযকার' (كتاب الاذكار), 'মুয়াত্তা' (موطا), মুসনাদে আহমদ (مسند احمد), মুসনাদে শাফেয়ী (مسند شافعى) 'মুসনাদে আবু হানীফা' প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি পাঠ দান করেন।

৪০. খাজা ইমাদুদ্দীন কালান্দর (রহঃ)। তিনি মাওলানা নুরুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর সূযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি ফুলওয়ারীর খানকায়ে মুজীবিয়ার প্রধান উত্তরসূরী ছিলেন।

৪১. মোল্লা ওয়াহীদুল হক ফুলওয়ারী (রহঃ), তিনি শেখ নুরুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর সূযোগ্য শিষ্য ও খলীফা ছিলেন।

৪২. শেখ ফখরুদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), তিনি শেখ নুরুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর সূযোগ্য শিষ্য ও খলীফা ছিলেন। তিনি 'শরহে হিসনে হেসীন' (شرح حصن حصين) এর রচিয়তা ছিলেন।

৪৩. শেখ সালামুল্লাহ দেহলবী (রহঃ)। তিনি শেখ ফখরুদ্দনি মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) সুযোগ্য ছাত্র ও খলীফা ছিলেন। 'মুথাল্লা' নামে তিনি 'মুয়াত্তা' এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

৪৪. মোল্লা হায়দার কাশ্মিরী (রহঃ), মৃত্যু- ১০৫৬ হিজরী। তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস খাজা খাওয়ান্দ এর ছাত্র ছিলেন এবং কাশ্মীরের একজন সুপরিচিত হাদীস বিজ্ঞানী ছিলেন।

৪৫. মোল্লা মিশকাতী কাশ্মিরী, তিনি মোল্লা হায়দার (রহঃ) এর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন এবং 'মিশকাত শরীফ' তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্ত ছিল।

৪৬. খাজা মুহাম্মদ ফাযেল কাশ্মিরী, তিনি মোল্লা হায়দার (রহঃ) এর সূযোগ্য ছাত্র ছিলেন।

৪৭. মোল্লা এনায়ত উল্লাহ মুহাদ্দেস কাশ্মিরী (রহঃ)। তিনি মোল্লা হায়দরের শিষ্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩৬ বছর ব্যাপী হাদীসের শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন।

৪৮. মীর সৈয়দ মোবারক মুহাদ্দিস বিলগ্রামী (রহঃ)। তিনি বিশিষ্ট হাদীস বিশেষজ্ঞ মাওলানা শেখ নুরুল হক মুহাদ্দেস বিলগ্রামী এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিলগ্রামে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৪৯. মীর আবদুল জলীল বিলগ্রামী (রহঃ), তিনি সৈয়দ মোবারক এর শিষ্য ছিলেন।

৫০. মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী (রহঃ)। তিনি মীর আবদুল জলীল এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি শেখ হায়াত সিন্ধীর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। 'আদ দাওউ আদ-দারারী' (الضوء الدرارى) নামে বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

৫১. মাওলানা আবদুন নবী আকবরাবাদী। তিনি 'যরীয়াতুন নাজাত শরহে মিশকাত' (ذريعة النجاة شرح مشكوة) ও 'শরহে নুখবাতুল ফিকার' (شرح نخبة الفكر) আরও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

৫২. মাওলানা আবদুল্লাহ আল্-লাবীব (রহঃ)। তিনি আফতাবে পাঞ্জাব মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটী এর সুযোগ্য খলীফা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। হজরত শাহ ওলী উল্লাহ (রহঃ) এর সুযোগ্য উস্তাদ শেখ আবু তাহের কুর্দী (রহঃ) ও মাওলানা আবদুল্লাহ্‌র এর নিকট হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন।

৫৩. শেখ আবদুল্লাহ লাহোরী (রহঃ)। তিনি মক্কায় হাদীসের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৫৪. আবুত তৈয়ব সিন্ধী (রহঃ), তিনি মক্কায় হাদীসের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৫৫. শেখ আবুল হাসান সিন্ধী (রহঃ), তিনি সিহাহ্ গ্রন্থ সমূহের উপর অনেক টীকা সংযোজন করেন। মদীনা শরীফে হাদীস শিক্ষা দান করেন।

৫৬. শেখ হায়াত সিন্ধী (রহঃ)। তিনি শেখ আবুল হাসান সিন্ধী এর ছাত্র ছিলেন।

৫৭. শাহ মুহাম্মদ ফাখের এলাহাবাদী, মৃত্যু- ১১৬৪ হিজরী। তিনি শেখ হায়াত সিন্ধী ও মুহাদ্দিস আহমদ বিন সালেম এর শিষ্য ছিলেন।

৫৮. শেখ নুরুদ্দীন গুজরাটী (রহঃ), মৃত্যু- ১১৫৫ হিজরী। তিনি গুজরাটে হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'নুরুল ক্বারী' (نور القارى) নামে বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

৫৯. শেখ মুহাম্মদ আসআদ হানাফী মক্কী (রহঃ)। তিনি মাদ্রাজে হাদীস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৬০. শেখ হাশেম বিন আবদুল গফুর সিন্ধী (রহঃ)। তিনি সাহাবাদের ক্রমিকানুসারে সহীবুখারীর সম্পাদনা করেন।

৬১. শাহ নুরী বাঙ্গালী ঢাকোবী (রহঃ)। তিনি স্বীয় বিরচিত 'কিবরিয়তে আহমর' (كبريت احمر) গ্রন্থে হাদীসের পাঠসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম যুগ ঃ

এ যুগ পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের চরমোন্নতির যুগ। এ যুগে হাদীস বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র উন্নত বিজ্ঞানের স্থান অর্জন করে। জ্ঞানানুরাগী আলেমদের জন্য এ শাস্ত্র শ্রেষ্টত্বের মাপকাঠি হিসেবে মর্য্যাদা লাভ করে। যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) এর সময়কাল থেকে এ যুগের সূচনা হয়। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে এ যুগে হাদীস চর্চার ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১১১৪ হিজরী সনে হজরত শাহ ওলী উল্লাহ জন্মগ্রহন করেন। ১১৭৬ হিজরী সনে তিনি ইনতেকাল করেন। ভারতবর্ষের এক কঠিন দূর্যোগ ও নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি আবির্ভূত হন। মোঘল সাম্রাজ্যের দূর্বলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় বিসংবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বেদআতের চর্চা ছিল সার্বজনীন। ইতিপূর্বে যদিও হাদীস বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র উন্নত বিজ্ঞান হিসেবে মর্য্যাদা লাভ করেছিল, কিন্তু তবুও হাদীস বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সচরাচর এ শাস্ত্রের প্রতি লোকদের আগ্রহ ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। হজরত শাহ ওলী উল্লাহ সাহেবের বিপ্লবী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাবান লোকেরা ও ধর্মীয় শিক্ষার্থীগণ এ শাস্ত্রের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। তিনি হাফেজ আফজাল শিয়ালকোটীর নিকট মিশকাত শরীফ অধ্যয়ন করেন। তিনি বুখারী শরীফ ও হাদীসের অপরাপর সহী গ্রন্থসমূহের 'ইজাযত' (অনুমতি) লাভ করেন।

১১৪৩ হিজরী সনে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য তিনি আরব গমন করেন। তিনি সেখানে শায়খ আবু তাহের কুর্দী, (মৃত্যু- ১১৪৫ হিজরী), আহমদ বিন সারেম বাসরী প্রমুখ যশস্বী হাদীসবেত্তাগণের নিকট নিয়মিতভাবে সহী কিতাব

সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিনি হাদীসের 'ইযাযত' (اجازت) লাভ করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন এবং তিনি এখানে হাদীসের শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ সাহেব হাদীস শিক্ষা দানের সাথে সাথে কুরআন অধ্যয়ন, অনুধাবন ও সঠিক ব্যাখ্যাদানের মূলনীতি উদ্ভাবন করেন। ফার্সী ভাষায় তিনি কুরআনের অনুবাদ লিখেন। উসুলে তাফসীর অর্থাৎ- কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতি শাস্ত্রের উপর 'আল-ফাউজুল কাবীর' (الفوز الكبير) নামক গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী আলোড়িত ও জনসমাদৃত। শরীয়তের তত্ত্ব ও গুঢ় রহস্য উদঘাটন পূর্বক 'হুজ্জাতুল্লাহির বালেগাহ' (حجة الله البالغة) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ইলমে কালাম ও ইলমে ফিক্হ এর সংস্কারের নতুন রূপ তিনি উম্মতে মুসলিমার জন সম্মুখে তুলে ধরেন। শিয়া মতমত ও অপরাপর বেদআত সমূহ নির্মূল করার জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শাহ্ সাহেবকে কেন্দ্র করে এ যুগে হাদীসের ব্যাপক অনুশীলন শুরু হয়। তাঁর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হাদীস শিক্ষার ক্রমধারা সাধারণভাবে তাঁর নিকট গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। কাজেই হাদীসের ক্রমধারা সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা করব।

হজরত শাহ ওলী উল্লাহ (রাঃ) এর বহু শিষ্য রয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার প্রসার ঘটে। তম্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা শিষ্যগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল, যথা-

১. ফকীহ শায়খ নুর মুহাম্মদ বুঢাবী (রহঃ)
২. হাফেযে হাদীস সৈয়দ মর্তুজা হোসাইন বিলগ্রামী
৩. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী
৪. শাহ রফি উদ্দিন (রহঃ), কুরআনের অনুবাদক
৫. শাহ আবদুল কাদের, 'মাওজেহুল কুরআন' প্রণেতা
৬. এ যুগের বায়হাকী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)। তিনি 'তাফসীরে মুজহেরী' ও 'মানারুল আহকাম' প্রভৃতি গ্রন্থের রচিয়তা।
৭. শাহ আশেক ফুলতী
৮. শায়খ মুঈন সিন্ধী, 'দিরাসাতুল লুবাব' গ্রন্থ প্রণেতা
৯. শেখ মুহাম্মদ বিন পীর মুহাম্মদ বিলগ্রামী
১০. শেখ আবুল ফাতাহ বিলগ্রামী
১১. খাজা মুহাম্মদ আমিন কাশ্মিরী
১২. মাওলানা রফি উদ্দিন মুহাদ্দেস মুরাদাবাদী
১৩. মাওলানা মুজাদ্দেদুদ্দীন, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

১৪. বাহরুল উলুম মাওলানা আবদুল আলী লক্ষ্মৌবী
১৫. মাওলানা আবদুল আযীয বারহাদুরী

হজরত শাহ ওলী উল্লাহ্‌র তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র থেকে যে সকল মনীষী হাদীস চর্চায় যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে কতিপয় হাদীস বিশারদ গণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা-

১. শাহ রফি উদ্দিন
২. হজরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী
৩. শাহ মুহাম্মদ ইসহাক
৪. মুফতী সদরুদ্দীন
৫. শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল
৬. শাহ মুহাম্মদ এয়াকুব
৭. হজরত শাহ গোলাম আলী দেহলবী
৮. হাফেযে হাদীস শেখ আবেদ সিন্ধী
৯. মাওলানা মাহবুব আলী
১০. মাওলানা আবদুল খালেক দেহলবী
১১. মুফতী এলাহি বখশ কান্দলবী
১২. মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী
১৩. মাওলানা হাসান আলী লক্ষ্মৌবী
১৪. মাওলানা হোসাইন আহমদ মলীহাবাদী
১৫. মাওলানা নুরুল হক তৈয়্যারবিহারী, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলবী তাঁর জন্য 'উজালায়ে নাফেয়া' (عجالة نافعة) পুস্তকটি রচনা করেন।
১৬. মাওলানা হায়দার আলী টুংকী
১৭. মাওলানা সালামত উল্লাহ মুরাদাবাদী
১৮. শাহ রউফ আহমদ মুজাদ্দেদী
১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আমিন আজীমাবাদী
২০. সৈয়দ কুতুব রায় বেরেলবী
২১. মাওলানা খুররম আলী বলহুরী
২২. মাওলানা আলে রসুল, (তিনি আলা হযরত মুফতী আহমদ রেযা খান বেরেলবী (রহঃ) এর শিক্ষক ছিলেন।)
২৩. শাহ মুহিউদ্দিন দীলুরী

২৪. মোল্লা হায়দার, তিনি মোল্লা মুবীন এর সুযোগ্য খলীফা ছিলেন।
২৫. মাওলানা নঈম। (বাহুরুল উলুম)

হজরত শাহ আবদুল আযীমের ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (রহঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেসগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. হজরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদী
২. মাওলানা শাহ আবদুল গণি মুজাদ্দেদী
৩. মাওলানা সৈয়দ নাজীর হোসাইন
৪. মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী, সহী বুখারী শরীফের টীকাকার
৫. মাওলানা আলম আলী নাগিনবী
৬. নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান, 'মোজাহেরে হক শরহে মিশকাত'
৭. শেখ মুহাম্মদ থানবী
৮. ক্বারী আবদুর রহমান পানিপথী
৯. শেখ মুহাম্মদ আনসারী সাহরানপুরী
১০. শেখ ইব্রাহীম নগরনসবী
১১. মাওলানা সোবহান বখ্‌শ মোজাফফরনগরী
১২. মাওলানা আহমদ আলী টুংকী
১৩. মুফতী এনায়ত আহমদ কাফোরবী
১৪. মাওলানা ফখরুদ্দীন দেহলবী, ফখরে জাহান
১৫. হজরত শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী
১৬. মাওলানা সাখাওয়াত আলী, তিনি শাহ ইসমাইল ও শাহ আবদুল হাই এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।
১৭. শেখ হোসাইন বিন মুহসেন আনসারী, তিনি আল্লামা শাওকানী এর ছাত্র ও নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান এর শিক্ষক ছিলেন।
১৮. মাওলানা সাঈদ আজীমাবাদী, তিনি মওলানা সালামাত উল্লাহ মুরাদাবাদী এর ছাত্র ছিলেন।

হজরত শাহ ইসহাক (রাঃ) এর পর তাঁর শিষ্যগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন হাদীস চর্চাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এতে হাদীসের উপর উচ্চতর শিক্ষা দান করেন। হজরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী এর খলীফা হজরত শাহ আবদুল গণি (রহঃ) এর কতিপয় শিষ্যগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা-

১. মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী, মৃত্যু- ১৩০৪ হিজরী
২. মাওলানা রশীদ আহমদ
৩. মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম
৪. মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব
৫. মাওলানা মুজহের
৬. মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী
৭. মাওলানা মুহসিন তরহাটী
৮. শেখ হাবীবুর রহমান রোদলবী
৯. মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন এলাহাবাদী
১০. শেখ মুহাম্মদ মাসুম মুজাদ্দেদী
১১. মাওলানা মুহাম্মদ জাফরী
১২. মাওলানা আলীমুদ্দীন বালখী
১৩. হিযির বিন সোলায়মান হায়দারাবাদী
১৪. শেখ মনজুর আহমদ হিন্দী
১৫. শেখ মাহমুদ বিন সিবগাতুল্লাহ

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী (রহঃ) ফিরিঙ্গী মহল্লায় স্বীয় হাদীসের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে সেরা হাদীস বিশারদ ও ওলামা বের হন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিজ্ঞানীর নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. মাওলানা জহীর আহসান শাওক নিমবী, তিনি 'আছারুস সুনান' (اثار السنن) এর রচিয়তা।
২. মাওলানা আবদুল হাদী আজীমাবাদী
৩. মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন এলাহাবাদী
৪. হাফেযে হাদীস মাওলানা ইদ্রীস সাহসারামী
৫. মাওলানা আবদুল গফুর রমযানপুরী
৬. মাওলানা আবদুল করিম পাঞ্জাবী
৭. শাহ সোলায়মান ফুলওয়ারবী (ওয়ায়েজ)
৮. মাওলানা আইনুল কুযাত
৯. মাওলানা হাফীযুল্লাহ
১০. মাওলানা আবদুল হাই কালকাত্ববী, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলিকাতার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১১. মাওলানা আবদুল ওয়াহাব বিহারী, তিনি 'কিতাবুর রাদ আলা-ইবনে আবি শায়বাহ' (كتاب الرد على ابن ابى مشيبه) এর রচিয়তা ছিলেন।
১২. মাওলানা আবদুল বারী, তিনি 'কিতাবুল আছার' (كتاب الاثار) গ্রন্থের প্রণেতা।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ (فقيه العصر) মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) এর শাগিরদগণের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে কতিপয় মুহাদ্দিসগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. মুফতী মাওলানা আমজাদ আলী
২. মাওলানা জাফরুদ্দীন বিহারী, 'জামে রিজবী' প্রণেতা

মাওলানা সৈয়দ নজীর হোসাইন দেহলবী (রহঃ) এর মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তিনি জামাতে আহলে হাদীসের দলপতি ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে হাজার হাজার ওলামা ও হাদীস বিশারদ বের হন। তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগিরদগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. মাওলানা শামসুল হক দাহানবী, তিনি 'গায়তুল মকসুদ' (غاية المقصود) এর রচিয়তা ছিলেন।
২. মাওলানা আশরাফ আলী, 'আউনুল মাবুদ' (عون المعبود) এর প্রণেতা।
৩. মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী 'তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী' (تحفة الاحوذى شرح ترمذى) এর প্রণেতা।
৪. মাওলানা আবদুল্লাহ গাজীপুরী
৫. মাওলানা সাদাত হোসাইন, তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীস শিক্ষা দান করেন।
৬. মাওলানা মুহাম্মদ মঙ্গলকোটী বর্ধওয়ানী
৭. মাওলানা আমীর আলী মলীহাবাদী, 'হিদায়া' এর টীকাকার
৮. মাওলানা ছানাউল্লাহ, অমৃতস্বরী
৯. মুহাম্মদ জামীল আনসারী, তিনি মাওলানা আমীর আলী এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় তিনি হাদীস শিক্ষা দান করেন। গ্রন্থকার ফকীর তাঁর নিকট 'মুয়াত্বা' শিক্ষা গ্রহণ করেন।

মাওলানা আলেম নাগিনবী রামপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে বহু হাদীস বিশারদ বের হন। তাঁর সুযোগ্য শাগিরদ মাওলানা আলী

আকরাম আরুবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পীরে কামেল, মুর্শেদে বরহক সৈয়দ আবু মুহাম্মদ বারকাত আলী শাহ তাঁর কাছে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। এ ফকীর গ্রন্থকার তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। বুখারীর প্রারম্ভিক অধ্যায়সমূহ তাঁর নিকট শ্রবণ করেন। রামপুরে মাওলানা আলেম নাগিনবী এর তিরোধানের পর মাওলানা হাসান শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরে স্বীয় খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ শাহ তাঁর স্থলবর্তী হন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা মুনাওয়ার আলী ছিলেন অন্যতম। তিনি রামপুর ও ঢাকায় হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন। আমার প্রিয় উস্তাদ শামসুল উলামা মাওলানা বিলায়ত হোসাইন (কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার সদরুল মুদারেরসীন) তাঁর শিষ্য ছিলেন। শামসুল উলামা মাওলানা বিলায়ত হোসাইন এ ফকীরকে সুনানে আবি দাউদ পাঠদান করেন।

মাওলানা শাহ আবদুল গণির শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ও মাওলানা রশিদ আহমদ দেওবন্দ মাদ্রাসা কায়েম করেন। অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী এ মাদ্রাসাটি ছিল মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র। হাজার হাজার আলেম ও মুহাদ্দিস এ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে উপমহাদেশের আনাচে কানাচে হাদীসের চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁদের শিষ্যগণের মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. শেখুল হিন্দ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান,

২. মাওলানা আহমদ হাসান,

৩. মাওলানা ফখরুল হাসান,

৪. মাওলানা খলীল আহমদ, 'বজলুল মজহুদ' (بذلى المجهود) এর প্রণেতা।

৫. মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী

৬. শামসুল উলামা মাওলানা মাজেদ আলী

মাওলানা মাহমুদুল হাসান দীর্ঘদিন ব্যাপী দেওবন্দ মাদ্রাসার 'হেড মুদারেরস' (صدر المدرسين) পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগিরদগণের নাম নিম্নে পেশ করা গেল, যথা-

১. মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী

২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী

৩. মাওলানা আবদুল্লাহ সিন্ধী

৪. মুফতী কিফায়াতুল্লাহ

৫. মাওলানা এযায আলী

৬. মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওচমানী

৭. মাওলানা আবদুল আযীয পাঞ্জাবী, 'নিবরাসুস সারী' প্রণেতা

৮. মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী

৯. মাওলানা আসগার দেওবন্দী

১০. মাওলানা সমহুল বিহারী

১১. শমসুল উলামা মাওলানা ইয়াহিয়া সাহসারামী, তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দেস ছিলেন। গ্রন্থকার এ ফকীর তাঁর নিকট সহী বুখারী, সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থদ্বয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শাহ আবদুল গণি (রাঃ) এর অপর একজন ছাত্র ছিলেন মাওলানা এয়াকুব। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু শাগিরদ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশে মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধওয়ানী (মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার শিক্ষক) ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য।

মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী (রহঃ) বহু হাদীসগ্রন্থের টীকা টিপ্পনী সম্বলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষ করে সহী বুখারীর হাশিয়া (টীকা-টিপ্পনী) তাঁর গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর মধ্যে সমাধিক প্রচলিত ও খ্যাত। তাঁর বিখ্যাত শাগরিদগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা-

১. মুফতী আবদুল্লাহ টুংকী, (কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস)

২. মাওলানা ওচী আহমদ সূরতী,

৩. মাওলানা নাজের হাসান দেওবন্দী, (কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস পদে বরিত হন) তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটী (কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক) অন্যতম ছিলেন। এ ফকীর তাঁর নিকট হতে সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ী এর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হজরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী (রহঃ) একজন যুগশ্রেষ্ঠ কুতুব ছিলেন। তিনি স্বীয় যুগের মহান বুজুর্গ ও কারামত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজ খানকায় তিনি হাদীসের পাঠদান করেন। দেশের সেরা আলেমগণ তাঁর

প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র থেকে আবির্ভূত হন। আহমদ হাসান কানপুরী তাঁর নিকট সিহাহ সিত্তার হাদীস অধ্যয়ন করেন। মাওলানা মোশতাক আহমদ কানপুরী তাঁর অন্যতম শাগিরদ ছিলেন। আর তিনি এ ফকীর গ্রন্থকারকে সহী মুসলিমের পাঠ দান করেন। এ ছাড়া অপরাপর হাদীসগ্রন্থসমূহের 'ইজাযত' (اجازت) বা অনুমতি প্রদান করেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের হাদীস চর্চায় পঞ্চম যুগের কতিপয় মুহাদ্দিসগণের অবদান ও কৃতিত্বের কথা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস সেবীগণের মধ্যে সকলের নাম বর্ণনা করা প্রায়শঃ সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু, এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় শহর ও প্রদেশে বিভিন্ন মাদ্রাসা (হাদীস চর্চার কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। এবং ধারাবাহিকভাবে এতে হাদীসের চর্চা হয়। অনেকেই হাদীসের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত হন।

" جزاهم الله تعالى خير الجزاء"

হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি সমূহ

ইসলামী শিক্ষার উৎস পবিত্র 'আল্-কুরআন'। 'ইলমুল হাদীস' এ কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর এ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হয়েছে ফিক্হ শাস্ত্রে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন-

كل العلوم سوى القران مشغلة

الا الحديث والا الفقه فى ادين –

অর্থ- কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ছাড়া যে কোন বিদ্যা নিছক একটি পেশামাত্র। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উচ্চস্থানের অধিকারী হলো 'কুরআনুল হাকীমের' অতঃপর হাদীসের অতঃপর ফিক্হ এর। হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তিগণের ছয়টি স্তর রয়েছে, যথা-

১. 'তালেব' (طالب) ঃ যে শিক্ষার্থী হাদীসের জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকেন।

২. মুসনেদ (مسند) ঃ যিনি নিজ সনদে হাদীস বর্ণনা করেন, হাদীস বর্ণনাকারী উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হোক বা না হোক।

৩. মুহাদ্দিস (محدث) ঃ যিনি হাদীসের বর্ণনা (روايت حديث) ও হাদীসের যথার্থ জ্ঞান (درايت حديث) সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেন, যিনি হাদীসের গ্রন্থ পঠন ও পাঠ দানে লিপ্ত থাকেন এবং যিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখেন।

৪. হাফেয (حافظ) ঃ সনদ ও মতন সহ যিনি কমপক্ষে এক হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা বিচারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, যথা- পরবর্তীকালে হাদীসবেত্তাগণের মধ্যে ইবনে হাজর আসকালানী, ইমাম বদরুদ্দীন আয়নী ফররুখ শাহ মুজাদ্দেদী প্রমুখ।

৫. হুজ্জাত (حجة) ঃ যিনি কমপক্ষে তিন লক্ষ হাদীস আত্মস্থ করেছেন এবং যিনি হাদীসের দোষগুণ বিচার সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ এ শ্রেণীর অন্যতম।

৬. হাকেম (حاكم) ঃ হাদীস বিজ্ঞানী এ মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি যে কোন হাদীস সম্পর্কে অবহিত আছেন। যেমন- ইয়াহিয়া বিন মুঈন, ইবনে কাত্তান প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ এ স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

হাদীস শিক্ষার্থীর জন্য যে সকল কাজ করণীয়, নিম্নে তা পেশ করা গেল, যথা-

১. সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীর নিয়ত শুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য।

২. শরীয়তের অনুগত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া,

৩. উস্তাদ ও শায়খগণের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করতঃ শ্রুত হাদীস সমূহের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন না করা,

৪. হাদীস অধ্যয়নের সময় যে সকল হাদীস আমলের উপযোগী বলে বিবেচিত , তার উপর যথাযথ আমল করা।

৫. নবী করিম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' এর নাম উল্লেখকালে দরূদ পাঠ করা এবং সাহাবাদের জন্য 'রদিয়াল্লাহু আনহু' বলার ব্যাপারে সচেতন থাকা শিক্ষার্থীর উচিৎ।

৬. উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা।

৭. তাদের সহিত আন্তরিকভাবে ভালবাসা স্থাপন করা ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা, কারণ উস্তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে একমাত্র এ বরকতময় দ্বীনি ইলম লাভ করতে সমর্থ হয়।

৮. উস্তাদকে খাটো করার অপচেষ্টা না করা, কারণ উস্তাদের প্রতি এ ধরণের আচরণ দ্বারা শিক্ষার্থী হাদীসের ফয়জ ও বরকত লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। হ্যাঁ! প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জানার ব্যাপারে কোন প্রকারের লজ্জাবোধ না করা উচিৎ।

৯. পরস্পর হাদীসের অনুশীলন করা ও আলোচনায় রত থাকা।

১০. হাদীসের কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা।

১১. হাদীসের মূলভাব ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা।

১২. হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবীদের উপর কড়া নজর রাখা।

১৩. বস্তুত হাদীস বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখা-প্রশাখা বিষয়সমূহের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষন করা হাদীস শিক্ষার্থীর প্রধান দায়িত্ব।

১৪. হাদীসের প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সমূহ ব্যতীত হাদীস সংগ্রহ করার ব্যাপারে প্রায় পঁচাশির অতিরিক্ত বিষয়সমূহের দিকে মনোনিবেশ করা তালেব বা হাদীস শিক্ষার্থীর জন্য একান্ত অপরিহার্য্য।

হাদীস শিক্ষার উপায় সমূহ ঃ

৭টি উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বীয় শায়খের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করে থাকেন। নিম্নে সে সকল পদ্ধতি বা উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা গেল, যথা-

১. اسماء من لفظ الشيخ অর্থ- শায়খ হাদীস পাঠ করবেন আর শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষার্থীগণ সকলেই উক্ত পাঠ শ্রবণ করবেন।

২. القرأن على الشيخ অর্থ- ছাত্র হাদীস পাঠ করবেন, শায়খ শ্রবণ করবেন অথবা ছাত্রগণের মধ্যে কোন একজন হাদীস পাঠ করবেন আর শায়খ ও অন্যান্য সকল ছাত্র তা শ্রবণ করবেন।

৩. اجازة অর্থ- শায়খ কোন লোককে নিজ সনদে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করবেন কিংবা লোকটি স্বীয় শায়খ এর প্রণীত গ্রন্থাবলীর অনুমতি লাভ করবেন।

৪. مناوله অর্থ- শায়খ স্বীয় বর্ণিত হাদীস (مرويات) অন্যজনকে প্রদান করাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মুনাওয়ালা' (مناولة) নামে অভিহিত করা হয়। তবে উত্তম শ্রেণীর 'মুনাওয়ালা' হলো- শায়খের বর্ণিত হাদীস সমূহের বর্ণনার অনুমতি সংযুক্ত থাকা (المقرونه بالاجازة)।

৫. مكاتبة অর্থ- শায়খ স্বীয় বর্ণিত হাদীস সমূহ (مرويات) নিজে লিখে কিংবা অপরের দ্বারা লিখিয়ে উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত কোন লোককে প্রদান করা। উত্তম শ্রেণীর 'মুকাতেবাহ' (مكاتبة) হলো শায়খের বর্ণিত হাদীস সমূহের বর্ণনার অনুমতি সংযুক্ত থাকা (المكاتبة المقرونة بالاجازة)।

৬. أعلام অর্থ- শায়খ কোন একজন লোককে এ কথা বলেন যে, এটা আমার বর্ণিত হাদীস।

৭. وجادة অর্থ- কোন ছাত্র শায়খের বর্ণিত হাদীস সমূহ লিখিতভাবে গ্রহণ করা এবং এ হাদীসগুলো শায়খের লেখা বলে অবগত হওয়া।

এ ছাড়া আরও বহু নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে হাদীস সংগ্রহ করা যেতে পারে। হাদীসের পাঠ ও পঠন সম্পর্কীয় আরও কতিপয় বিশেষ বিশেষ পরিভাষা বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থকার এ ফকীর স্বীয় বিরচিত 'ইলমে হাদীসকে মুবাদিয়াত' (علم حديث كى مباديات) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন।

হাদীসের কিতাব পাঠদানের নিয়ম প্রণালী ঃ

নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে শায়খ স্বীয় শিক্ষার্থীদেরকে হাদীসের কিতাব পাঠ দান করেন, যথা-

১. طريقة امعان وتعمّق *(গভীর চিন্তা ও সুক্ষ্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি)* ঃ এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। হাদীসের প্রত্যেকটি বাক্যের উপর বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হয়।

২. طريقة بحث وحل *(সমালোচনামূলক পদ্ধতি)* ঃ এ পদ্ধতিতে হাদীসের উপর মাঝারি ধরণের আলোচনার অবতারনা করা হয়। আবার প্রয়োজনানুসারে হাদীসের অর্থ, সনদের অবস্থা পর্য্যালোচনা এবং ইমামগণের বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কেও এতে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়।

৩. طريقة سرد *(সহজ ও সাধারণ পদ্ধতি)* ঃ এ পদ্ধতিতে শায়খ কেবল হাদীসসমূহ শ্রবণ করে থাকেন। শায়খ হাদীসের উপর কোন আলোচনা, সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা করেন না।

প্রথমোক্ত পাঠরীতিতে যথেষ্ঠ পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যয়িত হয়। মিশকাত শরীফের ন্যায় অপরাপর সংক্ষিপ্ত হাদীসের কিতাবসমূহ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। হাদীসের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও পর্য্যালোচনার জন্য উল্লেখিত দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আর সিহাহ সিত্তা পাঠদানের সময় মুহাদ্দিসগণ সাধারণত তৃতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

বর্তমান যুগে হাদীস বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

হাদীস বিজ্ঞান বর্তমান কালে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত -

১. নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহের মতন মুখস্ত করা- (حفظ متون احاديث معتبره) হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা (فقه حديث), গরীব হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা (معرفت غريب)।

২. হাদীসের সনদ মুখস্ত করা, (حفظ اسانيد حديث) , হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কে অবগত হওয়া (معرفت رجال), বিশুদ্ধ ও দূর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা (تمييز صحيح وسقيم)।

৩. হাদীস সংকলন করা (جمع حديث), হাদীস লিপিবদ্ধ করা (كتابت حديث) হাদীসের একাধিক সূত্র বর্ণনা করা (تكثير طرق حديث), হাদীস অন্বেষণে বিভিন্ন স্থান ও দেশ পর্যটন করা (رحلت الى البلدان لطلب الحديث)।

উল্লেখিত তিন প্রকারের ইলম সমূহের মধ্যে শেষোক্ত ইলম একটি অতিরিক্ত বিষয়মাত্র। তবে এ ইলমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এতে রাবী থেকে হুজুর (দঃ) পর্যন্ত হাদীসের সূত্র সমূহের ধারাবাহিক মিল থাকে। ২য় প্রকারের জ্ঞান যদিও উত্তম বটে, কিন্তু হাদীসগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার ফলে এ বিষয়ের প্রতি তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না। তবে অবশ্য সর্বকালে সর্বযুগে অতীব যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে প্রথম শ্রেণীর ইলম চর্চা হয়। হাদীস বিজ্ঞানে এ বিষয়টি সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। হাদীসের অর্থ ও তত্ত্ব অনুধাবনে গভীর পারদর্শিতা অর্জিত হয়।

প্রথিতযশা হাদীস বিজ্ঞানী, 'আমাশ' বলেন- হাদীস শাস্ত্রবিদগণ যে হাদীসটি চর্চা করেন, এ হাদীসটি ঐ হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম যেটি ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ চর্চা করেন।

একদা এক ব্যক্তি ইমাম আহমদকে ভর্ৎসনাপূর্বক জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি সুফিয়ান বিন উয়ায়নিয়া এর ন্যায় যশস্বী হাদীস বেত্তার বৈঠকে হাজির না হয়ে কেন ইমাম শাফেয়ীর নিকট চলে যান, অথচ হাদীসের সনদ বিচারে ইমাম শাফেয়ীর তুলনায় সুফিয়ান বিন উয়ায়নিয়ার স্থান অনেক উর্ধ্বে। ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেন-

" اسكت فان فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولايضرك

وان فاتك عقل هذا الفتى اخاف ان لا تجده " –

অর্থ- চুপ থাক, সনদের দিক দিয়ে যদি তুমি উর্ধ্বতন হাদীস না পাও, তবে অধঃস্তন হাদীসের সন্ধান লাভ করতে পারবে, আর এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি এ তেজস্বী মেধাবী যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেল, তবে আমি আশংকা প্রকাশ করছি যে, তুমি এ প্রতিভাধর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির বুদ্ধি ও যুক্তি আর কখনো লাভ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, ইলমে হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো- নবী করিম (দঃ) এর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রদর্শিত পথ ও মত অনুসরণ করা। আর এটা একমাত্র সম্ভব যদি সুষ্ঠু মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ চিত্তে হাদীসের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন

করতে সক্ষম হয়। আর গৌরবের ব্যাপার হলো- প্রচুর হাদীস মুখস্ত করা, প্রচুর হাদীস সংকলন করা ও রাবীদের জীবনী পর্য্যালোচনা করা।

اللهم ارزقنى حبك وحب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلّم وارزقنى اتباعه يا ارحم الراحمين ــ اللهم انى اسئلك صحة فى ايمان وايمانا فى حسن خلق وبخاحًا نتبعه فلا حا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ــ اللهم انى اسئلك علماً نافعاً وعملا متقبلا ورزقا واسعًا وشفاء من كل داء اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى بما ينفعنى وارزقنى علما تنفعنى به رينا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب على انك انت التواب الرحيم ـ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين – (امين)

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২।	জা'আল হক (২)	"
২।	জা'আল হক (৩)	"
৩।	সালতানতে মুস্তাফা	"
৪।	আউলিয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫।	দরসুল কুরআন	"
৬।	ইলমুল কুরআন	"
৭।	অপব্যখ্যার জবাব	"
৮।	হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রা:)	"
৯।	বিশ্বনবী নূরের রবী	"
১০।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১১।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১২।	মাতা-পিতার হক	"
১৩।	তাজিমী সিজদা	"
১৪।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৫।	বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৬।	কানুনে শরীয়ত	মুফতি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৭।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৮।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৯।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
২০।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২২।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২৩।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৪।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৫)	"
২৫।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৬)	"
২৬।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৭)	"
২৭।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৮।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৯।	কসীদায়ে বোরদা	আল্লামা বুছরী
৩০।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
৩১।	মুমীন কে ?	আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী
৩২।	আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহর্য্য প্রার্থনা	"
৩৩।	ইছাল ছওয়াব	"
৩৪।	জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)	শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
৩৫।	গাউসুল আযম	হযরত আল্লামা ইবনে নাবাতা
৩৬।	খুতবাতে ইবনে নাবাতা	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
৩৭।	হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মোহাম্মদ ইকবাল
৩৮।	মিলাদে মোস্তাফা	

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।